বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বুধবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৭৫ ॥ ২২ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ০৮ মাঘ ১৪৩১ বাংলা ॥ ২১ রজব ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

সাইবার নিরাপত্তা আইনের সব মামলা প্রত্যাহার হবে : আইন উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : সাইবার নিরাপত্তা আইনের অধীনে সারাদেশে যত মামলা রয়েছে সব প্রত্যাহার করা হবে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) সচিবালয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় *২-এর পাতায় দেখুন*

চার দেশ থেকে ৯ লাখ টন চাল আমদানি করবে সরকার : খাদ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : ভারত, পাকিস্তান, মিয়ানমার ও ভিয়েতনাম থেকে এ বছর সরকার ৯ লাখ মেট্রিক টন চাল আমদানি করবে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের খাদ্য ও ভূমি উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার। মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) সকালে চট্টগ্রাম বন্দরে মিয়ানমার থেকে আমদানি করা চাল খালাস *২-এর পাতায় দেখুন*

পলাতক ওসি শাহ আলম সম্ভবত পাশের দেশে চলে গেছে : ডিএমপি কমিশনার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর উত্তরা পূর্ব থানা থেকে পালানো সাবেক ওসি শাহ আলম এখনও ধরা পড়েনি। যথাসম্ভব তিনি ইন্ডিয়া বা পাশের দেশে পালিয়ে গেছেন বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) দুপুরে ক্র্যাবের *২-এর পাতায় দেখুন*

ব্যয় বেড়েছে ২৭৩ শতাংশ, কারিগরি শিক্ষা পায়নি লক্ষাধিক শিক্ষার্থী

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের ১০০ উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) স্থাপন প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে। ৯২৪ কোটি টাকা ব্যয়ের এ প্রকল্পের কাজ শতভাগ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০১৬ সালের জুনে। অথচ অবহেলা-অপরিকল্পনায় বারবার বেড়েছে সময়। একই সঙ্গে ব্যয় বেড়েছে ২৭৩ শতাংশ। ১ হাজার ৫৯৬ কোটি টাকা বেড়ে এখন প্রকল্পের মোট ব্যয় দাঁড়িয়েছে দুই হাজার ৫২০ কোটি ৪০ লাখ টাকায়। এরপরও প্রকল্পের কাজ শতভাগ বাস্তবায়ন হয়নি। সম্প্রতি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে এমন প্রতিবেদন তৈরি করেছে। আড়াই বছরের প্রকল্প ১২ বছরে গড়ানোর মধ্যে তিনবার করে প্রকল্পের সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রকল্পের আওতায় নানান ধরনের অপ্রাসঙ্গিক খরচও সচল রাখা হয়েছে। এতে সরকারি অর্থের বিপুল অপচয় হয়েছে বলে মূল্যায়ন সরকারি প্রকল্প তদারকি সংস্থার। ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি : প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর। মূল অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৯২৪ কোটি তিন লাখ টাকা। অনুমোদিত সময় ছিল জানুয়ারি ২০১৪ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত। তিন দফা সময় বাড়িয়ে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। তবে এই সময়েও কাজ শতভাগ বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে ডিসেম্বর ২০২৫ নাগাদ নতুন করে মেয়াদ বাড়ছে প্রকল্পের। ১০০টি টিএসসিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও এইচএসসি (ভোকেশনাল) কোর্সে প্রতি বছর ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এক লাখ আট হাজার *২-এর পাতায় দেখুন*

জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন ২৩-২৫ জানুয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ২৩-২৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৪৩তম জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন। এবারের এই সম্মেলন রাজধানীর ধানমন্ডিতে ছায়ানট সংস্কৃতি ভবন মিলনায়তনে আয়োজন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে ছায়ানট সংস্কৃতি ভবনের রমেশচন্দ্র দত্ত মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানায় সম্মেলনে আয়োজক সংস্থা জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তানিয়া মান্নান বলেন, এবারের জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন সঙ্গীতগুণি ফাহমিদা খাতুন। ২৩ জানুয়ারি বিকাল সাড়ে ৪টায় 'এই কথাটা ধরে রাখিস-মুক্তি তোরে পেতেই হবে' বোধনসঙ্গীতের মাধ্যমে এবারের আয়োজন শুরু হবে। পরে সন্ধ্যা ৫টায় প্রদীপ প্রজ্বালন ও অশীর্বাণী অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের তিন দিনেরই সান্ধ্য-অধিবেশন সাজানো হয়েছে গুণীজনের সুবচন, রবিরশ্মি, গীতি আলেখ্য, আবৃত্তি, পাঠ, নৃত্য ও গান দিয়ে। তিনি আরো জানান, *২-এর পাতায় দেখুন*

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস মঙ্গলবার বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বার্ষিক বৈঠকে যোগ দিতে সুইজারল্যান্ডের ডাভোসের উদ্দেশ্যে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করেন। -পিআইডি

সুইজারল্যান্ড গেলেন প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে চার দিনের সরকারি সফরে সুইজারল্যান্ডের দাভোসের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিউল আলম জানান, অধ্যাপক ইউনূস ও তার সফরসঙ্গীদের বহনকারী এমিরেটস এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট সোমবার (২০ জানুয়ারি) রাত ১টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছাড়েন। এ সফরের সময় প্রধান উপদেষ্টা জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ স্কোলজ, ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাব, বেলজিয়ামের রাজা ফিলিপ ও থাই প্রধানমন্ত্রী পায়েংটার্ন শিনাওয়াত্রার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টা সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুমের কন্যা শেখা লতিফা বিনতে মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্ড, মেটাতে গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের প্রেসিডেন্ট স্যার নিক ক্লেগ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সেক্রেটারি জেনারেল ড. অ্যাগনেস ক্যালামার্ড ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) মহাপরিচালক ড. এনগোজি ওকোনজো-আইওয়ালার *২-এর পাতায় দেখুন*

ছাত্রশিবির ছাত্রসমাজের সবচেয়ে আপন : জামায়াত আমির

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, বিগত সাড়ে ১৫ বছর ধরে ছাত্রশিবিরকে ক্যাম্পাসে কার্যক্রম পরিচালনার

সুযোগ দেওয়া হয়নি। মাদ্রাসাগুলোতেও তাদের স্বনামে দাওয়াত দেওয়ার পথ রুদ্ধ করা হয়। ছাত্রসমাজ থেকে দূরে রাখতে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে ছাত্রশিবিরকে নেগেটিভ চরিত্রের *২-এর পাতায় দেখুন*

ঢেলে সাজানো হচ্ছে বিচার বিভাগ

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি চাকরিতে নিয়োগে কোটা পদ্ধতি সংস্কার নিয়ে উচ্চ আদালতের রায়ের পর আন্দোলন শুরু। এরপর জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে বিজয় লাভ। টানা ৩৬ দিনের আন্দোলনে পতন ঘটে আওয়ামী লীগ সরকারের। এর পরপরই ছাত্রদের তোপের মুখে সাবেক প্রধান বিচারপতিসহ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ছয়জন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। পুরো বিচার বিভাগ সংস্কার করে নতুন করে ঢেলে সাজানোর রোডম্যাপ ঘোষণা করেন তিনি। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, তার এই রোডম্যাপ বাস্তবায়িত হলে জনগণের জন্য সুফল বয়ে আনবে। আইন অঙ্গনে ব্যাপক রদবদলসহ নানান উদ্যোগ নিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। চলতি বছর বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ করে আলাদা সচিবালয়, বিচার বিভাগের সর্বস্তরে ডিজিটালের ছোঁয়া অর্থাৎ ই-জুডিসিয়ারি, বিচারক নিয়োগ ও অপসারণের নীতিমালাসহ বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, যা নতুন বছরে জনগণের বিচার বিভাগের প্রতি আস্থা ফেরাতে সহায়তা করবে। সংস্কার যুগোপযোগী করতে রোডম্যাপ ঘোষণা ২০২৪ সালের ১১ আগস্ট দেশের ২৫তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথগ্রহণ করেন বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই তিনি দেশের বিচার বিভাগের মানোন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন। গত ২১ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের ইনার কোর্ট ইয়ার্ডে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আইন উপদেষ্টা, সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতি, অ্যাটর্নি জেনারেল এবং দেশের জেলা আদালতগুলোর বিচারকদের উপস্থিতিতে বিচার বিভাগ সংস্কার যুগোপযোগী করতে রোডম্যাপ ঘোষণা করেন তিনি। রোডম্যাপে অন্য বিষয়ের সঙ্গে উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগের জন্য একটি স্বাধীন জুডিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল গঠন করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। নতুন বছরে প্রধান বিচারপতি, সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টসহ বিচার বিভাগের পরিকল্পনা বা প্রত্যাশা কী জানতে চাইলে সুপ্রিম কোর্টের স্পেশাল অফিসার মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোছাইন বলেন, 'নতুন বছর হবে দেশের বিচার অঙ্গনের জনআকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার বছর। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের নীতিমালার বিষয়ে আইন আকারে বা অধ্যাদেশ *২-এর পাতায় দেখুন*

- জুডিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল
- বছরের শুরুতেই আরও একটি হটলাইন যুক্ত
- কাগজমুক্ত বিচারকাজ চালু ও সম্প্রসারণ

এয়ার পিউরিফায়ার আমদানিতে রেগুলেটরি শুল্ক ও আগাম কর প্রত্যাহার

স্টাফ রিপোর্টার : এয়ার পিউরিফায়ার আমদানিতে বিদ্যমান কাস্টমস শুল্ক হ্রাস এবং রেগুলেটরি শুল্ক ও আগাম কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। জনস্বার্থে এ-সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বে বায়ুদূষণের শীর্ষে থাকা শহরের তালিকায় ঢাকা ও বাংলাদেশের অন্যান্য শহরের নাম আছে। বায়ুদূষণের ফলে জনস্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতিসহ জনগণের প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। বায়ুদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় আমদানি পর্যায়ে শুল্ক-কর হ্রাস করার মাধ্যমে এয়ার পিউরিফায়ারের মতো কার্যকর বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম সহজলভ্য করতে আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান কাস্টমস শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ নির্ধারণ এবং ৩ শতাংশ রেগুলেটরি শুল্ক ও *২-এর পাতায় দেখুন*

আগামী বাজেটে ভ্যাট সমন্বয় করা হবে: অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : সম্প্রতি যেসব সেবা ও পণ্যের ভ্যাট, কর বাড়ানো হয়েছে, তা আগামী বাজেটে সমন্বয় করা হবে বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহ উদ্দিন আহমেদ। মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক শেষে তিনি এ কথা বলেন। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, বেশ কিছু পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আছে। সার্বিকভাবে ভ্যাট বৃদ্ধিতে বাজারে

প্রভাব পড়েনি। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে সংকট কমাতে আমদানি করে সারের মজুত বাড়াতে চায় সরকার। চালের সাপ্লাই চেইন মেনুপুলেট করছে খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীরা। চালের দাম এখন মোটামুটি সহনীয় আছে। সালেহ উদ্দিন বলেন, নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য ট্রাকে কম দামে পণ্য বিক্রির জন্য বিশেষ ওএমএস কার্যক্রম আপাতত বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। কারণ, সবজিসহ কিছু পণ্য এতো কম মূল্যে দেওয়া হতো *২-এর পাতায় দেখুন*

হাসপাতালে গিয়ে জুলাই অভ্যুত্থানে আহতদের ভোটার করবে ইসি

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই অভ্যুত্থানে আহতদের হাসপাতালে গিয়ে ভোটার করে নেবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। একই সঙ্গে তাদের জাতীয় পরিচয়পত্রে (এনআইডি) ভুল

থাকলে ইসি সেগুলোও সংশোধন করে দেবে। এ সংক্রান্ত চিঠি তিনটি হাসপাতালে পাঠিয়েছেন ইসির এনআইডি শাখার পরিচালক (নিবন্ধন ও প্রবাসী) মো. আব্দুল মোমিন সরকার। তিনি জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা *২-এর পাতায় দেখুন*

চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টার বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার : চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) বেইজিংয়ে বৈঠক করেছেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর চীন হল তার বিদেশ সফরের প্রথম দেশ। বৈঠকে ওয়াং ই বলেন, "চীন সবসময় বাংলাদেশকে প্রতিবেশী কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রাখে। বাংলাদেশের সব মানুষের সঙ্গে সহাবস্থানের নীতি মেনে চলে চীন। চলতি বছর দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৫০তম বার্ষিকী এবং 'চীন-বাংলাদেশ মানবিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময় বর্ষ'। দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়ন নতুন সুযোগের মুখোমুখি হচ্ছে। চীন বাংলাদেশের সঙ্গে ঐতিহ্যগত মৈত্রীর ভিত্তিতে, কৌশলগত যোগাযোগ জোরদার *২-এর পাতায় দেখুন*

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ উপদেষ্টা ফারুক ই আজম, বীর প্রতীক এর সাথে মঙ্গলবার মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে কানাডার হাইকমিশনার অজিত সিং সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

আর্থিক নিশ্চয়তা ছাড়া বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা আশা করা উচিত না: গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার : সাংবাদিকদের আর্থিক নিশ্চয়তা নিশ্চিত না হলে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা আশা করা উচিত না বলে মন্তব্য করেছেন গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কামাল আহমেদ। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে রাজশাহী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সঙ্গে রাজশাহী বিভাগের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভায় সংস্কার প্রধান কামাল আহমেদ একথা বলেন। তিনি বলেন, সাংবাদিকদের আর্থিক নিশ্চয়তা নিশ্চিত না হলে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা আশা করা উচিত না, তাই সাংবাদিকদের আর্থিক নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে সরকারের *২-এর পাতায় দেখুন*

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ পত্রিকার মাল্টিমিডিয়া যুগে প্রবেশ

মোঃ শহিদুল ইসলাম রনি : দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ পত্রিকার মাল্টিমিডিয়ায় পদার্পন উপলক্ষ্যে প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০ জানুয়ারি ২০২৫ মানবিক বাংলাদেশ পত্রিকার প্রধান কার্যালয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।ঢাকা বিভাগীয় ব্যুরো প্রধান মো. মাসুম খান এর সভাপতিত্বে ও শিবগঞ্জ উপজেলা প্রতিনিধি শামসুন্নাহার সোহানার সঞ্চালনায় এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ পত্রিকার চেয়ারম্যান, সম্পাদক ও প্রকাশক জনাব মোহাম্মদ আলী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক মোহা.সেলিম রেজা, রাজশাহী ব্যুরো প্রধান মো.আতিকুর রহমান,ঢাকার সিনিয়র রিপোর্টার ইরান মুন্সী, গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি কবির হোসেন, রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি স্বাধীন,স্টাফ রিপোর্টার মোঃ শহিদুল ইসলাম রনি,গোমস্তাপুর উপজেলা প্রতিনিধি দুলাল, নাচোল উপজেলা প্রতিনিধি আব্দুল বারী, ঢাকা দক্ষিণের বিশেষ প্রতিনিধি মামুন উর রশিদ,ঢাকা উত্তরের প্রতিনিধি শাহীন,ঢাকার বিশেষ প্রতিনিধি রিদয় খান প্রমুখ। এসময় বক্তারা বলেন,বর্তমানে মাল্টিমিডিয়া প্লাটফর্ম একটি জনপ্রিয় মাধ্যম,যেটির মাধ্যমে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ খুব দ্রুত পাঠকের দারে পৌছে দেওয়া যায়।

বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ অগ্রগতি বিএনপি বাস্তবায়ন করেছে: আমির খসরু

যশোর প্রতিনিধি : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, সংস্কার অনেকের জন্য নতুন হতে পারে, কিন্তু বিএনপির জন্য নয়। *২-এর পাতায় দেখুন*

চার দেশ ও স্থানীয় বাজার থেকে ৭৫৬ কোটি টাকার সার কিনবে সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার ও চীনের প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (কাফকো) থেকে ১ লাখ ৫০ হাজার টন সার কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে ১ লাখ ২০ হাজার টন ইউরিয়া সার এবং ৩০ হাজার টন ফসফরিক এসিড রয়েছে। এই সার কিনতে ৭৫৬ কোটি ৬৩ লাখ ২৬ হাজার ৪০০ টাকা ব্যয়ের অনুমোদন দিয়েছে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) সচিবালয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিটির সভায় এই অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, রাষ্ট্রীয় চুক্তির মাধ্যমে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফার্টিগ্লোব ডিসট্রিবিউশন লিমিটেড থেকে ৩০ হাজার মেট্রিক টন *২-এর পাতায় দেখুন*

দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষে সারায়েভো, ঢাকার অবস্থা কী?

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্বের দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় রাজধানী ঢাকার অবস্থান তৃতীয়। তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে বসনিয়ার হার্জেগোভিনার সারায়েভো শহর। সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) সূচক থেকে এ তথ্য জানা গেছে। তালিকার শীর্ষে অবস্থান করা সারায়েভোর বায়ুর মানের স্কোর ৪৮৮, অর্থাৎ সেখানকার বায়ু 'দুর্যোগপূর্ণ বা ঝুঁকিপূর্ণ' পর্যায়ে রয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ভিয়েতনামের হ্যানয়, যার স্কোর হচ্ছে ২৫৯ অর্থাৎ সেখানকার বায়ুর মান 'খুবই *২-এর পাতায় দেখুন*

বেনজীরের সাভানা ইকো পার্কে এনবিআরের ১৫ সদস্যের গোয়েন্দা টিম

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদের মালিকানাধীন সাভানা ইকো রিসোর্ট অ্যান্ড ন্যাচারাল পার্কে অভিযান পরিচালনা করছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বৈরাগীটোল গ্রামে ৬২১ বিঘা জমির ওপর নির্মিত সাভানা ইকো রিসোর্ট অ্যান্ড ন্যাচারাল পার্কের বিনিয়োগের নথি, আয়-ব্যয়ের যাবতীয় হিসাবপত্র ও কম্পিটারের হার্ডডিস্কসহ যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত যাচাই করবে *২-এর পাতায় দেখুন*

লেবানন থেকে ফিরলেন আরও ৪৬ বাংলাদেশি

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি খরচে যুদ্ধবিধ্বস্ত লেবানন থেকে স্বেচ্ছায় দেশে ফিরে এসেছেন আরও ৪৬ বাংলাদেশি। মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) সকাল সোয়া ৯টা ১৫ মিনিটে কাতার এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে তারা ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌছান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বার্তায় জানায়, এই ৪৬ প্রবাসীকে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। কাতার এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে তারা দেশে পৌছান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বৈরুতে বাংলাদেশ *২-এর পাতায় দেখুন*

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বুধবার ॥ ২২ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ০৮ মাঘ ১৪৩১ বাংলা

শিক্ষা-স্বাস্থ্যের ব্যয় মেটাতে আমিষ-প্রোটিনে কাটছাঁট

স্টাফ রিপোর্টার : ক্রমে কঠিন হয়ে উঠছে নাগরিক জীবন। রাজধানী ঢাকার জীবনযাত্রায় বিগত কয়েক বছরে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। বছরের শুরুতেই একগাদা খরচের চাপ আসে জগদ্দল পাথরের মতো। বাসাভাড়া, সন্তানের পড়াশোনার খরচ বাড়েই। সঙ্গে যোগ হয় মূল্যস্ফীতি কিংবা ভ্যাট-ট্যাক্স, গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়া, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্রান্ত কারণে অতিরিক্ত পণ্যমূল্য। নগরজীবনে টিকে থাকার লড়াই নিয়ে জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক ইয়াসির আরাফাত রিপনের চার পর্বের ধারাবাহিকের আজ থাকছে দ্বিতীয়টি। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য আমাদের মৌলিক অধিকার। অথচ এই দুই খাতেই প্রতি বছর চলে যায় আয়ের বড় একটি অংশ। ভালো স্কুলে ভর্তি কিংবা বড় কোনো অসুখ হলে ঋণ করেই মেটাতে হয় ব্যয়। এতে বাড়তি চাপে পড়ছেন অভিভাবকরা। ব্যয় কমাতে আমিষ-প্রোটিনে কাটছাঁট করতেও বাধ্য হচ্ছেন অনেকে। বাড়িভাড়ার পাশাপাশি বছরের শুরুতেই আর্থিক সংকট তৈরি হয় সন্তানের শিক্ষাব্যয় মেটাতে গিয়ে। কাঁচা সবজির দাম হাতের নাগালে থাকলেও চাল, ডালসহ অন্য নিত্যপণ্যে ঊর্ধ্বগতি ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে কমছে ক্রয়ক্ষমতা। খরচ বাঁচাতে অন্য কিছু পদক্ষেপের পাশাপাশি বাধ্য হচ্ছেন খাবারের তালিকায় পরিবর্তন আনতে। আমিষ-প্রোটিনে চলছে কাটছাঁট। এতে পরিবারের সদস্য আক্রান্ত হচ্ছে রোগ-অসুখে। শিক্ষাব্যয়, রোগ-অসুখের সঙ্গে খাবারের মেন্যু পরিবর্তনেও আসছে না স্বস্তি। কথা হয় রাজধানীর শাহজাহানপুর এলাকার মুদি ব্যবসায়ী বোরহান উদ্দিনের সঙ্গে। তিনি দুই ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রী নিয়ে বসবাস করছেন। বোরহান বলেন, 'শিক্ষাকে বলা হয় জাতির মেরুদণ্ড। জাতি গঠনে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা দরকার। উন্নত বিশ্বে পড়াশোনার খরচ একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত ফ্রি বলে জানি। অথচ আমাদের দেশে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা বাবদ আয়ের সিংহভাগই চলে যায়। প্রতি বছরের শুরুতেই আমার ছেলে-মেয়েদের পেছনে জমানো সব অর্থ খরচের পাশাপাশি ঋণও করা লাগে। স্কুলের বেতন, কোচিং ফি, মূল্যায়ন পরীক্ষার ফি, নতুন স্কুল পোশাকসহ আরও কত কী! গ্রাম থেকে কিছু খরচ আনার পরও চলতে পারছি না, সঞ্চয় নেই। মাছ-মাংস খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি।' একই সুরে কথা বলেন বাসাবো এলাকার বাসিন্দা হাসিব। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তিনি। এক মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস তার। হাসিব বলেন, 'একটা সময় মনে করতাম ঢাকায় টাকা ওড়ে, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। ভালো স্বপ্ন নিয়ে এসেছিলাম। সন্তানদের মানুষ করবো, কিছু সঞ্চয় হবে। তবে সঞ্চয় তো দূরের কথা বাচ্চাকে একটি ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির পর মাসের আয়ের টাকা ১৫ তারিখের আগেই শেষ হয়ে যায়। জ্বর-সর্দিসহ এ ধরনের রোগ হলে ওষুধ কেনা হয় না। মনের জোর দিয়ে কাজ করি, কদিন কষ্ট পেলেও চলে যাচ্ছে।' মুনতাহা তাবাসসুম-শরীফ দম্পতি দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে থাকেন মগবাজারের মধুবাগ এলাকায়। শরীফের মাসিক আয় ৩৫ হাজার টাকা। ছেলে একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নার্সারিতে পড়ছে। মেয়ে পড়ে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে। তাবাসসুম জাগো নিউজকে বলেন, 'ছেলে-মেয়ের পড়াশোনার ব্যয় প্রতি মাসে সাত হাজার টাকা। বাচ্চারা এখন ছোট, প্রায়ই ঠান্ডাজনিত সমস্যা দেখা দেয়। আমরাও চিকিৎসা নেই। সব মিলে মাসে আরও চার হাজার টাকা ব্যয় হয় স্বাস্থ্যের পেছনে। সব মিলে শিক্ষা-স্বাস্থ্যের পেছনে ১০ থেকে ১১ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। কোচিং ও প্রাইভেট দিলে খরচ আরও বাড়বে।' এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতির অধ্যাপক সৈয়দ আবদুল হামিদ বলেন, 'ব্যক্তি পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত স্বাস্থ্যখাত অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখতে হবে। কিন্তু কোনো জায়গায়ই এটা নেই। সরকার এদিকে যথাযথ মনোযোগ দেয় না, এতে শিক্ষা-স্বাস্থ্যখাতে মানুষের ব্যয় বাড়ে। অবশ্যই আমাদের স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলার কারণেই মানুষ বেশি অসুস্থ হচ্ছে। এতে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন তারা।' শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে ব্যয় কত? ইউনেসকোর 'গ্লোবাল এডুকেশন মনিটরিং ৭-এর পাতায় দেখুন

ঘন কুয়াশায় ঢাকা নীলফামারী, সৈয়দপুরে বিমান ওঠানামায় বিঘ্ন

স্টাফ রিপোর্টার : নীলফামারীতে ঘন কুয়াশার সঙ্গে ঠান্ডা বাতাসে স্থবির হয়ে পড়েছে জনজীবন। বিশেষ করে জেলার সীমান্তঘেঁষা ডিমলা উপজেলার তিস্তা-তীরবর্তী চর অঞ্চলের ছিন্নমূল মানুষজন বিপাকে পড়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার জেলায় সর্বনিম্ন ১১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বোচ্চ ১২ দশমিক শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করে সৈয়দপুর বিমানবন্দর আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লোকমান হাকিম জানান, চলতি সপ্তাহে তাপমাত্রা ১১ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওঠানামা করছে। এর মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার সর্বনিম্ন ১১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বিরাজ করছিল। বাতাসের আর্দ্রতা ৯৫ শতাংশ ও দৃষ্টিসীমা ২০০ মিটারের মধ্যে রয়েছে। এতে করে বিমান ওঠানামায় বিঘ্ন ঘটছে। আবহাওয়ার এই বাড়া-কমায় এ অঞ্চলের মানুষের জনজীবন স্থবির হয়ে পড়েছে। দিনেদুপুরেও দূরপাল্লার যানবাহন ও মোটরসাইকেলের চালকরা হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করছেন। তিনি বলেন, এরকম আবহাওয়া আরও দুই থেকে তিন দিন থাকতে পারে। ঘন কুয়াশা ও ঠান্ডা বাতাসে বিপাকে পড়েছেন এ অঞ্চলের খেটে খাওয়া মানুষরা। শীতের তীব্রতা থেকে বাঁচতে খড়কুটো জ্বালিয়ে নিবারণের চেষ্টা করছেন। ঠান্ডা থেকে বাঁচাতে ৭-এর পাতায় দেখুন

অতি বিপ্লবী চিন্তা নিয়ে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি কাম্য নয় : মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : অতি বিপ্লবী কোন চিন্তা ভাবনা নিয়ে সমাজে আরও অস্থিরতা সৃষ্টি করা কাম্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবে জিয়াউর রহমানের ৮৯ তম জন্মদিন ও জিয়া স্মৃতি পাঠাগারের ১২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত গ্রন্থ আড্ডায় যোগ দিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, একটা কথা মনে রাখতে হবে সবসময়, হঠকারিতা করা যাবে না। অতি বিপ্লবী কোন চিন্তা ভাবনা নিয়ে সমাজে আরও অস্থিরতা, চরম একটা অবস্থা সৃষ্টি করা হয়তো কোনভাবেই কাম্য হবে না। নৈরাজ্য সৃষ্টি করাটা বোধহয় ঠিক হবে না, এই কথাটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আমাদের মাহবুব উল্লাহ (অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ) ভাইয়েরা থিওরি পড়াতেন, তার মধ্যে একটা কথা ছিলো রোমান্টিসিজম। রোমান্টিসিজম মানে শুধু প্রেম নয় বিপ্লবের প্রতি প্রেম। অর্থাৎ এই মুহূর্তে আমি সব পাল্টে দিব, এই মুহূর্তে আমি সব দখল করব, অন্যায় রোধ করব, এটা হয় না। আপনাকে ধাপে ধাপে করতে হবে। সবাইকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন, আমাদের এখানে এখন যে অস্থিরতা চলছে এই অবস্থা যদি নিয়ন্ত্রণ করতে চাই, আমাদের কে ধৈর্য ধরে পা ফেলতে হবে। এমন কিছু আমরা করব না, নৈরাজ্য সৃষ্টি করে আরও বিপদ যেন আমরা ডেকে না আনি। এই বিষয়গুলো আমাদের মনে রাখতে হবে।

জিয়া স্মৃতি পাঠাগারের সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মো. জহির দিপ্তী। গ্রন্থ আড্ডায় আরও যোগ দেন অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ,নরসিংদী জেলা বিএনপির সদস্য সচিব মনজুরে এলাহী, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন প্রমুখ।

ছাগলকাণ্ডের মতিউরের রিমান্ড চায় দুদক, শুনানি ২৭ জানুয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার : ছাগলকাণ্ডে আলোচিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক কর্মকর্তা মতিউর রহমানকে সাত দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালতে দুদকের পক্ষ থেকে এ আবেদন করা হয়। পরে রিমান্ড শুনানির জন্য আগামী ২৭ জানুয়ারি তারিখ ৭-এর পাতায় দেখুন

গুম-খুন-হত্যায় জড়িতরা নির্বাচন করতে পারবেন না : বদিউল আলম মজুমদার

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেছেন, গুম, খুন ও হত্যায় জড়িতরা যেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে সে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। কেননা আমরা অতীতের কারচুপি নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি চাই না। নির্বাচনী অঙ্গনকে দুর্বৃত্তায়নমুক্ত করতে হবে। মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি (আরএফইডি) টক-এ অংশ নিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। বদিউল আলম মজুমদার বলেন, যারা দেড় হাজার মানুষ হত্যা, গুম ও গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে, তারা আবার দেশ শাসন করুক তা অধিকাংশ মানুষ চায় না। গুরুতর মানবতাবিরোধী অপরাধ যারা করেছে, যারা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড করেছে, তারা যেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেই সুপারিশ নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হয়েছে। তবে কাউকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা চাই যারা অন্যায় করেছে, তারা যেন বিচারের আওতায় আসে। সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজন সম্পাদক আরও বলেন, একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে নিরপেক্ষ তদন্ত করে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে যারা কারচুপিতে সহায়তা করেছে, তাদের বিচার করা হোক। তখনকার কমিশন অন্যায় করলে তাদেরও বিচার হবে। কেউ চায় না অতীতের জায়গায় ফিরে যাক। আমরা অতীতের কারচুপি নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি চাই না। নির্বাচনী অঙ্গনকে দুর্বৃত্তায়নমুক্ত করতে হবে। আরএফইডির সভাপতি একরামুল হক সায়েমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো. হুমায়ুন কবীরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আয়োজক সংগঠনের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ভোরের কাগজ খুলে দেওয়ার দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকা খুলে দিয়ে প্রকাশনা অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির কর্মীরা। আগামীকাল বৃহস্পতিবারের মধ্যে দাবি বাস্তবায়ন না হলে সাংবাদিক সংগঠনগুলোর নেতাদের নিয়ে কাকরাইলের এইচআরটি ভবন ঘেরাওয়ের হুমকিও দেন তারা। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের মাওলানা আকরাম খাঁ হলে সংবাদ সম্মেলনে তারা এই দাবি জানান। এ সময় ভোরের কাগজের ১১টি বিভাগের প্রধান উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ভোরের কাগজের প্রধান প্রতিবেদক খোন্দকার কাওছার হোসেন বলেন, ভোরের কাগজের নির্বাহী সম্পাদক এ কে সরকার স্বাক্ষরিত নোটিশে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করা হয়েছে এমন ৭-এর পাতায় দেখুন

বাগেরহাটে বেড়েছে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরি

স্টাফ রিপোর্টার : বাগেরহাটের বিভিন্ন এলাকায় আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা। চোর আতঙ্কে রয়েছেন পল্লী বিদ্যুতের গ্রাহকরা। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির তথ্য অনুযায়ী, গেল সাড়ে ৩ মাসে ২৪টি ট্রান্সফরমার চুরি হয়ে যায়। যার বেশিরভাগই সদর উপজেলায়। এতে বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়েন কয়েক হাজার গ্রাহক। চুরি যাওয়া ২৪ ট্রান্সফরমারের আর্থিক মূল্য ২০ লক্ষাধিক টাকা। প্রতিটি ঘটনায় পল্লী বিদ্যুতের পক্ষ থেকে থানায় এজাহার দেওয়া হলেও কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। সব শেষ গত ১৭ জানুয়ারি ফকিরহাট উপজেলার পাগলা-শ্যামনগর তৈয়ব আলীর বটতলা সংলগ্ন বৈদ্যুতিক খুঁটিতে থাকা ট্রান্সফরমার চুরি করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। এর আগে গত ১২ জানুয়ারি বাগেরহাট সদর ৭-এর পাতায় দেখুন

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দিনাজপুরে

স্টাফ রিপোর্টার : ঘন কুয়াশা আর হিমেল বাতাসে আবার শীতের প্রকোপ বাড়তে শুরু করেছে উত্তরের জেলা দিনাজপুরে। গত তিনদিনের ব্যবধানে তাপমাত্রা কমেছে প্রায় ৪ ডিগ্রি। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টায় দিনাজপুরে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এসময় বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় পাঁচ কিলোমিটার। গত শনিবার যেখানে দিনাজপুরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়াবিদদের ভাষায়, তাপমাত্রা ৮ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে হলে সেটাকে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ, ৬ থেকে ৮ ডিগ্রির মধ্যে হলে সেটা মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ এবং ৪ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে হলে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বলে। আর যদি তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি ৭-এর পাতায় দেখুন

রেলের জমিতে অবৈধ স্থাপনা, উচ্ছেদ অভিযানে কর্তৃপক্ষ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবৈধভাবে গড়ে তোলা স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান শুরু করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে রাজধানীর তেজগাঁও রেলগেট এলাকায় এ অভিযান শুরু হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ রেলওয়ে ঢাকা বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. নাসির উদ্দিন মাহমুদ। এছাড়াও অভিযানে উপস্থিত রয়েছেন রেলওয়ের কর্মচারী, রেলওয়ে পুলিশ ও তেজগাঁও থানা পুলিশ। এর আগে গত ৫ ডিসেম্বর রেলপথ মন্ত্রণালয় গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে। এতে বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবৈধভাবে নির্মিত স্থাপনা ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে নিজ দায়িত্বে অপসারণের জন্য বলা হয়। পরে ১১ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ রেলওয়ে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন ৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীর মুগদা এলাকায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা সংস্কারে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে ওয়াসা কর্তৃপক্ষ। সংস্কার কাজ শেষ না হওয়ায় যানবাহন ও পথচারীদের চলাচলে ভোগান্তি হচ্ছে।

টিকা না পেয়ে পান্থপথে প্রবাসীদের সড়ক অবরোধ

স্টাফ রিপোর্টার : টিকা না পেয়ে রাজধানীর পান্থপথ এলাকায় সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করছেন সৌদি আবরসহ মধ্যপ্রাচ্যগামী প্রবাসীরা। মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার পর থেকে প্রায় ৩০০ জন প্রবাসী পান্থপথে অবস্থিত স্কয়ার হাসপাতালের সামনে এ আন্দোলন করছেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আন্দোলনরত প্রবাসীদের মধ্যে অধিকাংশ সৌদি প্রবাসী। এছাড়া ওমরা হজের যাত্রীরাও রয়েছেন। তাদের আজ রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে সৌদি আবরসহ মধ্যপ্রাচ্যের আরও দুই-একটি দেশে যাওয়ার জন্য টিকা নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওইসব হাসপাতালে গিয়ে তারা দেখেন তাদের যেসব টিকা দেওয়ার কথা ছিল সেসব টিকা নেই। পরে তাদের জানানো হয়, পান্থপথের স্কয়ার ৭-এর পাতায় দেখুন

সাবেক প্রতিমন্ত্রী জাকির ও চুমকির বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন ও মেহের আফরোজের (চুমকি) বিরুদ্ধে পৃথক দুই মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) দুদকের ঢাকা ৭-এর পাতায় দেখুন

উত্তরায় কল্যাণ সমিতি অফিস দখলমুক্ত করলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্ররা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর উত্তরার ৭ নম্বর সেক্টরে অবস্থিত কল্যাণ সমিতির অফিস দখলমুক্ত করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধিরা। একই সঙ্গে সমিতি দখল করে জোর করে যে কমিটি দেওয়া হয়েছিল, তা বাতিল করে তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বৃহত্তর উত্তরার প্রতিনিধিরা এ পদক্ষেপ নেন। জানা যায়, ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে ছাত্রদের ওপর হামলা ও নির্যাতনের অভিযোগে কল্যাণ সমিতির সভাপতি খিজির হায়াত ও সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দিন হায়দারের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী-সমর্থিত ৭-এর পাতায় দেখুন

আ.লীগও কোটাবিরোধী!

স্টাফ রিপোর্টার : কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে পতন হয় আওয়ামী লীগ সরকারের। সেই আওয়ামী লীগ এখন কোটার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, সমালোচনা করছে কোটার। মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় কোটায় সুযোগ পাওয়া নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা করে আওয়ামী লীগ তাদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট দিয়েছে। পোস্টে আওয়ামী লীগ লিখেছে, 'ঢাকা মেডিকেল কলেজে ৭০ নম্বর পেয়েও চান্স মেলেনি, কোটায় ৪০/৪১ পেয়ে ভর্তির সুযোগ।'পোস্টের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ কয়েকজন উপদেষ্টা, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের কয়েকজন নেতা এবং ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীকে যুক্ত করে একটি ফটোপোস্ট দিয়েছে। এতে আরও লিখেছে, 'অবৈধ সরকার দেশটাকে করেছে ছারখার'। রোববার (১৯ জানুয়ারি) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর। এতেই সামনে আসে কোটা নিয়ে প্রশ্ন। মেধা থেকে ৭৩ নম্বর পেয়েও ভর্তির জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হতে পারেননি, কিন্তু কোটায় ৪১ নম্বর পেয়েও নির্বাচিত হতে পেরেছেন।মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল বাতিল করে পুনরায় প্রকাশের দাবি জানিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। একই দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা। এদিকে কোটা নিয়ে আওয়ামী লীগের এই পোস্টের পক্ষে-বিপক্ষে মন্তব্য করেছেন অনেকে। কেউ কেউ এই পোস্টের সমর্থন করলেও বেশিরভাগ মন্তব্যকারী সমালোচনা করেছেন। পোস্টে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ইরফান ইসমাইল মন্তব্য করেন, 'এই ধরনের কথা ৬ ৭-এর পাতায় দেখুন

জয়পুরহাট সীমান্তে বিএসএফের বেড়া, বিজিবির বাধায় কাজ বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : জয়পুরহাটের পাঁচবিবি সীমান্তে বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের চেষ্টা করলে তা রুখে দিয়েছেন বিজিবির সদস্যরা। এ ঘটনায় বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে পতাকা বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে সকালের দিকে উপজেলার ধরঞ্জি ইউনিয়নের উচনা সীমান্ত এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিজিবি ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভারতীয় চকগোপাল ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে বাংলাদেশ অংশের ২০ বিজিবি হাটখোলা বিওপির আওতাধীন পূর্ব উচনা ঘোনাপাড়া এলাকার ২৮১ পিলারের ৩৩, ৩৪ ও ৩৫ সাব পিলার পর্যন্ত অংশে জিরো পয়েন্ট থেকে ১৫ থেকে ২০ গজ দূরে ভারতীয় অংশে কাঁটাতারের বেড়া ৭-এর পাতায় দেখুন

দক্ষিণ এশিয়ায় বিদ্যুতে ভর্তুকি সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে

স্টাফ রিপোর্টার : প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই সবচেয়ে বেশি বিদ্যুতে ভর্তুকিতে মাথাপিছু ব্যয় করে। অন্যদিকে, মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের দিক থেকে দেশের অবস্থান সর্বনিম্ন দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে। তবে মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের মধ্যে আবাসিক গ্রাহকরা সবচেয়ে বেশী বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকেন। যা মোট ব্যবহারের ৫৬ শতাংশ। বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিআইপিপিএ) এক বিশ্লেষণে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। গত সোমবার রেল ভবনে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে বিআইপিপিএ তাদের এই বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে। বিআইপিপিএ জানায়, বাংলাদেশে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিদ্যুতে মাথাপিছু ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ১৮ দশমিক ৫৩ ডলার। যেখানে ভারতের ১৪ দশমিক ২৯ ডলার, পাকিস্তানের ৮ দশমিক ৭৪ ডলার এবং ৭-এর পাতায় দেখুন

মোংলা বন্দরে নিলামে উঠেছে ৭০ গাড়ি, পড়ে আছে আরও ২৩০টি

স্টাফ রিপোর্টার : আমদানিকারকরা ছাড় না করায় শেষ পর্যন্ত নিলামে উঠেছে মোংলা বন্দরে আটকে থাকা ৭০টি নামীদামি গাড়ি। গত সোমবার মোংলা কাস্টমস হাউস এই গাড়ি নিলামে উঠায়। এর আগে, গত মাসে গাড়িগুলো বিক্রির জন্য মোংলা কাস্টমস হাউসে হস্তান্তর করেছে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। গাড়িগুলো নিলামে ক্রয় করতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও মোংলা কাস্টমস হাউসে দরপত্র জমা দেওয়া ছাড়াও অনলাইনে বিট করেছেন ব্যবসায়ীরা। আগামী ২৯ জানুয়ারি দরপত্র খোলা হবে এবং যাচাই-বাছাই শেষে সর্বোচ্চ দরদাতাকে প্রাপ্ত গাড়ির বিক্রয় আদেশ জারি করা হবে। মোংলা কাস্টমস হাউসের সহকারী কমিশনার মো. রুবেল হাসান গত সোমবার রাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। এদিকে শুল্কমুক্ত সুবিধায় বন্দরে আনা সাবেক সংসদ সদস্যের তিনটি ল্যান্ড ক্রুজার গাড়িও নিলামে তোলা হয় গত ২০ নভেম্বর। তবে সেগুলোর এখনও বিক্রয় আদেশ হয়নি। এসব গাড়ি গত বছরের ১৭ জুলাই টাঙ্গাইল-৮ আসনের অনুপম শাহজাহান জয়, দিনাজপুর-১ আসনের মুহাম্মদ জাকারিয়া ও সংরক্ষিত আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নাসিমা জামান ববি মোংলা বন্দরে আমদানি করেন। তারা এখন পলাতক রয়েছেন। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ট্রাফিক সূত্র জানায়, মোংলা বন্দরে আমদানির পর ইয়ার্ড এবং বিভিন্ন শেডে রাখা নির্ধারিত সময়সীমা ৩০ দিনের বেশি অতিবাহিত হওয়ায় নিলামে বিক্রির জন্য মোংলা বন্দর থেকে ৩০০টি গাড়ি কাস্টমসের কাছে গত মাসে হস্তান্তর করা হয়েছে। এর মধ্যে এলিয়ন, ফিল্ডার, হাইব্রিড, প্রাডো ল্যান্ড ক্রুজার, ভেসেল, ৭-এর পাতায় দেখুন

খালেদা জিয়ার নাইকো মামলায় তদন্ত কর্মকর্তার সাক্ষ্য

স্টাফ রিপোর্টার : নাইকো দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ আট জনের বিরুদ্ধে তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের তৎকালীন উপ-পরিচালক সাহেদুর রহমান সাক্ষ্য দিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুনের আদালতে তিনি জবানবন্দি দেন। তবে এদিন তা শেষ হয়নি। আগামি ২৯ জানুয়ারি অবশিষ্ট জবানবন্দি এবং জেরার তারিখ ধার্য করেন আদালত। মামলার প্রধান আসামি খালেদা জিয়া চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে থাকায় আদালতে হাজির হতে পারেননি। তার পক্ষে জাকির হোসেন ভূঁইয়া হাজিরা দাখিল করেন। খালেদা জিয়ার আইনজীবী আব্দুল হান্নান ভূঁইয়া এসব তথ্য জানান। এ নিয়ে মামলাটি ৬৮ সাক্

লেবানন থেকে ফিরলেন আরও ৪৬

দূতাবাস এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সহায়তায় এই ফ্লাইটটি পরিচালিত হয়। এ পর্যন্ত লেবানন থেকে এক হাজার ২৯২ বাংলাদেশিকে ২০টি ফ্লাইটে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে বলে জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বার্তায় আরও জানানো হয়, লেবাননে চলমান সাম্প্রতিক যুদ্ধাবস্থায় বাংলাদেশি নাগরিকরা দেশে ফিরে আসতে ইচ্ছুক হলে তাদের সরকার নিজ খরচে ফিরিয়ে আনবে। এ ছাড়া দেশে ফিরতে ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বৈরুতের দূতাবাস।

দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষে

অস্বাস্থ্যকর'। সূচকে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ঢাকা, এই শহরটির স্কোর হচ্ছে ২৪৬, এই শহরের বায়ুর মানও 'খুব অস্বাস্থ্যকর'। এ ছাড়া বায়ুদূষণে চতুর্থ অবস্থানে ভারতের দিল্লি। শহরটির বায়ুর মানও 'খুব অস্বাস্থ্যকর'। ১০১ থেকে ১৫০ এর মধ্যে হলে বাতাসের মান 'সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর', ১৫০ থেকে ২০০ এর মধ্যে একিউআই স্কোরকে 'অস্বাস্থ্যকর' বলে মনে করা হয়। ২০১ থেকে ৩০০ এর মধ্যে 'খুব অস্বাস্থ্যকর' বলা হয়, ৩০১ বা তার বেশি একিউআই স্কোরকে 'ঝুঁকিপূর্ণ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা বাসিন্দাদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে। বাংলাদেশে একিউআই নির্ধারণ করা হয় দূষণের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে। সেগুলো হলোড় বস্তুকণা (পিএম১০ ও পিএম২.৫), এনও২, সিও, এসও২ ও ওজোন (ও৩)।

বেনজীরের সাভানা ইকো পার্কে

সিআইসি টিম। মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলের পরিচালক মো. তারিক ইকবার ও ওয়াকিল আহমদের নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের টিম ওই অভিযান পরিচালনা করছে বলে জানা গেছে। গত ৮ মে বেনজীর আহমেদের মালিকানাধীন সাভানা ইকো রিসোর্ট অ্যান্ড ন্যাচারাল পার্কের মাছ গভীর রাতে চুরির সময় ৬০০ কেজি জব্দ করা হয়। এরপরই আদালতের নির্দেশনায় সাবেক আইজিপি বেনজিরের জব্দ করা সম্পত্তির রিসিভার নিয়োগ করা হয়। আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী, গত ১৩ জুন থেকে পার্কটি রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সার্বিক তদারকি করছেন জেলা প্রশাসক ও গোপালগঞ্জ দুদকের ৬ সদস্যের তদারকি কমিটি। বর্তমানে তাদের তদারকিতে সাভানা পার্কে স্বাভাবিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত ১৫ ডিসেম্বরপুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদ, তার স্ত্রী ও দুই মেয়ে চার মামলা করে দুদক। মামলায় বেনজীর পরিবারের বিরুদ্ধে ৭৪ কোটি ১৩ লাখ ৩৯ হাজার টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপন করার অভিযোগ আনা হয়েছে। ২০২৪ সালের ৩১ মার্চ 'বেনজীরের ঘরে আলাদীনের চেরাগ' ও ৩ এপ্রিল 'বনের জমিতে বেনজীরের রিসোর্ট' শিরোনামে দুটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে একটি জাতীয় দৈনিক। সেখানে সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ উঠে আসে। এরপর ১৮ এপ্রিল দুর্নীতি দমন কমিশনের এক সভায় অভিযোগ অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত হয়। পরে অনুসন্ধানে বেনজীর ও তার পরিবারের নামে ৬৯৭ বিঘা জমি, ১৯টি কোম্পানির শেয়ার, ঢাকায় ১২টি ফ্ল্যাট, ৩০ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র, ৩৩টি ব্যাংক হিসাব ও তিনটি বিও হিসাব খুঁজে পেয়ে আদালতের আদেশে এসব সম্পদ জব্দ ও অবরুদ্ধ করে দুদক। বেনজীরের বিরুদ্ধে এপ্রিলে অনুসন্ধান শুরু হওয়ার পর মে মাসের প্রথম সপ্তাহে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তিনি দেশত্যাগ করেন। এরই মধ্যে ২৮ মে তাদের অভিযোগের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই দফা তলব করলেও তারা দুদকে আসেননি। আর গত ২ জুলাই বেনজীর আহমেদ ও তার পরিবারের সদস্যদের সম্পদ বিবরণী চেয়ে পৃথক নোটিশ পাঠিয়েছিল দুদক। এ নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে আগস্টের মাঝামাঝি আইনজীবীর মাধ্যমে পুলিশের সাবেক প্রধান ও তার পরিবারের চার সদস্যের সম্পদ বিবরণী জমা দেন। এর আগে গত ২৩ মে আদালতের আদেশে সাবেক আইজিপি বেনজির আহমেদের ৮৩টি দলিলের সম্পত্তি ও ৩৩টি ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ দেয় আদালত। অন্যদিকে গত ২৬ মে আদালত বেনজীর ও তার পরিবারের সদস্যদের নামের ১১৯টি জমির দলিল, ২৩টি কোম্পানির শেয়ার ও গুলশানে ৪টি ফ্লাট জব্দের আদেশ দেন। ২৩ মে তাদের নামীয় ৩৪৫ বিঘা (১১৪ একর) জমি, বিভিন্ন ব্যাংকের ৩৩টি হিসাব জব্দ ও অবরুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে ৬২৭ বিঘা জমি ক্রোক করা হয়েছে। ইতোমধ্যে রিসিভার নিয়োগ করা হয়েছে। বেনজীর আহমেদ ২০২০ সালের ১৫ এপ্রিল থেকে ২০২২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিশের আইজি ছিলেন। এর আগে তিনি ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার ও র‍্যাবের মহাপরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে র‍্যাব এবং র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান যে সাত কর্মকর্তার ওপর যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দেয়, তাদের মধ্যে বেনজীরও ছিলেন বলে জানা গেছে।

চার দেশ ও স্থানীয় বাজার থেকে ৭৫৬

কোটি টাকার সার কিনবে

বাল্কা গ্র্যানুলার ইউরিয়া সার আমদানির অনুমোদ দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যয় হবে ১৩২ কোটি ৬ লাখ ৩৭ হাজার ৮০০ টাকা। জানা গেছে, গত বছরের ৪ সেপ্টেম্বর অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি সভার অনুমোদনের ভিত্তিতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আরব আমিরাতের ফার্টিগ্লোব ডিসট্রিবিউশন থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চুক্তির মাধ্যমে ৩ লাখ ৬০ হাজার টন ইউরিয়া সার আমদানির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী সারের মূল্য নির্ধারণ করে ৩০ হাজার টন বাল্ক গ্র্যানুলার ইউরিয়া সার সর্বমোট ১ কোটি ৮ লাখ ২৪ হাজার ৯০০ মার্কিন ডলারে আমদানির প্রত্যাশামূলক অনুমোদনের প্রস্তাব দেয় শিল্প মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ১৩২ কোটি ৬ লাখ ৩৭ হাজার ৮০০ টাকা। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করে অনুমোদন দিয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে আর এক প্রস্তাবে সৌদি আরবের সাবিক এগ্রো-নিউট্রিয়েন্টস কোম্পানি থেকে ৩০ হজার মেট্রিক টন বাল্ক গ্র্যানুলার (অপশনাল) ইউরিয়া সার আমদানির অনুমোদন চাওয়া হয়। উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি এই প্রস্তাবটিও অনুমোদন দিয়েছে। এতে মোট ব্যয় হবে ১৩২ কোটি ৬ লাখ ৩৭ হাজার ৮০০ টাকা। জানা গেছে, গত বছরের ১১ জুন অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের ভিত্তিতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সৌদি আরবের সাবিক এগ্রো-নিউট্রিয়েন্টস কোম্পানি থেকে রাষ্ট্রীয় চুক্তির মাধ্যমে ৫ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার আমদানির জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে সারের মূল্য নির্ধারণ করে ১৫তম লটে ৩০ হাজার মেট্রিক টন বাল্ক গ্র্যানুলার (অপশনাল) ইউরিয়া সার প্রতি মেট্রিক টন ৩৬০.৮৩ মার্কিন ডলার হিসেবে সর্বমোট ১ কোটি ৮ লাখ ২৪ হাজার ৯০০ মার্কিন ডলারে আমদানির প্রত্যাশামূলক অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব উপস্থাপন করা। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ১৩২ কোটি ৬ লাখ ৩৭ হাজার ৮০০ টাকা। উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করে অনুমোদন দিয়েছে। বৈঠকে রাষ্ট্রীয় চুক্তির মাধ্যমে কাতার এনার্জি মার্কেটিং থেকে ৩০ হাজার মেট্রিক টন বাল্ক গ্র্যানুলার ইউরিয়া সার ১৩৮ কোটি ৬৫ লাখ ১৭ হাজার ৮০০ টাকায় আমদানির আর একটি প্রস্তাব নিয়ে আসে শিল্প মন্ত্রণালয়। এ প্রস্তাবটিও অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি।

জানা গেছে, ২০২৪ সালের ১১ জুন অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভার অনুমোদনের ভিত্তিতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কাতার এনার্জি মার্কেটিং থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চুক্তির মাধ্যমে ৫ লাখ ১০ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার আমদানির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কাতার এনার্জি মার্কেটিংয়ের সাথে চুক্তি অনুযায়ী সারের মূল্য নির্ধারণ করে প্রতি মেট্রিক টন ৩৭৮.৮৩ মার্কিন ডলার হিসেবে ৯ম লটে ৩০ হাজার মেট্রিক টন বাল্ক গ্র্যানুলার ইউরিয়া সার ১ কোটি ১৩ লাখ ৬৪ হাজার ৯০০ মার্কিন ডলারে আমদানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ১৩৮ কোটি ৬৫ লাখ ১৭ হাজার ৮০০ টাকা। বৈঠকে দেশীয় প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (কাফকো), বাংলাদেশ থেকে ৩০ হাজার মেট্রিক টন ব্যাগড গ্র্যানুলার ইউরিয়া সার ক্রয়ের আর একটি প্রস্তাব নিয়ে আসে শিল্প মন্ত্রণালয়। এটিও অনুমোদন দিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়। এই সার কিনতে মোট ব্যয় হবে ১২৯ কোটি ৪৭ লাখ ২৫ হাজার টাকা। জানা গেছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাফকো, বাংলাদেশ হতে ৫ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার ক্রয়ের সংশোধিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর প্রেক্ষিতে ১১তম লটে ৩০ হাজার মেট্রিক টন ব্যাগড গ্র্যানুলার ইউরিয়া সার ক্রয়ের জন্য প্রাইস অফার প্রেরণের অনুরোধ করা হলে কাফকো, বাংলাদেশ প্রাইস অফার প্রেরণ করে। কাফকোর সাথে চুক্তি অনুযায়ী সারের মূল্য নির্ধারণ করে ৩০ হাজার মেট্রিক টন ব্যাগড গ্র্যানুলার ইউরিয়া সার প্রতি মেট্রিক টন ৩৫৩.৭৫ মার্কিন ডলার হিসেবে মোট ১ কোটি ৬ লাখ ১২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলারে কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ১২৯ কোটি ৪৭ লাখ ২৫ হাজার টাকা। এদিকে, বৈঠকে চট্টগ্রামের টিএসপিসিএলএর জন্য আরব আমিরাতের মেসার্স মেসার্স জেনট্রেড এফজেডই'র কাছ থেকে ১০ হাজার মেট্রিক টন ফসফরিক এসিড আমদানির প্রস্তাব নিয়ে আসে শিল্প মন্ত্রণালয়। এই প্রস্তাবটিও অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। এতে ব্যয় হবে ৭৫ কোটি ৩৭ লাখ ২০ হাজার টাকা। জানা গেছে, টিএসপি সার উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল ফসফরিক এসিড ও রক ফসেফট বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১০ হাজার মেট্রিক টন ফসফরিক এসিড আমদানির জন্য আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হলে ৩টি দরপত্র জমা পড়ে। ৩টি প্রস্তাবই কারিগরিভাবে রেসপনসিভ হয়। দরপত্রের সব প্রক্রিয়া শেষে টিইসির সুপারিশে রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স জেনট্রেড এফজেডই'র কাছ থেকে ১০ হাজার মেট্রিক টন ফসফরিক এসিড মোট ৭৫ কোটি ৩৭ লাখ ২০ হাজার টাকায় কেনার সিদ্ধান্ত নেয় শিল্প মন্ত্রণালয়। বৈঠকে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে আর এক প্রস্তাবে চট্টগ্রামের ডিএপিএফসিএল-এর জন্য ২০ হাজার মেট্রিক টন ফসফরিক এসিড চীনের মেসার্স গুয়াংজি পেঙ্গুয়ে ইকো-টেকনোলজি কোং লিমিটেড থেকে ১৪৯ কোটি ৮৮ হাজার টাকায় আমদানির অনুমোদন চাওয়া হয়। উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি এই প্রস্তাবটিও অনুমোদন দিয়েছে। জানা গেছে, ডিএপি সার উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল ফসফরিক এসিড বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২০ হাজার মেট্রিক টন ফসফরিক এসিড আমদানির জন্য আন্তর্জাতিক উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হলে মাত্র ১টি দরপত্র জমা পড়ে। প্রস্তাবটি কারিগরিভাবে রেসপনসিভ হয়। দরপত্রের সকল প্রক্রিয়া শেষে টিইসির সুপারিশে রেসপনসিভ একমাত্র দরদাতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স সান ইন্টারন্যাশনাল এফজেডই, ইউএই (প্রস্তুতকারক: মেসার্স গুয়াংজি পেঙ্গুয়ে ইকো-টেকনোলজি কোং লিমিটেড, চীন) থেকে ২০ হাজার মেট্রিক টন ফসফরিক এসিড মোট ১৪৯ কোটি ৮৮ হাজার টাকায় ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয় শিল্প মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ অগ্রগতি

বিএনপিকে সংস্কারের ব্যাপারে কারও সবক নেওয়া লাগবে না। বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ অগ্রগতি বিএনপি বাস্তবায়ন করেছে। মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) দুপুরে যশোরের একটি হোটেলে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে রাজনৈতিক অঙ্গীকার শীর্ষক খুলনা বিভাগীয় মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

আমির খসরু বলেন, আমরা অন্তর্বর্তী সরকারকে বলেছি এই ভ্যাট-কর প্রত্যাহার করেন। স্বৈরাচার সরকারের বাজেট বাতিল করুন। তাদের বাজেট তো দুর্নীতির বাজেট। কারণ স্বৈরাচারের বাজেট ১০ হাজার কোটি টাকার বাজেট ৩০ হাজার কোটি টাকা, এক হাজার কোটি টাকার বাজেট তিন হাজার কোটি টাকা। এ সময় অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, স্বৈরাচারের এই বাজেট স্থগিত করে জনগণকে মুক্তি দিন। এই বাজেট পালন করা আপনাদের কোনো প্রয়োজন নেই। এটি পরিপূর্ণ দুর্নীতির বাজেট। প্রশ্ন রেখে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য আরও বলেন, পাঁচ মাস হয়ে গেছে কেন আপনারা একটি অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট দিচ্ছেন না? বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে আপনারা জনগণের জন্য একটি বাজেট দেন। বিএনপি ২০০ সিট পেলেও এককভাবে ক্ষমতায় যাবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, জাতীয় সরকার গঠন করা হবে। এরপর ৩১ দফা সংস্কার বাস্তবায়ন করা হবে। জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে সংস্কার না করলে তা আবার তারা ছুড়ে ফেলে দেবে। যশোর চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মিজানুর রহমান খানের সভাপতিত্বে সভায় খুলনা বিভাগের ১০ জেলার চেম্বার অব কমার্সের নেতারা বক্তব্য রাখেন।

আর্থিক নিশ্চয়তা ছাড়া বস্তুনিষ্ঠ

কাছে সুপারিশ করবে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন। তিনি বলেন, সংবাদ প্রকাশের জেরে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা হলে তা প্রতিষ্ঠানকে মোকাবিলা করাসহ সাংবাদিকদের নিরাপত্তায় যথাযথ সুরক্ষা সামগ্রীও প্রতিষ্ঠানকেই সরবরাহ করতে হবে। এছাড়া সাংবাদিকদের ব্যাংক হিসাবে অস্বাভাবিক আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে তদন্ত হবে জানিয়ে জুলাই অভ্যুত্থানে আহত সাংবাদিকদের এখনো চিকিৎসা সহায়তা না পাওয়ার বিষয়টি বিস্ময়ের বলে মন্তব্য করেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সদস্য সচিব কাজী জিয়াউল বাসেত, সদস্য শামসুল হক জাহিদ, কামরুন্নেসা হাসান, গীতি আরা নাসরিন, জিমি আমির ও মোস্তফা সবুজ। সভায় রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রায় অর্ধশত গণমাধ্যম কর্মী অংশ নেন। অংশ নিয়ে গণমাধ্যম কর্মীরা গণমাধ্যম সংস্কারে কমিশনকে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে

করতে, বাস্তবভিত্তিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ করতে, উচ্চমানে 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' উদ্যোগের আওতায় নির্মাণ করতে, চীন-বাংলাদেশ সার্বিক কৌশলগত সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্বের সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে ইচ্ছুক। জবাবে তৌহিদ হোসেন বলেন, "চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর অভিন্ন চেতনা, যা প্রতি সরকারের আমলেই সব মানুষের সমর্থন পায়। বাংলাদেশ চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৫০তম বার্ষিকী উদযাপন ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে নতুন পর্যায়ে উন্নীত করার আকাঙ্ক্ষা লালন করে। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, "বাংলাদেশ দৃঢ়ভাবে এক চীন নীতি এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি মেনে চলে এবং দৃঢ়ভাব জাতিসংঘের ২৭৫৮ নম্বর প্রস্তাবকে সমুন্নত রাখে। বাংলাদেশ হলো চীনের সঙ্গে 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' সহযোগিতা স্মারক সই করা প্রথম দক্ষিণ এশীয় দেশ। তিনি আরো বলেন, "বাংলাদেশ চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের উত্থাপিত তিনটি বিশ্ব উদ্যোগে গুরুত্বারোপ করে এবং বেইজিংয়ের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিষয়ে সমন্বয় জোরদার করতে ইচ্ছুক।"

হাসপাতালে গিয়ে জুলাই অভ্যুত্থানে

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালককে এ চিঠি প্রেরণ করেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, ২০ জানুয়ারি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদের তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে। জাতির ক্রান্তিলগ্নে জুলাই অভ্যুত্থানে যারা আমাদের বিজয় এনে দিয়েছেন তাদের অনেকে এখনও হাসপাতালের বেডে চিকিৎসা নিচ্ছেন। আমরা সে সকল সূর্য সন্তানদের তথ্য ও বায়োমেট্রিক হাসপাতালে গিয়ে সংগ্রহ করতে চাই। এছাড়া তাদের এনআইডিতে কোনো ভুলভ্রান্তি থাকলে/হারিয়ে গেলে সে ব্যাপারেও সহযোগিতা দেওয়া হবে। এমতাবস্থায়, চিকিৎসাধীন আহত ছাত্র-জনতার নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী তথ্য ও বায়োমেট্রিক সংগ্রহ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের নির্ধারিত সময়ে প্রস্তুত রাখার জন্য সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে মঙ্গলবার এবং অন্য দুটি প্রতিষ্ঠানে বুধবার এ কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

এয়ার পিউরিফায়ার আমদানিতে

৫ শতাংশ আগাম কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে, এয়ার পিউরিফায়ার আমদানিতে বিদ্যমান মোট কর ৫৮.৬০ শতাশ থেকে কমে ৩১.৫০ শতাংশ হয়েছে। শুল্ক-কর কমানো ও প্রত্যাহারের ফলে প্রতিটি এয়ার পিউরিফায়ারের আমদানি খরচ প্রকারভেদে ১ হাজার ৫০০ টাকা হতে ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত কমবে। আমদানি ব্যয় কমায় এয়ার পিউরিফায়ার জনগণের কাছে সহজলভ্য হবে। এয়ার পিউরিফায়ারের বহুল ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের ওপর বায়ুদূষণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধে কিছুটা হলেও সহায়ক হবে বলে মনে করছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

আগামী বাজেটে ভ্যাট সমন্বয়

যে সেটা আর দেওয়া যায় না। এখন পণ্যের সরবরাহও আছে। এ সময় কার্ডের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে দেওয়া সাধারণ ওএমএস কার্যক্রম চলবে বলেও জানান তিনি।

ঢেলে সাজানো হচ্ছে বিচার বিভাগ

আকারে নতুন একটা কিছু হবে বলে প্রত্যাশা করছি। সেটা এ বছরই হবে। আমরা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। পৃথক সচিবালয় বা প্রাতিষ্ঠানিক স্বতন্ত্রীকরণের বিষয়েও প্রস্তাবনা পাঠিয়েছি। বিচারকদের পদায়ন সংক্রান্ত নীতিমালাও আমরা প্রস্তুত করছি।' 'প্রধান বিচারপতি প্রত্যেক বিভাগে সফর করে বিচারক, আইনজীবী ও অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। এছাড়া ই-পেপার চালু করাকে টপ-প্রায়োরিটি দেওয়া হবে। আমরা যেভাবে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চে পেপার মুক্ত ই-পেপার চালু করেছি তেমনি সারাদেশে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো', বলেন মোয়াজ্জেম হোছাইন। এই বিচারক আরও বলেন, বিচার বিভাগে যদি আলাদা সচিবালয় হয়ে যায় তাহলে গত ৫০ বছরের জুডিসিয়ারির চাওয়া বা প্রত্যাশা অনেকটাই পূরণ হবে বলে মনে করি। এছাড়া বিচার বিভাগের সর্বস্তরে দুর্নীতি দূর করা, গুরুত্বপূর্ণ ও পুরোনো ডেথ রেফারেন্স শুনানি, মামলাজট কমাসহ আরও বেশ কিছু বিষয় বেশ গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে বলেও জানান তিনি। জুডিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি নিয়োগে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে 'জুডিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল' বা 'বিচার বিভাগীয় নিয়োগ পরিষদ' গঠনে গত বছরের ২৮ নভেম্বর আইন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠায় সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন।

সেদিন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলামের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগ সংস্কারে গত ২১ সেপ্টেম্বর প্রধান বিচারপতি যে রোডম্যাপ (রূপরেখা) তুলে ধরেন, তাতে অন্য বিষয়ের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে আইন প্রণয়নের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেই ধারাবাহিকতায় সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন দেশের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত আইন, বিধি-বিধান, উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত, প্রথাসহ আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিষদ গবেষণা করে একটি প্রস্তাব (২৮ নভেম্বর) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। প্রস্তাবে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি 'জুডিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল' গঠনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, কেনিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিভিন্ন দেশের উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন বা কাউন্সিল রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় বিজ্ঞপ্তিতে। এতে আরও বলা হয়, গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে বিচারক হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন বা দরখাস্ত আহ্বান করার উল্লেখ রয়েছে প্রধান বিচারপতির প্রস্তাবে। এছাড়া প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের বিষয়ে মতামত বা পরামর্শ গ্রহণের জন্য কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তিকে কাউন্সিলের সভায় আহ্বান করতে পারবে। শুধু তাই নয়, কাউন্সিল যে কোনো সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রার্থী সম্পর্কে তথ্য নির্দেশ দিতে পারবে বলে প্রস্তাবে উল্লেখ রয়েছে। এই কাউন্সিল গঠন করা হলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। এরপর গত ১৬ জানুয়ারি উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে 'সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ, ২০২৫' এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। বছরের শুরুতেই আরও একটি হটলাইন যুক্ত বিচারপ্রার্থীদের দ্রুত ও নির্বিঘ্নে বিচারিক সেবা দিতে দুটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আগের হেল্পলাইন নম্বর ০১৩১৬১৫৪২১৬ এর পাশাপাশি নতুন ০১৭৯৫৩৭৩৬৮০ হেল্পলাইন নম্বরটিতে বিচার বা সেবা প্রার্থীরা তাদের অভিযোগ, পরামর্শ জানাতে পারবেন। বিচারপ্রার্থী ও বিচার বিভাগের জন্য প্রধান বিচারপতির নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের অন্যতম হলো হেল্পলাইন চালু। কাগজমুক্ত বিচারকাজ চালু ও সম্প্রসারণ সুপ্রিম কোর্টে হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চে সম্পূর্ণ কাগজমুক্ত (পেপার ফ্রি) বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা গত ৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়। সব কাগজ অনলাইনে জমা প্রদানের জন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত করে পেপার ফ্রি বিচারিক কার্যক্রম শুরু একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের নিজস্ব তত্ত্বাবধান ও উদ্ভাবনে ওই বেঞ্চের সব কাগজ অনলাইনে জমা প্রদানের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত করা হয়। ২০২৫ সালে পর্যায়ক্রমে সুপ্রিম কোর্টের অন্য বেঞ্চগুলোতেও পেপার ফ্রি কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা প্রধান বিচারপতির রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে দেশের জেলা আদালতগুলোতেও সম্পূর্ণ পেপার ফ্রি বিচারিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে বলে প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ আশা প্রকাশ করেন।

ঘোষিত রোডম্যাপের আলোকে ই-জুডিসিয়ারি বাস্তবায়নে প্রধান বিচারপতি বদ্ধপরিকর। দেশের উচ্চ আদালত ও জেলা আদালতগুলোর বিচারপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে ই-জুডিসিয়ারির আওতায় আনতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

এছাড়া বিচার বিভাগে মেধার চর্চার বিকাশ বৃদ্ধিতে প্রধান বিচারপতি ফেলোশিপ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। ২০২৫ সালের প্রথম দিকেই এ প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হতে পারে। বিভাগীয় আদালতের স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বৈঠকের ইচ্ছা বিচার বিভাগ মূলত দেশের জনগণের সেবার জন্যই গঠন করা হয়েছে। তাই বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের প্রত্যাশা কী এবং সেই প্রত্যাশা পূরণে বিচার বিভাগের কী করণীয় সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে এ বছর দেশের সব বিভাগীয় শহরে অবস্থিত আদালতগুলোতে স্টেকহোল্ডার মিটিং আয়োজন করবে। সেই মিটিংয়ে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রধান বিচারপতির রয়েছে।

প্রধান বিচারপতির প্রত্যাশা ও ১২ দফা

১ দায়িত্ব পালনে কোড অব কন্

নানামুখী অভিযানেও বন্ধ করা

মামলা হয়েছে। এর মধ্যে কক্সবাজার সদর মডেল থানায় ৯৭টি, রামু থানায় ২৪টি, উখিয়া থানায় ৬৮টি, টেকনাফ মডেল থানায় ২১৮টি, চকরিয়া থানায় ১৯টি, কুতুবদিয়া থানায় একটি, মহেশখালী থানায় ৩৬টি এবং পেকুয়া থানায় ৮টি মামলা। ওসব মামলা ছাড়া ট্রাইব্যুনালেও রয়েছে অনেক মামলা। তাছাড়া ২০২০ সাল থেকে এ পর্যন্ত কক্সবাজারে মানব পাচার আইনে ১০৪টি মামলা হয়েছে। তার মধ্যে কক্সবাজার সদর মডেল থানায় ৩৬, চকরিয়া থানায় ২, মহেশখালী থানায় ৮, রামু থানায় ৬, উখিয়া থানায় ১৮, টেকনাফ মডেল থানায় ৩১, পেকুয়া থানায় ১ ও ঈদগাঁও থানায় ২টি মামলা হয়েছে। কিন্তু মানব পাচারের ৭৪১টি মামলার একটিও নিষ্পত্তি হয়নি। সাক্ষীর অভাবে মামলায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। থমকে আছে মামলাগুলো। আর অধিকাংশ মামলায় আসামিদের সম্পদ ক্রোকের জন্য আদালত আদেশ দিলেও এ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি একটিও। সূত্র আরো জানায়, কক্সবাজার সদরের চৌফলদন্ডির ঘাট, উখিয়া ও টেকনাফের ছয়টি নৌঘাট মানব পাচারের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। ওসব নৌঘাট দিয়ে সাগরপথে মালয়েশিয়ায় লোক পাচার করা হচ্ছে। তাছাড়া ওই সিন্ডিকেট সদস্যরা পাহাড়ের ভেতর অবস্থান নিয়ে মানব পাচার ও অপহরণের পর মুক্তিপণ দাবি করে। অনেক জনপ্রতিনিধির ছত্রছায়ায় চক্রটি উপকূলকে পাচার রুট হিসেবে ব্যবহার করছে। উখিয়া ও টেকনাফের সাগর তীরবর্তী কয়েকটি এলাকার পাশাপাশি কক্সবাজার এবং চট্টগ্রামের বেশ কয়েকটি পয়েন্ট দিয়ে পাচারকারীরা সক্রিয়। এর মধ্যে রয়েছে কক্সবাজার শহরের নুনিয়াছটা, ফিশারিঘাট, নাজিরার টেক, সমিতিপাড়া; মহেশখালীর সোনাদিয়া, গোরকঘাটা, কুতুবজোম, ধলঘাটা; উখিয়ার সোনারপাড়া, রেজুর খাল, ইনানী, ছেপটখালী, মনখালী; টেকনাফ উপজেলার বাহারছড়া, নোয়াখালীপাড়া, মহেশখালীয়া পাড়া, শাহপরীর দ্বীপ, কাটাবনিয়া, খুরেরমুখ, হাদুরছড়া, জাহাজপুরা, কচ্ছপিয়া, শামলাপুর, সদরের ঈদগাঁও ও খুরুশকুল। তাছাড় চট্টগ্রামের বাঁশখালী ও আনোয়ারা উপকূলেও মানব পাচারকারী চক্রের তৎপরতা রয়েছে। এদিকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গত আড়াই মাসে নারী-শিশুসহ ৯৯ জনকে পাচারকালে উদ্ধার করেছে। ওই সময় দুই পাচারকারী আটক হয়েছে। বিগত ১৭ নভেম্বর রাতে র?্যাব পাচারকারী চক্রের আস্তানা থেকে মালয়েশিয়া পাচারের জন্য আটকে রাখা রোহিঙ্গাসহ ৩১ জনকে উদ্ধার করে। ওই সময় পাচারকারী চক্রের দুই সদস্যকে আটক করা হয়। তাছাড়া ১৪ ডিসেম্বর রাতে টেকনাফ সদর ইউপির দক্ষিণ লম্বরীর এক বসতবাড়ি থেকে মালয়েশিয়া যেতে জড়ো করা ৩০ রোহিঙ্গাকে পুলিশ উদ্ধার করেছে। তাদের মালয়েশিয়ায় নিয়ে যেতে আটকে রেখে দাবি করা হচ্ছিল মুক্তিপণ। ৪ নভেম্বর ভোরে টেকনাফের সদর ইউনিয়নের লম্বরী এলাকার পর্যটন বাজার থেকে মালয়েশিয়া পাচারকালে ১২ রোহিঙ্গা উদ্ধার ও চার দালালকে আটক করা হয়। ১৪ অক্টোবর সকালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী উখিয়ার ইনানী সৈকত থেকে ২৬ রোহিঙ্গাকে আটক করে। এ প্রসঙ্গে কক্সবাজারের জেলা পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জসিম উদ্দিন জানান, মানব পাচারে জড়িতদের মামলাগুলো পর্যবেক্ষণ করে অভিযান চালানো হবে। বিভিন্ন সময় মানব পাচারের শিকার নারী-পুরুষ উদ্ধার হয়েছে। একই সঙ্গে একাধিক দালাল ও পাচারকারী চক্রের সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ চিহ্নিত ঘাটগুলোতে ইতোমধ্যে তৎপরতা বাড়িয়েছে।

জয়পুরহাট সীমান্তে বিএসএফের

নির্মাণের কাজ শুরু করেন। এ ঘটনায় হাটখোলা বিওপির বিজিবি সদস্যরা বাধা দিলে বিজিবি সদস্যদের বাধার মুখে বিএসএফ বেড়া নির্মাণের নির্মাণসামগ্রী নিয়ে চলে যায়। উচনা ঘোনাপাড়া গ্রামের আব্দুল ওয়াহাব বলেন, সকালে মাঠে কাজ করতে গিয়ে দেখতে পাই বিএসএফের সদস্যরা কাঁটাতারের বেড়া দিচ্ছেন। তখন আমরা বিজিবির সদস্যদেরকে বললে তারা বাধা দেন। এসময় বিএসএফের সদস্যরা কাজ বন্ধ করে চলে যান। জয়পুরহাট ২০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের আওতাধীন হাটখোলা বিওপির ক্যাম্প কমান্ডার নায়েক সুবেদার শাজাহান সরকার বলেন, আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে ভারতীয় বিএসএফ সদস্যরা কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের চেষ্টা করলে আমরা বাধা দিই। বিএসএফ সদস্যরা বেড়া নির্মাণ না করে ফিরে যান। তিনি আরও বলেন, এ ঘটনায় বিজিবি ও বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

রাজধানীতে ছিনতাইকারীর

বয়সী এক ছেলেকে নিয়ে মুগদার মান্ডা ঝিলপাড় এলাকায় থাকতেন। নিহতের ভাই আলমগীর মোল্লা বলেন, ছিনতাইকারীরা সাজুকে ছুরিকাঘাতে করে। গুরুতর অবস্থায় তাকে ঢামেক হাসপাতালে নেয় সাজুর বন্ধু বায়জিদ। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক সাজুকে মৃত ঘোষণা করেন। আলমগীর আরও বলেন, ছিনতাইকারীরা সাজুর মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এতে বাধা দিলে তাকে ছুরিকাঘাত করা হয়। ফারুক বলেন, গতকাল মঙ্গলবার ভোরে ওই যুবককে হাসপাতালে আনা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

আ.লীগও কোটাবিরোধী!

মাস আগে বললে এখনও ক্ষমতায় থাকতো।'তার মন্তব্যের জবাবে মো. জহিরুল ইসলাম মিঠু লিখেন, 'সব রায় পাল্টে গেলো অনেক আগেই। তাহলে যেটাকে কেন্দ্র করেই এতোকিছু হলো এখন অবদি সেটাই বিরাজমান কেনো? এটা তো রায় দিয়ে পরিবর্তন করার কথা না। কই ৭০, কই ৪০, হাস্যকর।' মো. তোফাজ্জল হোসেন লিখেন, 'যারা কোটা ইস্যুতে ক্ষমতা ছাড়া হয়েছে তারাই কোটা নিয়ে কথা বলে। কি নির্লজ্জ!'শরিয়াহ ফারুক ওমর লিখেন, 'যাক ভাল লাগলো নিজেরা কোটা চালু করে। আবার নিজেরাই কোটার বিরুদ্ধে বললো।'তানভীর হোসেন লিখেন, 'নিজেরাই কোটা প্রথা চালু করে আবার তার বিরুদ্ধে বলতেছে। এরকম সার্কাস আমি আগে দেখি নাই। আওয়ামী লীগের এই পোস্ট সমর্থন করে তাপসী তাবাসসুম উর্মি নামে একজন লিখেছেন, 'দেশে যা শুরু হইছে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ আবারও বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে ইনশাআল্লাহ।' ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে গত বছরের ৫ আগস্ট পদত্যাগ করে দেশ থেকে পালিয়ে ভারতে যান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। মূলত ২০১৮ সালে শুরু হওয়া কোটা আন্দোলনই নতুন করে মাত্রা নেয় ২০২৪ সালে। ২০১৮ সালে বিষয়টি আদালতে গেলে তা প্রায় থেমে যায়। তবে আদালতের এক রায়ের পরে দ্বিতীয় দফা আন্দোলন শুরু হয় গত জুন থেকে। গত ৫ জুন সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন করপোরেশনের চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে (৯ম থেকে ১৩তম গ্রেড) মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন আদালত। ফলে ৯ম থেকে ১৩তম গ্রেডে নিয়োগের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা কোটার বাধা কেটে যায়। মূলত বিপত্তি বাধে আদালতের এই নির্দেশের পর থেকেই। কোটা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। তাদের আন্দোলনে হামলা চালায় ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা। গুলি চালায় পুলিশ। বিভিন্ন স্তরের লোকজন আন্দোলনে সমর্থন জানালে তা তীব্র হতে থাকে। আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে অনেক প্রাণহানি ঘটে, আহত হন অনেকে। আন্দোলনকারীদের ওপর সরকারের কঠোর দমনীতিই কাল হয়ে দাঁড়ায়। যার শেষ পরিণতি ঘটে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে। এরপর দায়িত্ব গ্রহণ করে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার।

খালেদা জিয়ার নাইকো মামলায়

কমিশন (দুদক)। মামলা তদন্তের পর ২০০৮ সালের ৫ মে খালেদা জিয়াসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়। গত বছর ১৯ মার্চ একই আদালত খালেদা জিয়াসহ আট আসামির অব্যাহতির আবেদন নাকচ করে চার্জগঠনের আদেশ দেন। মামলার অপর আসামিরা হলেন তৎকালীন মুখ্য সচিব কামাল উদ্দীন সিদ্দিকী, বাপেক্সের সাবেক মহাব্যবস্থাপক মীর ময়নুল হক, নাইকোর দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট কাশেম শরীফ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব খন্দকার শহীদুল ইসলাম, সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব সিএম ইউসুফ হোসাইন, ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুন ও বাগেরহাটের সাবেক সংসদ সদস্য এমএএইচ সেলিম। তাদের মধ্য প্রথম তিন জন পলাতক।

মোংলা বন্দরে নিলামে উঠেছে ৭০

হারিয়ারসহ ৭০টি নামীদামি গাড়ি গত সোমবার নিলামে উঠিয়েছে মোংলা কাস্টমস। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের উপপরিচালক মো. মাকরুজ্জামান জানান, পদ্মা সেতুর কল্যাণে যোগাযোগব্যবস্থা সহজ হওয়া এই বন্দরে গাড়ি আমদানি বেড়েছে। তবে বাণিজ্যিক জাহাজ থেকে খালাসের পর দীর্ঘদিন ছাড় না করায় দ্রুত এসব গাড়ি কাস্টমসকে নিলামের মাধ্যমে বিক্রির তাগিদ দেন তারা। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন গাড়ি পড়ে থাকায় বন্দরের শেডে জায়গার অপচয় শুধু নয়, পাশাপাশি এসব গাড়ি অকেজো বা বিকল হচ্ছে বলেও জানান তিনি। মোংলা কাস্টমস হাউসের সহকারী কমিশনার মো. রুবেল হাসান জানান, ২০০৯ সালের ৩ জুন জাপান থেকে মোংলা বন্দরে গাড়ি আমদানি শুরু হয়। মোংলা কাস্টমের রাজস্ব আয়ের শতকরা ৫২ শতাংশ আসে আমদানি করা গাড়ির শুল্ক থেকে। তবে আমদানি করা গাড়ি দীর্ঘদিন বন্দরে পড়ে থাকলে অন্যান্য পণ্য রাখায় সমস্যা তৈরি হয়। নিলাম প্রক্রিয়া চালু রাখলে গাড়ি বা অন্যান্য পণ্য রাখতে ব্যবসায়ীদের সুবিধার পাশাপাশি সঠিক সময়ে সরকারের রাজস্ব আদায় সম্ভব হয়। বন্দরের এই কর্মকর্তা আরও বলেন, আমদানিকারকরা সময়মতো গাড়িসহ অন্যান্য পণ্য ছাড় না করার কারণে তা নিলামযোগ্য হয়। পরে তা নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় গত সোমবার মোংলা বন্দরে দীর্ঘদিন পড়ে থাকা ৩০০টি গাড়ির মধ্যে ৭০টি বিলাসবহুল গাড়িসহ অন্যান্য পণ্য নিলামে তোলা হয়েছে। এসব গাড়ি নিলামে ক্রয় করতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও মোংলা কাস্টমস হাউসে দরপত্র জমা দেয়া ছাড়াও অনলাইনে বিট করেছেন ব্যবসায়ীরা। আগামী ২৯ জানুয়ারি দরপত্র খোলা হবে এবং যাচাই-বাছাই শেষে সর্বোচ্চ দরদাতাকে প্রাপ্ত গাড়ির বিক্রয় আদেশ জারি করা হবে। বাকি ২৩০টি গাড়িও পর্যায়ক্রমে নিলামে ওঠানো হবে। এ ছাড়া গত বছরের ২০ নভেম্বর নিলামে তোলা হয় শুল্কমুক্ত সুবিধায় মোংলা বন্দরে আনা সাবেক সংসদ সদস্যের তিনটি ল্যান্ড ক্রুজার গাড়িও। তবে সেগুলোর এখনও বিক্রয় আদেশ জারি হয়নি বলেও জানান তিনি। মোংলা কাস্টমস হাউসের নিলাম শাখা জানায়, গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৪টি নিলামে ২২০০ গাড়ি তোলা হয়। এর মধ্যে তারা মাত্র ২০০টি গাড়ি বিক্রি করতে পেরেছেন তারা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে গাড়ি নিলামে অংশ নেওয়া এক ব্যবসায়ী জানান, নিয়মানুযায়ী প্রথম দরপত্রের যদি কোনও পণ্যের দাম ৬০ শতাংশ না ওঠে তবে তা অনুমোদন হবে না। দ্বিতীয় নিলামে যদি প্রথম দরপত্রের চেয়ে বেশি দাম পাওয়া যায় তবে বিক্রির সুযোগ রয়েছে। এরপর তৃতীয়, চতুর্থ বা পর্যায়ক্রমে পরের দরপত্রে দাম কমানোর সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এসব নিয়ম মানা হয় না। কারণ, বিধান অনুযায়ী এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা মূল্য নির্ধারণ করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে নিলাম কমিটিকে। এই বিধান ব্যবহার করে তারা পণ্যের দাম কমায় না। তাই পণ্যগুলো বারবার নিলামে তুলেও ক্রেতা পাওয়া যায় না।

দক্ষিণ এশিয়ায় বিদ্যুতে ভর্তুকি

ভিয়েতনামের মাত্র শূন্য দশমিক ০৪৩১ ডলার। দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা ২০২৩ সালে বিদ্যুতে ভর্তুকি বন্ধ করে দিয়েছে। বিআইপিপিএর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশেই আবাসিক গ্রাহকরা অর্ধেকের বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করে, যা মোট ব্যবহারের প্রায় ৫৬ শতাংশ। শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহকরা প্রায় ৩৯ শতাংশ বিদ্যুৎ ব্যবহার করে, যা পাকিস্তানের পর দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। বাংলাদেশে মাথাপিছু বার্ষিক বিদ্যুতের ব্যবহার ৫৫৩ ইউনিট (কিলোওয়াট/ঘণ্টা)। একমাত্র পাকিস্তান এদিক থেকে বাংলাদেশের পেছনে রয়েছে। সংস্থাটির হিসাব অনুযায়ী, গ্যাসভিত্তিক কেন্দ্রগুলোর ১০ হাজার ৬৬৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা থাকলেও সেখান থেকে ৬ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে। আর কয়লাভিত্তিক কেন্দ্রগুলো থেকে ৫ হাজার ৫৫৮ মেগাওয়াট পর্যন্ত আসতে পারে। বিআইপিপিএ জানায়, আসন্ন গ্রীষ্মে (মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর) বিদ্যুতের চাহিদা ১৮ হাজার ২৩২ মেগাওয়াট পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। সেক্ষেত্রে হেভি ফুয়েল অয়েল (এইচএফও) ভিত্তিক কেন্দ্রগুলোকে ৪ হাজার ১৪৯ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হতে পারে। তারা জানায়, বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা পাবে বিআইপিপিএর অধীন কেন্দ্রগুলো। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব ফারজানা মমতাজ, পিডিবির চেয়ারম্যান মো. রেজাউল করিম, বিআইপিপিএর বর্তমান সভাপতি ডেভিড হাসানাত এবং অন্যান্য সদস্যসহ আরও অনেকে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরায় কল্যাণ সমিতি অফিস

কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। এরপর ১৩ সদস্যের অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়। তাছাড়া ভোটার তালিকা সংশোধন করে নতুন তালিকা প্রণয়ন করে দ্রুত নির্বাচন দিতে ওই কমিটি দেওয়া হয়। সম্প্রতি আওয়ামী লীগ-সমর্থক এবং জুলাই আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর হামলায় অভিযুক্ত শহিদুল্লাহ এবং চাঁদাবাজির দায়ে বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত আজমল হুদা মিঠু, আবুল কালাম ও এম কফিলউদ্দিনের নেতৃত্বে কয়েকজন কল্যাণ সমিতি অফিসে গিয়ে ছাত্রদের করা অ্যাডহক কমিটি ভেঙে দেন। তাৎক্ষণিক আবুল কালাম ও এম কফিল উদ্দিন নিজেরাই নিজেদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা দিয়ে ৪৩ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করেন। বিষয়টি জানাজানি হলে ১৯ জানুয়ারি সেখানে যান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া উত্তরার কয়েকজন শিক্ষার্থী। তারা সমিতি দখল করে দেওয়া কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। এসময় তারা কয়েকটি দাবি তুলে ধরেন। সেগুলো হলোড়সমিতি দখল করায় দুঃখ প্রকাশ করে বিবৃতি দেওয়া, ছাত্রনেতাদের কমিটিতে রাখা, বং ছাত্র প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করে ৩ মাসের মধ্যে নির্বাচন দিতে হবে।

সাবেক প্রতিমন্ত্রী জাকির ও চুমকির

সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মামলা দুটি দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন। এ বিষয়ে দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন বলেন, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ৫ কোটি ২৭ লাখ ৩১ হাজার ৩৫৬ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা হয়েছে। তার নিজ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ৯টি ব্যাংক হিসাবে ২২ কোটি ৩১ লাখ ৫০ হাজার ১৭৪ টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন হয়েছে। তিনি বলেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে ১২ কোটি ৮১ লাখ ১৪ হাজার ৩৮৯ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা হয়েছে। তার নিজ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ৯টি ব্যাংক হিসাবে ৩০ কোটি ৪৫ লাখ ৩২ হাজার টাকা লেনদেন হয়েছে। এ ছাড়া জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে কুষ্টিয়া-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আ কা ম সরওয়ার জাহান ও তার স্ত্রী মাহমুদা সিদ্দিকীর বিরুদ্ধেও মামলা করা হয়েছে। দুদক সূত্রে জানা গেছে, সরওয়ার জাহানের বিরুদ্ধে ৪ কোটি ২০ লাখ ৭২ হাজার ৩৬১ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা হয়েছে। তার নিজ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ৬টি ব্যাংক হিসাবে ১১ কোটি ৪৩ লাখ ৮৩ হাজার ৪৩৫ টাকা অস্বাভাবিক লেনদেন হয়েছে। মামলায় আসামি করা হয়েছে তার স্ত্রী মাহমুদা সিদ্দিকীকে। স্বামীর ক্ষমতার অপব্যবহার করে ১ কোটি ১৯ লাখ ৪৩ হাজার ৩৫০ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন তিনি।

টিকা না পেয়ে পান্থপথে প্রবাসীদের

হাসপাতালে টিকা আছে সেখানে যেতে। সে অনুযায়ী তারা স্কয়ার হাসপাতালে আসেন। কিন্তু এসে দেখেন এখানেও টিকার সংকট। এরপর টিকা না পেয়ে প্রবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে থাকেন। শেরে-বাংলা নগর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. জুবায়ের জানান, টিকা না পেয়ে ক্ষুব্ধ প্রবাসীরা সড়ক অবরোধ করেছেন। তাদের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে বলা হয়েছে যে, স্কয়ার হাসপাতালে গেলে তারা টিকা পাবেন। কিন্তু স্কয়ার হাসপাতালে থেকে প্রতিদিন ১০ থেকে ১৫টি টিকা দেওয়া হয়। তাদের কাছে তো এত টিকার স্টক নেই। প্রায় ৩০০ জন লোক এসেছেন টিকা নিতে। তাদের অধিকাংশ সৌদি প্রবাসী। আবার অনেকে রয়েছেন ওমরা হজের যাত্রী। এর বাইরে মধ্যপ্রাচ্যের আরো দুই-একটি দেশের প্রবাসীরা রয়েছেন। স্কয়ার হাসপাতালের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. ফয়সাল জামান বলেন, সকাল সাড়ে ৮টা থেকে আমাদের হাসপাতালের সামনে টিকার জন্য প্রবাসীরা এসে বসে আছেন। এ মুহূর্তে আমাদের কাছে কোনো টিকা নেই, যা ছিল গতকাল পর্যন্ত আমরা দিয়েছি। এ টিকা বাংলাদেশে আমদানি করে রেডিয়েন্ট ফার্মা, তাদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছি, তারা বলছে নতুন করে টিকা আনতে অন্তত ১০-১৫ দিন লাগবে। এ মুহূর্তে তো আমাদের কিছুই করার নেই। এর আগে সোমবার (২০ জানুয়ারি) হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য মেনিনজাইটিসের টিকা বাধ্যতামূলক বিষয়ে নতুন নির্দেশনা দিয়েছে রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। সৌদি আরব সরকারের নতুন নির্দেশনার আলোকে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। টিকার এ নির্দেশনা কার্যকর হবে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে। বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক কামরুল ইসলাম দেশের সব এয়ারলাইন্স ও বিমানবন্দর সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নির্দেশনার বিষয়ে চিঠি দিয়েছেন।

রেলের জমিতে অবৈধ স্থাপনা, উচ্ছেদ

জেলায় অভিযান শুরু করে। সেই অভিযান অব্যাহত আছে। গত ৬ জানুয়ারি মালিবাগে অভিযানের মাধ্যমে রাজধানী ঢাকায় এ উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঢাকাসহ সারাদেশে অবৈধ দখলে থাকা রেলের সব জমি উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দিনাজপুরে

সেলসিয়াসের আরও নিচে নেমে যায়, তাহলে তাকে তীব্রতর শৈত্যপ্রবাহ বলা হয়। সে হিসেবে দিনাজপুরের তাপমাত্রা মৃদু শৈত্যপ্রবাহের কাছাকাছি রয়েছে। ঘন কুয়াশার সঙ্গে কনকনে হিমেল বাতাস শীতের তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়েছে। এতে বিপদে পড়েছেন খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের সাধারণ মানুষেরা। একদিকে ঘন কুয়াশা, অন্যদিকে সূর্যের দেখা নেই সকাল থেকে। ফলে দিনের বেলায়ও হেডলাইট জ্বালিয়ে চলছে যানবাহন। জীবিকার তাকিদে অনেকেই মোটা জামা কাপড় জড়িয়ে বের হয়েছেন কাজে। আগামী কয়েকদিন দিনাজপুরের আবহাওয়াম এমনই থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন দিনাজপুর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন।

পঞ্চগড়: উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে পথঘাট। সঙ্গে পাহাড়ি হিম বাতাসের কারণে অনুভূত হচ্ছে কনকনে শীত। প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছে না কেউ। রাস্তায় গাড়ি চলছে হেডলাইট জ্বালিয়ে। আবহাওয়া অফিস বলছে, গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টায় পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১০ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। একই সঙ্গে বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৯ শতাংশ। এর আগে সোমববার সকাল ৬টায় তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে তা তিন ঘণ্টার ব্যবধানে দশমিক ৫ ডিগ্রি কমে সকাল ৯টায় ১০ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়। একই সঙ্গে বাতাসের আর্দ্রতা ৯৯ শতাংশ রেকর্ড করা হয়। আবহাওয়া অফিস আরও জানায়, এর আগে রোববার সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়ায় দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে ওই দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। শনিবার একই সময়ে এখানে তাপমাত্রা রেকর্ড হয় ১১ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিন দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের পর্যবেক্ষক রোকনুজ্জামান রোকন বলেন, মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকায় এবং আকাশে মেঘ থাকায় সকালে ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে জেলার পথঘাট।

বাগেরহাটে বেড়েছে বৈদ্যুতিক

উপজেলার বেমরতা ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামে কাজী মহিদুল ইসলামের বাড়ির সামনের বৈদ্যুতিক খুঁটিতে থাকা ট্রান্সফরমার চুরি হয়। একই রাতে পার্শ্ববর্তী বিষ্ণুপুর গ্রামেও একটি খুঁটি থেকে ট্রান্সফরমার চুরির চেষ্টা করা হয়। চুরি করতে না পেরে খুঁটির নিচে রেখে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। যার ফলে দুদিন বিদ্যুৎহীন থাকতে হয় ওই এলাকার বাসিন্দাদের। পরে নতুন ট্রান্সফরমার লাগিয়ে দিলে সচল হয় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। শুধু ফতেপুর গ্রাম নয়, সদর উপজেলার সৈয়দপুর, দড়িতালুক, মেগনিতলা, চাপাতলা, বাগমারা, বাদোখালীসহ বিভিন্ন এলাকায় ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা ঘটেছে। চুরি ঠেকাতে অনেক এলাকায় বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে লোহার শিকল দিয়ে ট্রান্সফরমার বেঁধে রেখেছেন স্থানীয়রা। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির নিয়ম অনুযায়ী, চুরি হওয়া এলাকায় নতুন ট্রান্সফরমার লাগানোর জন্য ট্রান্সফরমারের দামের অর্ধেক পরিশোধ করতে হয় গ্রাহকদের। আর দ্বিতীয়বার চুরি হলে ট্রান্সফরমারের মূল্যের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করতে হয় গ্রাহকদের, যা দরিদ্র গ্রাহকদের জন্য খুবই কষ্টের। যেকোনো মূল্যে চোর সিন্ডিকেটকে শনাক্ত করতে পুলিশের সহযোগিতা চেয়েছেন গ্রাহকরা। ট্রান্সফরমার চুরি হয়ে বিদ্যুৎহীন থাকা গ্রাহক ফতেপুর এলাকার বাসিন্দা মিনা নাজমুস সাকিব বলেন, ১৯ জানুয়ারি রাতে আমাদের ট্রান্সফরমারটি চুরি হয়ে যায়। তিনদিনেও আমরা বিদ্যুৎ পাইনি। কারণ ট্রান্সফরমারের মূল দামের অর্ধেক অর্থ্যাৎ ২২ হাজার টাকা আমাদের দিতে হবে। এত টাকা একবারে জোগাড় করা খুবই কষ্টের। বিষ্ণুপুর এলাকার বাসিন্দা সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, মাঝে মধ্যেই ট্রান্সফরমার চুরি হচ্ছে। আর চুরি হলেই কয়েকদিন বিদ্যুৎবিহীন থাকতে হয়। আবার টাকাও গুনতে হয়। এর থেকে ভোগান্তি আর কিছু নেই। বাদোখালী এলাকার কৃষক মনিরুজ্জামান বলেন, চুরি হওয়ার পরে এলাকার ট্রান্সফরমারটি লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছি। তারপরও চুরি হওয়ার শঙ্কায় রয়েছি। ট্রান্সফরমার থাকে বৈদ্যুতিক খুঁটির ওপরে, এটা পাহারা দেওয়া সম্ভব নয়। চুরি ঠেকাতে কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানান এ কৃষক। ট্রান্সফরমার চুরি এড়াতে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাগেরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মহাব্যবস্থাপক (জিএম) সুশান্ত রায়। তিনি বলেন, চুরির খবর পাওয়ার পরেই আমরা সংশ্লিষ্ট থানায় এজাহার করেছি। এখনও কোনো চোরকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। তবে চুরি ঠেকাতে গ্রাহক ও সাধারণ মানুষের সচেতনতা জরুরি। সুশান্ত রায় বলেন, প্রতিটি চুরির ঘটনা একই রকম। চোররা ট্রান্সফরমারের ভেতরে থাকা মূল্

সম্পাদকীয়

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ: উন্নয়নের নামে লুটপাটের মহোৎসব

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার কথা ছিল। প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল চাষিদের পানির চাহিদা মেটানো, কৃষি উৎপাদন বাড়ানো এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা। কিন্তু এই সংস্থা এখন দুর্নীতি, অনিয়ম এবং লুটপাটের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। পরিকল্পনার অভাব, অপরিকল্পিত প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং দুর্নীতির মহোৎসবের কারণে বিএমডিএর কার্যক্রম কৃষকদের জন্য আশীর্বাদ নয়, বরং অভিশাপে রূপ নিয়েছে। খাল খননের নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হলেও এর কোনো ইতিবাচক প্রভাব পড়েনি বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষকদের জীবনে। অপরিকল্পিত খনন কাজের ফলে অনেকের ঘরবাড়ি ধসে পড়েছে, অথচ জলাবদ্ধতা নিরসন কিংবা বৃষ্টির পানি সংরক্ষণে তেমন কোনো ফল মেলেনি। শাহাপুর-কাটাখালী-ছত্রগাছা খালটি আজ ময়লার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের খালগুলোতেও পানি থাকে না বর্ষা মৌসুম ছাড়া। এদিকে তালগাছ রোপণের প্রকল্পেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অনেক জায়গায় বীজ ঠিকমতো লাগানো হয়নি; আবার কোথাও ঠিকাদাররা দায়সারা কাজ করে পালিয়ে গেছেন। বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষকদের জন্য সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন জরুরি হলেও বিএমডিএর প্রকল্পগুলোতে দেখা গেছে বিপরীত চিত্র। নিম্নমানের পাইপ, ভাল্ব ও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করায় প্রকল্পের কার্যকারিতা নষ্ট হয়েছে। এমনকি কাজ না করেও বিল পরিশোধের অভিযোগ উঠেছে। একটি প্রকল্পে প্রায় ১০০ কোটি টাকার পাইপ ও গেট ভাল্ব কেনায় ব্যাপক অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড শুধু সংস্থার ভাবমূর্তিই নষ্ট করেনি, বরং কৃষকদের জীবনযাত্রাকে আরও কঠিন করে তুলেছে। দুর্নীতি ঢাকতে অডিট প্রতিবেদন উপেক্ষার ঘটনাও বিএমডিএর জন্য নতুন কিছু নয়। ২০১৮-১৯ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে সাড়ে ৩০০ কোটি টাকার অনিয়ম উঠে এসেছে অডিট রিপোর্টে। কিন্তু সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এই প্রতিবেদন আমলে নেওয়ার পরিবর্তে লুটপাট অব্যাহত রেখেছেন। অফিসে আগুন দিয়ে প্রমাণ মুছে ফেলার মতো চাঞ্চল্যকর অভিযোগও পাওয়া গেছে। বিএমডিএর কর্মকর্তাদের বেতন স্কেল জালিয়াতির ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। ৭৩ জন প্রকৌশলী নিজেদের বেতন স্কেল বাড়িয়ে মাসের পর মাস বাড়তি বেতন তুলেছেন। এসব ঘটনা থেকে স্পষ্ট, বিএমডিএর ভেতরে একটি শক্তিশালী দুর্নীতিবাজ চক্র সক্রিয় রয়েছে। বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি খাত রক্ষায় এবং বিএমডিএর কার্যক্রম স্বচ্ছ করতে অবিলম্বে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা ছাড়া এই সংকটের সমাধান সম্ভব নয়। কৃষি মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব নিতে হবে, যেন বিএমডিএ প্রকৃতপক্ষে কৃষকের কল্যাণে কাজ করতে পারে। দেশের অর্থনীতি এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কৃষি খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মতো একটি সংস্থা যদি কৃষি উন্নয়নের বদলে দুর্নীতির আখড়া হয়ে ওঠে, তবে তা শুধু বরেন্দ্র অঞ্চলের নয়, পুরো দেশের জন্যই এক ভয়াবহ সংকেত। তাই এ সংস্থাকে পুনর্গঠন করে কৃষকদের আস্থার জায়গায় পরিণত করাই হবে সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি।

> অফিসে আগুন দিয়ে প্রমাণ মুছে ফেলার মতো চাঞ্চল্যকর অভিযোগও পাওয়া গেছে। বিএমডিএর কর্মকর্তাদের বেতন স্কেল জালিয়াতির ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। ৭৩ জন প্রকৌশলী নিজেদের বেতন স্কেল বাড়িয়ে মাসের পর মাস বাড়তি বেতন তুলেছেন। এসব ঘটনা থেকে স্পষ্ট, বিএমডিএর ভেতরে একটি শক্তিশালী দুর্নীতিবাজ চক্র সক্রিয় রয়েছে। বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি খাত রক্ষায় এবং বিএমডিএর কার্যক্রম স্বচ্ছ করতে অবিলম্বে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি

নাগরিক সেবায় ভোগান্তির শেষ নেই!

গত জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের সরকার পতনকে কেন্দ্র করে দেশে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষণীয় ছিল। বিশেষ করে পদত্যাগের হিড়িক গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও বিগত ১৬বছর আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় থাকাতে ওই দলের লোকবল ছিল সর্বক্ষেত্রেই। তবে এই সংগঠনের লোকবল আর চাচ্ছে না বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতা। তাই পর্যায়ক্রমে সারাদেশে উচ্চপদস্থ থেকে শুরু করে নিম্ন পদস্থ পর্যন্ত সকলকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। আর এতেই নাগরিক সেবায় ব্যাপক ধাক্কা খায়। সম্প্রতি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ঢাকার উভয় সিটি করপোরেশনের করুণ চিত্র উঠে আসে। খবর অনুযায়ী, জন্মনিবন্ধন, ওয়ারিশান সনদ, বয়স্ক ও বিধবা ভাতার প্রত্যয়নপত্রের ন্যায় প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহে নগরবাসীর ভোগান্তি বাড়িয়াছে। কাউন্সিলরের অনুপস্থিতিতে সরকার আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছে সত্য, তারা হিমশিম খাচ্ছে। একেকজন নির্বাহী কর্মকর্তাকে দৈনন্দিন দায়িত্বের পাশাপাশি ৯টি সাধারণ ও তিনটি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাগজপত্রে স্বাক্ষর করতে হচ্ছে। এতে সেবা প্রদানের প্রক্রিয়াতে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন জটিলতা। পূর্বে স্থানীয় প্রতিনিধির পক্ষে আবেদনকারীকে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সেবা দিতে অসুবিধা হত না। কিন্তু সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা না হওয়ার কারণে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে সেবা প্রদানে অতিরিক্ত সময়ক্ষেপণ করতে হচ্ছে। পূর্বে যেখানে পাঁচ মিনিটে নাগরিক সনদ প্রদান করা যেত, সেখানে বর্তমানে পাঁচ দিন সময় লাগছে। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে মশককর্মীরা নিয়মিত ওষুধ স্প্রে করছে না বলেও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে ডেঙ্গুজ্বরবাহী এডিস মশা নিধনে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এতে ডেঙ্গুজ্বরের প্রাদুর্ভাব মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। পাশাপাশি আওয়ামী লীগ সরকার পরিবর্তনের পর ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় বাসাবাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহে গাফিলতি দেখা যায়। অনেক এলাকায় দুই থেকে তিন দিন ময়লা না নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে মিরপুর, মোহাম্মদপুর, রামপুরা, বনশ্রী, খিলগাঁও, ডেমরাসহ কয়েকটি এলাকা থেকে বেশি অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ ছাড়া সরকার পরিবর্তনের পর ময়লা সংগ্রহে ভ্যান সার্ভিসগুলো দখলের অভিযোগ রয়েছে। সিটি করপোরেশনগুলোতে পূর্বের পরিষদ বাতিলের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বাস্তবতা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু পর্যাপ্ত বিকল্প ব্যবস্থা ব্যতীত এইরূপ পরিস্থিতি যে হিতে বিপরীত হতে পারে, তাও বিবেচ্য হতে পারত। নাগরিক সেবা শুধু ঢাকায় ব্যাহত হচ্ছে, ব্যাপারটা এমন নয়। সারাদেশের মানুষ এই ভোগান্তির সম্মুখীন হচ্ছেন। তাই এই বিষয়ে এখনি সরকারের ভাবা উচিত বলে আমরা মনে করছি। এক্ষেত্রে বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী যেসকল জায়গায় নাগরিকরা সঠিক সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সেসব জায়গায় জনবল বাড়ানো দরকার।

বাড়ল ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক

জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে

দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে যখন হাঁসফাঁস অবস্থা, তখন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) চাপে ইন্টারনেটসহ ৬৭ পণ্য ও সেবার ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বাড়িয়ে একটি অধ্যাদেশ জারি করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। ভ্যাট-সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি করা পণ্যের এ তালিকায় আছে-ওষুধ, এলপি গ্যাস, মিষ্টি, বিস্কুট, আচার, টমেটো সস, ফলের রস, সিগারেট, বার্নিশ ও লেকার, সাবান ও ডিটারজেন্ট, মোবাইল সেবা ও ব্রন্ডব্যান্ড ইন্টারনেট। এছাড়াও টার্নওভারের তালিকাভুক্তি ও ভ্যাট নিবন্ধনের সীমা কমানো হয়েছে। এতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকেও ভ্যাটের বিধিবিধান পরিপালন করতে হবে, যা ব্যবসার পরিচালন খরচ বাড়াতে পারে। অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, বছরে ৩০ লাখ টাকার বেশি টার্নওভার থাকলে ভ্যাটের খাতায় (টার্নওভার করের তালিকাভুক্তি) নাম লেখাতে হবে, যা আগে ছিল ৫০ লাখ টাকা। এতে ছোট ব্যবসায়ীরাও ভ্যাটের আওতায় চলে আসবেন। এসব সেবা ও পণ্যের ওপর ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি করায় স্বাভাবিকভাবেই জীবনযাত্রার ব্যয় আরও একদফা বাড়বে। কারণ, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বাড়ানোর ফলে এসব পণ্য ও সেবার দাম আরও বাড়বে। উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, মূল্যস্ফীতির কারণে নাভিশ্বাস ওঠা সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে নিম্নমধ্যবিত্তের ওপর এ সিদ্ধান্ত 'মড়ার উপর খাড়ার ঘা' হয়ে দেখা দেবে। জানা যায়, মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার কারণে অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে এসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভ্যাট হার বাড়াতে চায়নি। মূলত আইএমএফের শর্ত পূরণ করতেই ভ্যাট বাড়ানোর এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ঋণের শর্ত হিসাবে আইএমএফ ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ করার শর্ত দিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, অর্থনীতির বাস্তবতায় সরকারের ওপর দায়দেনার চাপ বাড়ছে। সরকারের অর্থ দরকার। তাই শুধু আইএমএফের শর্ত পালনই নয়, বিভিন্ন পণ্য ও সেবার ওপর ভ্যাট ও শুল্ক বাড়িয়ে রাজস্ব বাড়ানোরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট এই দিনে পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব সফল

ড. এ কে এম মাকসুদুল হক

১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট এই দিনে পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব সফল অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটেছে। সরকারি হিসাবে এই অভ্যুত্থানে ১৩২ জন শিশু-কিশোর এবং ১১ জন নারী নিহত হয়েছেন। মোট ৮৬৫ জন শহীদ হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১৫ হাজার ৬৫৯ জন। এর মধ্যে পঙ্গু হয়েছেন ৫৫৫ জন। শহীদদের মধ্যে বরিশালে ১০৪ জন, চট্টগ্রামে ১২০, খুলনায় ৬৮, ময়মনসিংহে ৭৪, রাজশাহীতে ৫৪, রংপুরে ৬১, সিলেটে ৩২ এবং বাকিরা ঢাকার (প্রথম আলো : ১৯/১২/২০২৪)। মাত্র ৩৬ দিনে সফলতা এলেও এটা ৩৬ দিনের আন্দোলন ছিল না। স্বৈরাচারবিরোধী এই আন্দোলন ছিল দীর্ঘ এক যুগের। ভারতের প্রেসক্রিপশনে জেনারেল মইন ইউ আহমেদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। তবে তারা বুঝতে পারে অতীত কর্মকাণ্ডের কারণে স্বাভাবিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হবে না। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা তাই তারই উচ্ছিষ্টভোগী প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের সহযোগিতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রথা বাতিল করে দেয়। সেই থেকেই (২০১৩ সালে) শুরু হওয়া এই স্বৈরাচার হটানোর আন্দোলনে অসংখ্য বিরোধী নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়। আন্দোলন দমানোর জন্য সরকার ব্যবহার করে এ দেশের মুখচেনা একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, পুলিশ, র‍্যাব এবং প্রশাসনকে। আর প্রতিবেশী দেশ পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে আওয়ামী সরকারকে সহযোগিতা করতে থাকে। ফলে 'বিএনপি-জামায়াতের' অগণিত নেতা-কর্মী আন্দোলনের বলি হয়। সরকার বুঝতে পারে, 'বিএনপি-জামায়াতের' ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে তারা টিকতে পারবে না। ফলে সরকার দ্বিমুখী আক্রমণ চালায়। এক দিকে 'বিএনপি-জামায়াতে'র ঐক্যে ভাঙন ধরানোর জন্য নানা কূটচাল চালতে থাকে। অন্য দিকে রাজপথে চালায় পুলিশ-র‍্যাবের আক্রমণ। প্রথমেই তারা যুদ্ধাপরাধের বিচারের নামে জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের একে একে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে। অন্যদের জেলে পুরে 'কাস্টডিয়াল ডেথে'র ব্যবস্থা করে। সারা দেশে ব্যাপক ধরপাকড়, গুম, খুনের শিকার হতে থাকেন জামায়াত-শিবিরসহ বিরোধী নেতা-কর্মীরা। 'বিএনপি'র শীর্ষ নেত্রীকে ফরমাইশি বিচারে কারাবন্দী রাখা হয়। আরেকজন প্রভাবশালী নেতাকে যুদ্ধাপরাধের বিতর্কিত আদালতের মাধ্যমে ফাঁসি দেয়া হয়। শীর্ষ নেতাদের অনেককে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জেলে পুরে রাখা হয়। জেল-জুলুম মাথায় নিয়েই বিএনপি-জামায়াত আন্দোলন অব্যাহত রাখে। সারা দেশে জামায়াত-শিবিরের কার্যালয় তালাবদ্ধ রাখা হলেও নেতাকর্মীরা সরকারবিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। এর মধ্যে বিএনপি বেশ কয়েকটি আন্দোলন সফলতার দোরগোড়ায় নিয়ে এসেছিল; কিন্তু পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি এবং গোয়েন্দা বিভাগের সহযোগিতায় সরকার বিএনপির আন্দোলন নস্যাৎ করে দেয়। দীর্ঘ ১২ বছরের আন্দোলনে 'বিএনপি-জামায়াত'সহ অন্যান্য গণতন্ত্রকামী বিরোধী দলের অসংখ্য নেতাকর্মী হতাহত হন। অনেকে গুম হন, কেউ বা জেলেই কাটিয়ে দেন দীর্ঘ দিন। আর বাকিরা দিনে আদালতের বারান্দায় এবং রাতে পালিয়ে বেড়ানোর মাধ্যমেই ১২টি বছর কাটান। এভাবে দীর্ঘ ১২ বছরের এক রক্তক্ষয়ী এবং জীবন-সম্পদ উৎসর্গকৃত আন্দোলনের মাধ্যমে ময়দান প্রস্তুত করা হয়েছিল। আন্দোলনের এই ভূমি অত্যন্ত উর্বর হয়ে উঠেছিল। ফসলও বোনা হয়েছিল। শুধু পাকা ফসল আহরণের ক্ষণটুকুই বাকি ছিল। ২০১৮ সালের কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল হওয়া কোটা-প্রথা পুনরায় ফিরিয়ে আনার কূটচাল চালে সরকার। এবার তারা আদালতের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার পাঁয়তারা করে। জুনের প্রথম সপ্তাহে উচ্চ আদালত হঠাৎ করেই কোটা-প্রথা বিলুপ্তির সরকারি প্রজ্ঞাপন বাতিলের আদেশ দেন। এর বিরুদ্ধে ছাত্ররা পয়লা জুলাই থেকে আন্দোলন শুরু করেন নিয়মতান্ত্রিকভাবে। ১৪ জুলাই স্বেচ্ছাচারী প্রধানমন্ত্রীর বিরূপ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রতিবাদ করেন। এই সময় ছাত্রীরাও ব্যাপকভাবে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। বিভিন্ন ছাত্রী হলে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা ছাত্রীদের ওপর বর্বরোচিত এবং কাপুরুষোচিত হামলা করে। প্রতিক্রিয়ায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ব্যাপকভাবে আন্দোলনে অংশ নেন। ফলে ছাত্র আন্দোলন একধাপ সফলতার দিকে এগিয়ে যায়।

জুলাইয়ের ১৫ এবং ১৬ তারিখে কোটাবিরোধী আন্দোলন দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়লে পুলিশের গুলিতে সারা দেশে ছয়জন ছাত্র নিহত হন। এতে কোটাবিরোধী আন্দোলন সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। এ সময় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্ররা আন্দোলনে শরিক হন। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাজপথে নামলে আন্দোলনের তীব্রতা শত গুণ বেড়ে যায়। রাজধানীসহ সারা দেশ অচল হয়ে পড়ে। ফলে সরকারের বিদায়ঘণ্টা বেজে ওঠে। এ দিকে সরকারও তাদের অবস্থান আরো কঠোর করতে থাকে। সরকারের আইনশৃঙ্খলাবাহিনী : পুলিশ, র‍্যাব, আর্মড পুলিশ ইত্যাদি সবাই প্রকাশ্যে জীবন্ত বুলেট ছুড়ে আন্দোলন থামানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকে। হেলিকপ্টারে আকাশ থেকে গুলি ছুড়তে দেখা যায়। এতে বহুতল ভবনের বারান্দায়-ঘরে নারী-শিশু নিহত হয়। অন্য দিকে রংপুরে আবু সাঈদ হত্যা, উত্তরায় মুগ্ধ হত্যা, সাভারে ইয়ামিনকে এপিসি থেকে রাস্তায় ফেলে হত্যা ইত্যাদি ঘটনার ভিডিও-চিত্র দেশবাসীকে স্তম্ভিত করে তোলে। পুলিশ-র‍্যাবের বর্বরতায় পুরো জাতি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ফলে নারী-শিশু নির্বিশেষ পেশাজীবী, শ্রমিক, শিক্ষক, অভিভাবক সবাই সরকার পতনের আন্দোলনে শরিক হয়। আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতির দিকে দ্রুত এগোতে থাকে। ছাত্ররা সামনে থেকে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। আর পেছন থেকে 'বিএনপি-জামায়াত'সহ সব বিরোধী রাজনৈতিক দল তাতে সমর্থন দেয়। তারা লজিস্টিক, মনোবল, জনবল, বুদ্ধি-পরামর্শ ইত্যাদি দিয়ে আন্দোলনকারী ছাত্রদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে থাকেন। ফলে ছাত্রদের সব ভয় দূর হয়ে যায়। তারা অকাতরে গুলি উপেক্ষা করে এগিয়ে যান।

আন্দোলনের এই পর্যায়ে প্রবাসী বাংলাদেশীরাও যুক্ত হন। তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঝড় তোলেন। এমনকি তারা আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করে স্বৈরাচার সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত রেমিট্যান্স পাঠানো বন্ধ করে দেন। ফলে আন্দোলনকারীরা দ্বিগুণ উজ্জীবিত হন। আন্দোলন গভীরতর হতে থাকলে বেশকিছু বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে আন্দোলনকারীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক প্রকাশ্যে সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন এবং ছাত্রদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদ জানান। বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিকরা তীব্র ভাষায় সরকারের জুলুম ও ছাত্রহত্যার নিন্দা জানান। তাদের এমন সাহসিকতা সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করে। ফলে গ্রামগঞ্জে আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটে এবং সাধারণ জনগণ রাস্তায় নেমে আসে। প্রবাসী সাংবাদিকদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। তারাও এক যুগ ধরে স্বৈরাচারের বিপক্ষে জনমত গড়ে তুলেছিলেন অবিরাম। তাদের আন্দোলনটিই আসলে প্রবাসীদেরকে ছাত্র-জনতার পাশে দাঁড়ানোর উৎসাহ জুগিয়েছে। সাংবাদিক কনক সারোয়ার, পিনাকি ভট্টাচার্য, ইলিয়াস হোসেন, মাহমুদুর রহমান এবং অন্যদের লড়াইটা ছিল অন্যরকম। তারা পুরো সময়টাজুড়ে দেশী এবং প্রবাসী আন্দোলনকারীদের রসদ জুগিয়েছেন লাগাতারভাবে।

শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকে বিজয়ের বন্দরে পৌঁছে দেয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক ভূমিকা। ১৯ জুলাই সরকার কারফিউ জারি করে এবং সেনাবাহিনী মাঠে নামায়। কিন্তু সেনাসদস্যরা অত্যন্ত সাবধানী পদক্ষেপ নেন। তারা শুধু ভীতি সৃষ্টির মাধ্যমে আন্দোলন দমাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নিরস্ত্র নাগরিকদের বুকে গুলি চালাতে অস্বীকার করেন। ৩ আগস্ট দেশব্যাপী সব সেনা অফিসারকে নিয়ে সেনাপ্রধান দরবার করেন। এতে সরাসরি এবং অনলাইনে সেনাবাহিনীর সব কর্মকর্তা যোগদান করে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। কেউ কেউ 'পুলিশ-র‍্যাবের' ছাত্র-জনতা হত্যার বর্ণনা দিয়ে আবেগী বক্তব্য রাখেন। অন্য দিকে সেনাবাহিনীর নিজস্ব গোয়েন্দা অফিসার ও জোয়ানরা তাদের মনোভাব সত্যনিষ্ঠভাবে সেনা সদরে জানিয়ে দেন। ফলে সেনাবাহিনী হত্যাযজ্ঞের বিপক্ষে দাঁড়ায় এবং আন্দোলনকারীদের সাথে রাজপথে ভাই-বন্ধুসুলভ আচরণ করেন। এতে সরকারের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে। সরকারের পতন একরকম নিশ্চিত হয়ে যায়। আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা পরিস্থিতি বুঝে দেশ ছেড়ে পালাতে শুরু করেন। স্বৈরাচারী সরকারের কফিনে শেষ পেরেকটা ঠুকে দেন অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসাররা। তারা ৪ আগস্ট 'রাওয়া' অডিটোরিয়ামে গণহত্যাবিরোধী সমাবেশ করেন। প্রাক্তন দু'জন সেনাপ্রধান জেনারেল নুরুদ্দীন খান এবং জেনারেল ইকবাল করিম ভূঁইয়াসহ অনেক জ্যেষ্ঠ নাগরিক সেনাকর্মকর্তা এই সভায় যোগ দেন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) সাখাওয়াত বক্তব্য দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। জেনারেল ইকবাল করিম ভূঁইয়া অত্যন্ত আবেগঘন বক্তব্য দিয়ে আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর গণহত্যার তীব্র নিন্দা জানান এবং প্রিয় সেনাবাহিনীকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। পরদিন ৫ আগস্ট তারা মিছিল করে চূড়ান্ত আন্দোলনে শরিক হন। অন্য দিকে ২ আগস্ট মিরপুর 'ডিওএইচএস'-এর অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মকর্তারা পরিবার-পরিজনসহ গণহত্যার বিরুদ্ধে মিছিল করেন। এসব তৎপরতা সেনাবাহিনীকে সরকারের অন্যায় আদেশ অমান্য করতে সাহসী করে তোলে। এভাবে দীর্ঘ দিনের আন্দোলনের ফসল তোলার সময়টি চলে আসে। আন্দোলন চূড়ান্ত বিজয়ের একটি বড় উপাদান ছিল ছাত্রদের কৌশলগত নেতৃত্ব। তারা একক নেতৃত্বের পরিবর্তে সমন্বয়কদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিলেন। ফলে সরকার নেতৃত্বের কোনো তল খুঁজে পাচ্ছিল না। কোন নেতাকে গুম করলে আন্দোলন থেমে যাবে, সরকার সেটিই সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। একজনকে ধরে তো আরেকজন সমন্বয়ক দাঁড়িয়ে যান। তিনজন প্রথম সারির সমন্বয়ককে ডিবি অফিসে আটক রাখার পর দেখা যায় অন্য সমন্বয়করা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে এই কৌশলগত নেতৃত্বের কাছে সরকারের গোয়েন্দা, তাদের সহযোগী বিদেশী গোয়েন্দাসহ সব রাষ্ট্রযন্ত্র পরাভূত হয়। সফলতার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে তারুণ্যের সাহসিকতা। মিছিলে পাশের লোকটি গুলিতে নিহত হয়ে পড়লেও কেউ দমে যাননি বা পালাননি। নিহত-আহতদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে বাকিরা দ্বিগুণ সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ছেলেদের অনেকেই মা-বাবার কাছে শেষ বিদায় নিয়ে রাজপথে নেমেছেন। এভাবে জাতির এক অভূতপূর্ব ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়েই আপামর জনতার কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার সূর্য দ্বিতীয়বার বাংলাদেশের আকাশে উদিত হয়। রুণ প্রজন্ম বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের সাথে সফলতা নিয়ে আসে। প্রথমেই তারা চিত্তাকর্ষক আধুনিক ঢঙে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। আন্দোলনের নাম দেয় 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'। এতে আন্দোলনটি সর্বজনীনতা পায়। এরপর তারা একটির পর একটি 'স্মার্ট' প্রোগ্রাম দিতে থাকে। প্রথমে সাধারণ কর্মসূচি দেয়া হয়। এরপর 'শাটডাউন', 'রোড মার্চ', 'মার্চ টু বঙ্গভবন', 'প্রেসিডেন্টকে স্মারকলিপি প্রদান', 'কমপ্লিট শাট ডাউন' ইত্যাদি প্রোগ্রামের মাধ্যমে আন্দোলকে বিজয়ের বন্দরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। চূড়ান্তভাবে তারা ৬ আগস্ট 'লংমার্চ টু ঢাকা' নামের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কিন্তু ৪ আগস্ট হঠাৎ করে 'লংমার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি এক দিন এগিয়ে তা ৫ আগস্ট পালনের ঘোষণা দেন। মূলত এটিই ছিল আন্দোলন বিজয়ে পৌঁছার শেষ মোড়। এই হঠাৎ পরিবর্তনে ইতোমধ্যে পিছু হটা সরকার দিশেহারা হয়ে পড়ে।

> স্বৈরাচারী সরকারের কফিনে শেষ পেরেকটা ঠুকে দেন অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসাররা। তারা ৪ আগস্ট 'রাওয়া' অডিটোরিয়ামে গণহত্যাবিরোধী সমাবেশ করেন। প্রাক্তন দু'জন সেনাপ্রধান জেনারেল নুরুদ্দীন খান এবং জেনারেল ইকবাল করিম ভূঁইয়াসহ অনেক জ্যেষ্ঠ নাগরিক সেনাকর্মকর্তা এই সভায় যোগ দেন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) সাখাওয়াত বক্তব্য দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। জেনারেল ইকবাল করিম ভূঁইয়া অত্যন্ত আবেগঘন বক্তব্য দিয়ে আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর গণহত্যার তীব্র নিন্দা জানান এবং প্রিয় সেনাবাহিনীকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। পরদিন ৫ আগস্ট তারা মিছিল করে চূড়ান্ত আন্দোলনে শরিক হন। অন্য দিকে ২ আগস্ট মিরপুর 'ডিওএইচএস'-এর অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মকর্তারা পরিবার-পরিজনসহ গণহত্যার বিরুদ্ধে মিছিল করেন। এসব তৎপরতা সেনাবাহিনীকে সরকারের অন্যায় আদেশ অমান্য করতে সাহসী করে তোলে। এভাবে দীর্ঘ দিনের আন্দোলনের ফসল তোলার সময়টি চলে আসে। আন্দোলন চূড়ান্ত বিজয়ের একটি বড় উপাদান ছিল ছাত্রদের কৌশলগত নেতৃত্ব। তারা একক নেতৃত্বের পরিবর্তে সমন্বয়কদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিলেন। ফলে সরকার নেতৃত্বের কোনো তল খুঁজে পাচ্ছিল না। কোন নেতাকে গুম করলে আন্দোলন থেমে যাবে, সরকার সেটিই সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। একজনকে ধরে তো আরেকজন সমন্বয়ক দাঁড়িয়ে যান। তিনজন প্রথম সারির সমন্বয়ককে ডিবি অফিসে আটক রাখার পর দেখা যায় অন্য সমন্বয়করা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে এই কৌশলগত নেতৃত্বের কাছে সরকারের গোয়েন্দা, তাদের সহযোগী বিদেশী গোয়েন্দাসহ সব রাষ্ট্রযন্ত্র পরাভূত হয়। সফলতার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে তারুণ্যের সাহ

গাজা চুক্তির প্রথম ধাপেই মুক্তি পাচ্ছে ৩৩ ইসরাইলি বন্দী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরাইল ও হামাসের দীর্ঘ ৪৬৮ দিনের যুদ্ধের অবসান ঘটেছে যুদ্ধবিরতি ও বন্দীবিনিময় চুক্তির মধ্য দিয়ে। চুক্তির প্রথম ধাপে আজ মুক্তি পাচ্ছে ৩৩ ইসরাইলি বন্দী। তাদের নামগুলোর ইসরাইলের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। ইসরাইলি গণমাধ্যম টাইমস অফ ইসরাইলের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, 'তালিকাটি প্রকাশের ক্রম অনুসারে নয়।' তবে স্থানীয় আরেকটি সংবাদমাধ্যম ইয়েদিওথ আহরোনোথ দাবি করেছে, ঠিক এই তালিকাটিই গত মাসে হামাস অনুমোদন করেছিল এবং কয়েক মাস আগে ইসরাইল এই তালিকাটিই হামাসকে দিয়েছিল। তালিকায় থাকা নামগুলো হলো লিরি আলবাগ, ইতজাক এলগারাত, করিনা আরিয়েভ, ওহাদ বেন আমি, এরিয়েল বিবাস, ইয়ার্ডেন বিবাস, কেফির বিবাস, শিরি বিবাস, আগম বার্গার, গনেন রোমি, ড্যানিয়েলা গিলবোয়া, এমিলি দামারি, সাগুই ডেকেল চেন। আইয়ার হর্ন, ওমের ওয়েঙ্কার্ট, আলেকজান্ডার সাশা ট্রুফানোভ, আরবেল ইহুদ, ওহাদ ইয়াহলোমি, এলিয়া কোহেন, অর লেভি, নামা লেভি, ওডেড লিফশিটজ, গাদি মোশে মোজেস, অব্রাহাম (আভেরা) মেনগিস্টো, শ্লোমো মান্তজুর, কিথ স্যামুয়েল সিগাল, সাচি ইদান, ওফার কালদেরন, তাল শোহাম, ডোরন স্টেইনব্রেচার, ওমের শেম তোভ, হিশাম আল -সাঈদ ও এলি শারাবী। স্থানীয় গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, ইতোমধ্যে বন্দীদের পরিবারকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এদিকে, বুধবার যুদ্ধবিরতি চুক্তির ঘোষণা আসার পরও ইসরাইলি বাহিনী বিমান হামলা অব্যাহত রয়েছে। অবশ্য চুক্তিটি গত রোববার থেকে কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে। তা তিন ধাপে কার্যকর হবে। প্রথম ধাপে হামাসের হাতে আটক ৩৩ বন্দীর মুক্তির পরিবর্তে ইসরাইলের কারাগারে বন্দি থাকা ফিলিস্তিনিদের অনেককে ছেড়ে দেয়া হবে। গাজার ঘনবসতিপূর্ণ আবাসিক এলাকাগুলো থেকে ইসরাইলি বাহিনী আরো পূর্ব দিকে সরে যাবে। এল ফলে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা তাদের বাড়িতে ফিরতে পারবেন। এছাড়া ত্রাণবাহিনী শত শত ট্রাক প্রতিদিন গাজায় প্রবেশের সুযোগ পাবে। চুক্তির দ্বিতীয় ধাপের আলোচনায় স্থান পাবে বাকি বন্দীদের মুক্তি এবং 'টেকসই শান্তির' জন্য ইসরাইলি সেনা প্রত্যাহারের বিষয়টি।

লেবাননের নতুন নেতার সঙ্গে বৈঠক করতে বৈরুতে ম্যাক্রোঁ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : লেবাননের নতুন নেতা জোসেফ আউনের সঙ্গে দেখা করতে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বৈরুতে পৌঁছেছেন। আরব নিউজ জানিয়েছে, লেবাননের সার্বভৌমত্ব সুসংহত করতে, সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে এবং ঐক্য বজায় রাখতে 'সহায়তা'র জন্য ম্যাক্রোঁর এই সফর। দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে রাজনৈতিক শূন্যতার পর গত ৯ জানুয়ারি জোসেফ আউন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নওয়াফ সালামকে বেছে নেন। ইসরায়েল-হিজবুল্লাহ যুদ্ধ এবং বছরের পর বছর ধরে চলা অর্থনৈতিক সংকটের পর তারা এখন লেবাননকে নেতৃত্ব দেওয়ার কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ইসরায়েল-হিজবুল্লাহ যুদ্ধবিরতি চুক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়নের জন্য ২৬ জানুয়ারির সময়সীমা ঘনিয়ে আসায় ম্যাক্রোঁ লেবাননের রাজধানীতে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গেও দেখা করবেন বলে মনে করা হচ্ছে। লেবাননের সাথে ফ্রান্সের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। ১৯৪৩ সালে লেবাননের স্বাধীনতার পর থেকেও দুই দেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছে।

উড্ডয়নের মাঝপথে ভেঙে পড়ল স্পেসএক্সের মহাকাশযান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন মহাকাশযান প্রস্তুতকারক এবং মহাকাশ যাত্রা সেবা প্রদানকারী কোম্পানি স্পেসএক্সের স্টারশিপ মহাকাশযানটি উড্ডয়নের মাঝপথে ভেঙে পড়েছে। ফলে ধ্বংসাবশেষ এড়াতে বিমান সংস্থাগুলো ফ্লাইট ডাইভার্ট করতে বাধ্য হয়েছে। আজ শুক্রবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা। প্রতিবেদনে বলা হয়, গতকাল বৃহস্পতিবার পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় ইলন মাস্কের কোম্পানি স্পেসএক্সের স্টারশিপ প্রথম পর্যায়ের বুস্টার ধরার পূর্ব পর্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন করলেও, পরবর্তীতে নতুন প্রজন্মের আনক্রুড মহাকাশযানটি ধ্বংস হয়ে যায়। বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) 'সংক্ষিপ্তভাবে' বলেছে, মহাকাশযানের ধ্বংসাবশেষ যেখানে পড়ছে, সেই এলাকার চারপাশে বিমানের গতি কমিয়ে দেওয়া হয় এবং ডাইভার্ট করে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে একজন মুখপাত্র বলেছেন, স্বাভাবিক কার্যক্রম আবারও শুরু হয়েছে। ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ফ্লাইট রাডারের তথ্য অনুসারে, সম্ভাব্য ধ্বংসাবশেষ এড়াতে কমপক্ষে ২০টি ফ্লাইট তাদের রুট পরিবর্তন করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, মহাকাশযানটির কিছু অংশ ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ওপর দিয়ে বায়ুমণ্ডলে পুনরায় প্রবেশ করছে। মাস্ক বলেন, অক্সিজেন বা জ্বালানি লিক হওয়ার কারণে মহাকাশযানটি ভেঙে পড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মাস্ক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে পরবর্তী উড্ডয়ন প্রসঙ্গে বলেন, 'লিকের জন্য স্পষ্টতই দুবার পরীক্ষা করা ছাড়াও, আমরা সেই আগুন দমনের কৌশল যোগ করব এবং সম্ভবত বায়ু চলাচল এলাকা বাড়াব।' পরবর্তী উড্ডয়নটি আগামী মাসের পরে হতে পারেন বলে জানান তিনি। মাস্ক এর আগে মিশন ব্যর্থ হওয়ার কথা স্বীকার করেন এবং ধ্বংসাবশেষ পড়ার ফুটেজ পোস্ট করেন। ক্যাপশনে তিনি লেখেন, 'সাফল্য অনিশ্চিত, কিন্তু বিনোদন নিশ্চিত!' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের ব্রাউনসভিলের কাছে উৎক্ষেপণ স্থান থেকে উড্ডয়নের প্রায় সাড়ে আট মিনিট পর স্পেসএক্সের গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের সঙ্গে প্রোটোটাইপ যানটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ট্রাম্পের অভিষেকে ওয়াশিংটন যাচ্ছেন চীনের ভাইস প্রেসিডেন্ট

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন চীনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হান ঝেং। আগামি সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয়বারের মতো দেশটির প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন ট্রাম্প। চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থার বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ তথ্য জানিয়েছে। অভিষেক অনুষ্ঠানের তিনদিন আগে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।

হান ঝেং অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিলে তা হবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের অভিষেক অনুষ্ঠানে চীনের কোনো সিনিয়র নেতার উপস্থিতির বিরল ঘটনা। দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠানে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত শি জিনপিং যাচ্ছেন না। তবে তাঁর পরিবর্তে যাচ্ছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট হান ঝেংক। চীন জানিয়েছে, ভাইস প্রেসিডেন্ট হান ঝেং সোমবার ওয়াশিংটনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

বিশ্বে চোখ রাঙাচ্ছে এইচএমপিভি ভাইরাস, যে বার্তা দিলো যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : করোনা ভাইরাসের আতংক এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি বিশ্ব। এর মধ্যেই চীনে পাওয়া হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাস বা এইচএমপিভি চোখ রাঙাচ্ছে। নতুন এই ভাইরাস বিশ্বে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। চীন, ভারত, মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে ভাইরাসটি। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যুপশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে মিসৌরি, কানসাস, নেব্রাস্কা এবং আইওয়া অঙ্গরাজ্যে এইচএমপিভি সংক্রমণের হার বেড়েছে। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল জানিয়েছে, নমুনা পরীক্ষা করতে আসা রোগীদের ৫ দশমিক আট তিন শতাংশ এইচএমপিভি পজিটিভ। যা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে। এ ছাড়াও ভারত, মালেয়শিয়া, হংকংয়েও এই ভাইরাসের সংক্রমণে উদ্বেগ জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এরই মধ্যে ভারতের কর্ণাটক, মহারাষ্ট্রসহ বেশকিছু রাজ্যে জারি করা হয়েছে সতর্কবার্তা। এদিকে মাস্ক পরার পাশাপাশি জনসমাগম এড়িয়ে চলার নির্দেশনা দিয়েছে মালেয়শিয়া সরকার।

দুর্নীতি মামলায় ইমরানের ১৪, বুশরার ৭ বছরের কারাদণ্ড

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ১৯০ মিলিয়ন পাউন্ডের আল-কাদির ট্রাস্ট মামলায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ১৪ বছর এবং তার স্ত্রী বুশরা বিবিকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গতকাল শুক্রবার তাদের বিরুদ্ধে এ আদেশ দেওয়া হয় বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে দেশটির সংবাদমাধ্যম ডন। আদিয়ালা কারাগারের একটি অস্থায়ী আদালত কক্ষে বিচারক নাসির জাভেদ রানা এ রায় ঘোষণা করেন। এ সময় আদালত কারাদণ্ডের পাশাপাশি ইমরান ও বুশরাকে যথাক্রমে ১০ লাখ এবং পাঁচ লাখ রুপি জরিমানা করেন। জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইমরানকে অতিরিক্ত ছয় মাস এবং বুশরাকে তিন মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। রায়ে আরও বলা হয়, জাতীয় জবাবদিহিতা অধ্যাদেশ, ১৯৯৯ এর ধারা ১০(ক) অনুসারে আল-কাদির বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প ট্রাস্টের সম্পত্তি ফেডারেল সরকার বাজেয়াপ্ত করবে। রায়ে বিচারক বলেন, 'উভয় আসামিই আদালতে উপস্থিত আছেন। তাদেরকে এই মামলায় হেফাজতে নেওয়া হোক এবং দণ্ডিতদের সাজা ভোগ করার জন্য কমিটাল ওয়ারেন্টসহ জেল সুপারের কাছে হস্তান্তর করা হোক।' আদিয়ালা কারাগারের বাইরে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে আজ রায় ঘোষণা করা হয়। এরপর আদালত কক্ষ থেকে বুশরাকে গ্রেপ্তার করা হয়। দেশটির সাধারণ নির্বাচনের পরপরই ২০২৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি এ মামলায় ইমরান খান ও বুশরা বিবির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। মামলায় অভিযোগ করা হয়, ইমরান ও বুশরা বিবি বাহরিয়া টাউন লিমিটেড থেকে কোটি কোটি রুপি অর্থ এবং অনেক জমি নিয়েছিলেন। ইমরানের নেতৃত্বাধীন পূর্ববর্তী পিটিআই সরকারের সময় যুক্তরাজ্য পাকিস্তানকে যে পাঁচ হাজার কোটি রুপি পরিমাণ অর্থ ফেরত দিয়েছিল, তা বৈধ করতে এসব লেনদেন হয়েছে। ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) এক

বিবৃতিতে বলা হয়, সব প্রমাণ ও সাক্ষীদের বক্তব্যে স্পষ্ট, এখানে কোনো দুর্নীতি বা অব্যবস্থাপনার ঘটনা ঘটেনি। ইমরান খান ও বুশরা বিবি কেবল ট্রাস্টি হিসেবে ছিলেন, এর বাইরে তাদের কোনো ভূমিকা ছিল না। গত বছরের ২৩ ডিসেম্বর এ মামলায় রায় ঘোষণার কথা ছিল। শীতকালীন ছুটির কারণে মামলার রায় ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত করা হয়। ৬ জানুয়ারি মামলার বিচারক নাসির জাভেদ রানা ছুটিতে থাকায় এদিন রায় ঘোষণা করা সম্ভব হয়নি। ১৩ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানিতে বিচারকের দেরির কারণে ইমরান ও বুশরার রায় ঘোষণা করা হয়নি। ইমরান খান ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে কারাগারে রয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে প্রায় ২০০টি মামলা রয়েছে।

দাবানলে ছারখার লস অ্যাঞ্জেলেস, দূষণের ওপর দায় চাপাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দাবানল যত ব্যাপকই হোক না কেন, তাকে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলেই মেনে নিতে হয়। তবে এবার দেখা যাচ্ছে, যে বিশাল দাবানলে ছাই হয়ে গেছে লস অ্যাঞ্জেলসের হাজার হাজার বাড়িঘর, তার পেছনে কিছুটা হলেও মানুষের হাত রয়েছে। ভেঙে বলতে গেলে, মানুষের তৈরি পরিবেশ দূষণের কারণেই বহুগুণে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে এই দাবানল। লস অ্যাঞ্জেলস দাবানলের পেছনে দোষ কার, তা খুঁজতে গিয়ে এই তথ্য পান ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, লস অ্যাঞ্জেলসের বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীতে যদি কোনো দূষণ না থাকত, এর পরেও দাবানল হতোই, বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। কিন্তু দূষণের ফলে পরিবেশ বিপর্যয়ের ভয়াবহতা বেড়ে গেছে। লস অ্যাঞ্জেলসের দাবানলটা খুব দ্রুত ছড়িয়েছে ওই এলাকায় ঝড়ো হাওয়া এবং প্রচুর শুকনো ঘাস ও গাছপালা থাকার কারণে। এসব দাহ্য পদার্থের ২৫ শতাংশই পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে তৈরি হয়েছে। এ থেকে বিজ্ঞানীরা মত দিয়েছেন, দূষণ না থাকলে হয়তো এই দাবানলের ভয়াবহতা কম হতে পারত। জানুয়ারির ৭ তারিখ থেকে লস অ্যাঞ্জেলসে অন্তত ১২টি আগুন লাগে। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার খরাপীড়িত এলাকার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া অপ্রত্যাশিত সান্টা আনা বায়ুপ্রবাহে এসব আগুন ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। এখন পর্যন্ত অন্তত ২৪ হাজার একর এলাকায় ছড়িয়েছে এই আগুন, অন্তত ১২ হাজার অবকাঠামো হয়েছে ভস্মীভূত। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাসে এ ছিল সবচেয়ে বিধ্বংসী দাবানল। বিগত কয়েক বছরে শীতকালেও অনেক বেশি আর্দ্রতা ছিল দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার বাতাসে। ফলে অনেক বেশি করে ঘাস জন্মেছে এই সমতল এলাকায়। ঠিক এর পরেই গ্রীষ্ম এবং শরৎকাল দুটোই ছিল অতিরিক্ত শুষ্ক এবং উত্তপ্ত। শুধু তাই নয়, বর্ষা আসতে দেরি হচ্ছিল বলে লম্বা এক খরায় পড়ে এলাকাটি। এতে শীতকালে জন্মানো ঘাস ও গুল্ম শুকিয়ে খড় হয়ে যায়।

একরের পর একর জুড়ে পড়ে থাকে এসব শুকনো ঘাস। দাবানলের মৌসুম এলে এসব শুকিয়ে থাকা ঘাস আগুনের জ্বালানীর মতো কাজ করে, এ কারনেই আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এক মৌসুমে খুব ভেজা আবহাওয়া, পরের মৌসুমের আবার খরা- এমন ঘটনা ঘন ঘন দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায়। এই পরিস্থিতির জন্য বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জীবাশ্ম জ্বালানী পোড়ানোর কারনে সৃষ্ট দূষণই দায়ী, সিএনএনের একটি প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছিল।

বিনোদন

অস্কার বাতিলের আশঙ্কা!

বিনোদন ডেস্ক : ভয়াবহ দাবানলে এখনো জ্বলছে লস অ্যাঞ্জেলস। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তারকাসহ হাজার হাজার সাধারণ মানুষের বাড়ি। যার কারণে বেশ কিছু সিনেমা উৎসবসহ কার্যক্রম পিছিয়ে নেওয়া হয়েছে। এবার ভয়াবহ এই পরিস্থিতির জন্য প্রথমবারের মতো বাতিল হতে পারে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের ৯৭তম আসর। এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভয়াবহ দাবানলের কারণে ৯৬ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অস্কার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বাতিল হওয়ার পথে। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয় এ মুহূর্তে এই অনুষ্ঠান উদযাপন করার মানসিকতায় নেই আয়োজকরা। লস অ্যাঞ্জেলস এখনো অকল্পনীয় ক্ষতির সঙ্গে মোকাবিলা করছে। এমনকি আগামী সপ্তাহে যদি দাবানল কমেও তাও শহরের যে পরিমাণ ক্ষতি হবে তা মেটানো বেশ কঠিন। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এই অনুষ্ঠানের জন্য যে খরচ হয় তা তহবিল থেকে লস অ্যাঞ্জেলসের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়া হবে। ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, অস্কার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলেও ১ লাখ ৪০ হাজার পাউন্ড (১ লাখ ৭১ হাজার ডলার) মূল্যের গুডি ব্যাগ বাতিল করা হবে। তবে অস্কার অনুষ্ঠান বাতিলের খবরটি নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কিছুই নিশ্চিত করেনি অস্কার কমিটি। এদিকে অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস মনোনয়ন ভোটের সময়সীমা ১৭ জানুয়ারি থেকে বাড়িয়ে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একটি ভার্চুয়াল ইভেন্টে মনোনীতদের নাম ঘোষণা করা হবে বলে জানা গেছে।

জ্ঞান ফিরেছে সাইফ আলী খানেরই

বিনোদন ডেস্ক : আহত অবস্থায় বলিউড অভিনেতা সাইফ আলী খানকে মুম্বাইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর চিকিৎসকেরা দ্রুত অস্ত্রোপচার করেন। এদিকে ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'সাইফের জ্ঞান ফিরেছে। আপাতত এক সপ্তাহ হাঁটাচলা করতে পারবেন না তিনি।' প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, তবে উদ্বেগের কিছু নেই। চিকিৎসকরা তাকে কড়া পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। পাশাপাশি আইসিইউ থেকে তাকে জেনারেল বেডে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পরিবারের সদস্য এবং খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া অভিনেতার কাছে আর কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। চিকিৎসকদের মতে, সব ঠিক থাকলে হাসপাতাল থেকে সাইফ ছাড়া পেতে পারেন।

ভারত যাওয়ার স্বপ্ন ভেঙে গিয়ে পরীমণির চোখে জল

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই সিনেমার আলোচিত নায়িকা পরীমনি। তার অভিনীত সিনেমা 'ফেলুবক্সী' মুক্তি পেয়েছে গতকাল শুক্রবার। এর মধ্যদিয়ে কলকাতার সিনেমায় অভিষেক হচ্ছে পরীমনির। কিন্ত ভিসা না পাওয়ায় সিনেমার প্রচারে ভারতে যেতে পারছেন না তিনি। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে ফেসবুক পোস্টে পরীমনি লিখেছেন, '১৭ জানুয়ারি আমার প্রথম সিনেমা ফেলুবক্সী রিলিজ হবে। আমার কাছে এই প্রথমটা একটু অন্যরকম স্পেশাল। কারণ, এটা আমার কলকাতার প্রথম ছবি।' পরীমণি লিখেছেন, 'ছবি রিলিজ তো নিশ্চয়ই অনেক আনন্দের মুহূর্ত। কিন্তু মন খারাপ হচ্ছে ভীষণ রকম। ভিসাটা হলো নাহ! খুব মিস করছি আমার ফেলুবক্সী টিমের সবাইকে। কান্না পাচ্ছে আমার। ডানাকাটা পরী বলেই আজ উড়ে যেতে পারি না। যাই হোক, কলকাতা আমি যেতে পারিনি, কিন্তু ফেলুবক্সীর লাবণ্যকে সবাই দেখতে পাবেন আগামীকাল আপনার কাছের সিনেমা হলে। আমি আপনাদের ভালোবাসা পাওয়ার অপেক্ষায় রইলাম। প্রিয় কলকাতা ভালোবাসা নিও।' দেবরাজ সিনহা পরিচালিত নতুন এই সিনেমার লাবণ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন পরীমনি। এ ছাড়া অভিনয় করেছেন সোহম চক্রবর্তী ও মধুমিতা সরকার। সিনেমায় নিজের চরিত্র প্রসঙ্গে পরীমনি বলেন, লাবণ্য চরিত্রটা যখন পড়লাম, মনের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছিল যে, এটা আমি ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারব।

সে কারণে চরিত্রটা করেছি। কতটা পেরেছি, সেটি দর্শক বলবেন। এই সিনেমার চরিত্র শোনার পর আমি কিছুতেই না বলতে পারিনি। 'ফেলুবক্সী' সিনেমাটি থ্রিলার ঘরানার। সিনেমাটির নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সোহম চক্রবর্তী। তার চরিত্র সাধারণ এক বাঙালি ছেলের, যে খেতে আর রহস্যের সমাধান করতে ভালোবাসে। রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু পরীমনি।

স্বামীর প্রতি ভালোবাসায় তনির আবেগঘন স্ট্যাটাস

বিনোদন ডেস্ক : ব্যাংককের একটি হাসপাতালে দেশের আলোচিত নারী উদ্যোক্তা ও ইনফ্লুয়েন্সার রোবাইয়াত ফাতিমা তনির স্বামী শাহাদাৎ হোসাইন মারা গেছেন। গত বুধবার স্থানীয় সময় রাত ৩টা ৩ মিনিটে মারা যান তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তনি নিজেই স্বামীর মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেন। স্বামীর লাশ নিয়ে দেশে ফিরছেন তনি। গত বৃহস্পতিবার এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'সেইম ফ্লাইটে আমরা দুজন, কিন্তু আমি সিটে বসে আর তুমি।' তনির পোস্টে ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষী ও নেটিজেনরা স্বামীর আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া করেছেন। তনির দ্বিতীয় স্বামী শাহাদাৎ হোসাইন একজন সফল ব্যবসায়ী। দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংককের চিকিৎসাধীন ছিলেন শাহাদাৎ। উল্লেখ্য, প্রথম স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বিচ্ছেদের পথে হাঁটেন তিনি। এরপর ভালোবেসে বিয়ে করেন শাহাদাৎকে। তনি ও তার স্বামীর মধ্যকার বয়সের ব্যবধান নিয়ে সবসময় সমালোচনার শিকার হয়েছেন তিনি। ফেসবুক লাইভে এলে নানারকম ট্রলের মুখে পড়েন এই নারী উদ্যোক্তা।

এসবে তার কোনও তোয়াক্কা নেই। তিনি দিন শেষে নিজের ঘরে শান্তিতে থাকতে চান বলেই অভিমত দিয়েছেন নানা সংবাদমাধ্যমে। বর্তমানে ফ্যাশন হাউস 'সানভিস বাই তনি'-এর স্বত্বাধিকারী তনি। সারা দেশে তার ১২টি শোরুম রয়েছে।

নিজেকে কখনো বিবাহিত দেখতে চান না লিও

বিনোদন ডেস্ক : জনপ্রিয় হলিউড অভিনেতা লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও। ব্যক্তিগত জীবনে অনেক মডেল-নায়িকার সঙ্গে তার প্রেমের গুঞ্জন শোনা গেছে। বর্তমানে ইতালিয়ান এক মডেলের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন ৫০ বছরের লিওনার্দো। 'টাইটানিক'খ্যাত এ অভিনেতা কখনো বিয়ে করত চান না বলে খবর প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গণমাধ্যম পেজ সিক্স। একটি সূত্র পেজ সিক্সকে বলেন, "লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও নিজেকে কখনো বিবাহিত দেখতে চান না।" খানিকটা ব্যাখ্যা করে সূত্রটি বলেন, "লিও বিয়ে করার প্রয়োজন বোধ করেন না।" তবে এরচেয়ে বেশি কারণ ব্যাখ্যা করেননি সূত্রটি। অনেক দিন ধরে গুঞ্জন উড়ছে, ইতালিয়ান মডেল ভিট্টোরিয়া সেরেটির সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছেন লিওনার্দো। ২০২৩ সালের শেষের দিকে ভিট্টোরিয়া ও লিওনার্দোর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের একটি ভিডিও অন্তর্জালে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের সম্পর্কের খবরটি 'সত্য' বলে জানিয়েছে সূত্রটি। ২৩ বছরের ছোট ভিট্টোরিয়া সেরেটির সঙ্গে সম্পর্কে থাকলেও বিয়ে করবেন না লিও। সূত্রটি বলেন, "তাদের মধ্যে যা আছে তাই নিয়েই তারা খুশি। ভিট্টোরিয়ার সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসেন লিও। কিন্তু নিজেকে তার স্বামী হিসেবে দেখতে নয়।" এ বিষয়ে কথা বলতে লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও এবং ভেট্টোরিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে পেজ সিক্স। তবে তারা বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি বলেও এ প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। এর আগে মডেল ভিট্টোরিয়া সেরেটি ডিজে মাত্তেও মিলেরিকে বিয়ে করেছিলেন। ২০২৩ সালে এ সংসার ভেঙে যায়। সংসার ভাঙার এক মাস পর কান চলচ্চিত্র উৎসবে পরিচয় হয় লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও ও ভিট্টোরিয়ার। ২০২২ সালের শেষের দিকে মার্কিন অভিনেত্রী ভিক্টোরিয়া লামাসের সঙ্গে নাম জড়ায় লিওনার্দোর। এ নিয়ে আলোচনায় উঠে আসেন এই অভিনেতা। একই বছরের শুরুতে প্রেমের সম্পর্কের কারণে খবরের শিরোনাম হন লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও এবং আর্জেন্টাইন মডেল-অভিনেত্রী ক্যামিলা মরোন। ওই সময়ে সেন্ট বার্থেলেমির গুস্তাভিয়া সিটিতে দেখা যায় তাদের। পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায় বন্দি হন এই জুটি। প্রকাশিত ছবিতে প্রেমিকার সঙ্গে লিওনার্দোকে রোমান্সে মত্ত দেখা যায়।

বাবাকে নিয়ে শবনম ফারিয়ার আবেগঘন স্ট্যাটাস

বিনোদন ডেস্ক : ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া। নাটক ও টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে পরিচিতি পান। তিনি অনম বিশ্বাস পরিচালিত 'দেবী' চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন। যেখানে তার অভিনয় প্রশংসিত হয় এবং তিনি শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেত্রীর জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ সরব তিনি। সম্প্রতি শবনম পরিবারের সঙ্গে তোলা একটি পুরোনো ছবি শেয়ার করে বাবাকে নিয়ে এক আবেগঘন ক্যাপশন লিখেছেন। যেখানে উল্লেখ করেছেন, হলিউড সিনেমা লায়ন কিং দেখার সময় বাবাকে নিয়ে এক উক্তি যখন বলে ঠিক সে সময় শবনম তার চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনি। অভিনেত্রী লিখেছেন, 'সেদিন স্বস্তিকা চ্যাটার্জির একটা পোস্ট পড়ছিলাম, একটা কথা মনে গিয়ে বিঁধলো, কথাটা খানিকটা এমন, জীবনটা দুই রকমের । বাবা থাকতে একটা, বাবা না থাকতে আরেকটা।' চোখের পানি ধরে রাখতে পারি নি উল্লেখ করে শবনম বলেন, 'কখনো কি মনে হয়, এমন একটা জীবন থাকতে পারে যেখানে বাবা নাই , কিন্তু সব জায়গায় তার অস্তিত্ব, এমনকি নিজের মধ্যেও। লায়ন কিং সিনেমায় যখন সিম্বাকে বলে, ''you're the reflection of your father" আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারি নাই।' তার কথায়, 'ফেসবুকে মেমোরিতে সময় সময়ে ছবি আসে বাবার, কয়েক সেকেন্ডের জন্য ভুলে যাই, বাবা নাই, ওই সময়টায় ফিরে যাই ! মাঝে মাঝে বাবা স্বপ্নে আসে বাবার সাথে কথা হয় কিন্তু ঘুম ভাঙ

বাগান থেকে সংগ্রহ করা রাবারের কষ বড় ড্রামে ঢাল হচ্ছে । সরই, লামা, বান্দরবান।

খেজুর গুড়ের ঐতিহ্য ধরে রাখতে নির্ভেজাল গুড় উৎপাদন করতে হবে

চৌগাছা, যশোর প্রতিনিধি : যশোরের জিআই পণ্য খেজুর গুড়ের ঐতিহ্য ধরে রাখতে নির্ভেজাল গুড় উৎপাদন করার পরামর্শ দেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সিনিয় সচিব নাসিমুল গণি। খেজুর গুড় যশোরবাসীর নিজস্ব শিল্প। যশোর জেলা খেজুর গুড় ঐতিহ্যের ধারক-বাহক। আর চৌগাছার মানুষ সেই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে মেলার আয়োজন করেছে। আমি এই উপজেলারই একজন। এজন্য আমি এখানে আসতে পেরে খুবই আনন্দিত। নির্ভেজাল গুড় উৎপাদনের গ্যারান্টি দিতে পারলে সারা দেশের মানুষের কাছে যশোরের ব্র্যান্ড পন্য খেজুর গুড়ের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। প্রশিক্ষনের মাধ্যমে নতুন নতুন গাছি তৈরি করারও পরামর্শ দেন তিনি। তিনি বলেন, এতিহ্যকে সমৃদ্ধ করতে মেলার আয়োজন খুবই ভালো উদ্যোগ। মেলা শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। মেলার আক্ষরিক অর্থ মিলন। মেলার সঙ্গে গ্রামীণ জনগোষ্টীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির যোগাযোগ নিবিড় । বাংলার এই সংস্কৃতিতে থাকে সব ধর্মের মানুষের সমন্বয় । মেলাকে ঘিরে গ্রামীণ জীবনে আসে প্রাণচাঞ্চল্য। মেলার বিভিন্ন বিনোদনমূলক আয়োজন মুগ্ধ করে আগত দর্শনার্থীদের। গতকাল শুক্রবার যশোরের চৌগাছায় তিনদিনব্যাপি গুড় মেলার সমাপণি অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সিনিয় সচিব নাসিমুল গণি এসব কথা বলেন। মেলার সমাপনি অনুষ্ঠানের সভাপতি খুলনা বিভাগীয় কমিশনার ফিরোজ সরকার বলেন, যশোর থেকে কৃষি পণ্যবাহি বিশেষ ট্রেনে দেশের রাজধানীতে যশোরের খেজুর গুড় পৌছানোর ব্যবস্থা করা হবে। যাতে এই জেলার মানুষ খুব সহজেই গুড় ঢাকায় পৌছাতে পারে। দেশে বিদেশে যশোরের ব্রান্ড পন্য পৌছে দিতে অনলাইন বাজার তৈরি করার পরামর্শ দেন। তিনদিনব্যাপি গুড় মেলার সমাপনি অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব আ. খ. ম. কবিরুল ইসলাম, খুলনা রেঞ্জের ডি.আই.জি রেজাউল হক (পিপিএম), যশোর জেলা প্রশাসক আজাহারুল ইসলাম। অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, যশোর জেলা প্রশাক আজাহারুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুস্মিতা সাহ, উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) তাসনিম জাহান, কৃষি কর্মকর্তা মোসাব্বির হুসাইন, উপজেলা বিএনপি ও জামায়াতের নেতৃবৃন্দসহ উপজেলার সকল দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি মেলায় গুড়ের স্টল পরিদর্শন করেন। তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মেলায় শ্রেষ্ঠ ৩ জন গাছিকে পুরস্কার তুলে দেন। উপজেলার শ্রেষ্ঠ গাছির প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন স্বরুপদাহ ইউনিয়নের সাঞ্চডাঙ্গা গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক। উপজেলা প্রশাসনের তাকে দিয়েছেন ১০ হাজার টাকার চেক প্রদান করেন। দ্বিতীয় হয়েছেন পাতিবিলা ইউনিয়নের আবুল গাজি তিনি পেয়েছেন ৭ হাজার টাকার চেক। ৩য় পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা করে পেয়েছেন সুখপুকুরিয়া ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের মিজানুর রহমান । এছাড়া উপজেলার ১১ টি ইউনিয়ন থেকে মেলায় অংশগ্রহনকারি সকল গাছিদের বিশেষ পুরস্কার দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। এর আগে ১৫ জানুয়ারি মেলার উদ্বোধন করেন যশোরের জেলা প্রশাসক আবারাউল হাসান। তিনদিনব্যাপী মেলার দর্শানার্থীদের আকর্ষণের জন্য নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মেলায় অংশ নেওয়া বিক্রেতারা জানান, এবারের মেলায় বেশ ভালো সাড়া পেয়েছেন তারা।

আশাশুনিতে গলদা ক্লাস্টারের ২৫ চাষীর অভাবনীয় সাফল্য

আশাশুনি, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : আশাশুনি উপজেলার বড়দল ইউনিয়নে ২৫ জন মৎস্য চাষী গলদা চিংড়ী ও সবজি চাষ করে ১৫ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা মুনাফা করতে সক্ষম হয়েছেন। সরকারি সহায়তা ও মৎস্য বিভাগের পরামর্শ মেনে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছেন মৎস্য চাষীরা। তারা ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা আরো জোরদার করতে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন। আশাশুনি সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ প্রজেক্ট এর আওতায় আশাশুনিতে গলদা ক্লাস্টার গঠন করে নতুন আঙিকে গলদা চাষের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। এরই আওতায় বড়দল ইউনিয়নের বাইনতলা গলদা ক্লাস্টার গঠন করা হয়। নিমাই চাঁদ বিশ্বাসকে সভাপতি করে ক্লাস্টারের ২৫ জন সদস্যকে নিয়ে কার্যক্রম গ্রহন করা হয়। ৮৩৬ শতাংশ জমিতে ২৫টি পুকুর তৈরি করে ২৫ জনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০২৪ সালের ২৪ মার্চ থেকে ক্লাস্টারের কাজ শুরু করা হয়। সদস্যরা নিজের অর্থে পুকুর তৈরি ও নেট, বাঁশের চটা ব্যবহার করে মাছ চাষের উপযোগি পরিবেশ সৃষ্টি করেন। এতে ২৫টি পুকুর তৈরিতে ১২ লক্ষ টাকা ও নেট, বাঁশের চটা লাগাতে ৩ লক্ষ টাকা খরচ হয়। পুকুর মাছ চাষের উপযোগি করে গড়ে তুলতে প্রকল্পের মাধ্যমে চিংড়ী খাদ্য, চুন, ব্রিচিং পাউডার, প্রিবায়োটিক, প্রোবায়োটিক, মিনারেল, পিএল, সার্ভিস প্রোবাইটার, মাটি পানির কিটসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়। সবকিছু ক্লাস্টার সদস্যদের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। ২৫টি পুকুরে মোট ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৪৮০ পিচ পিএল ছাড়া হয়। ক্লাস্টারের সদস্যরা মৎস্য বিভাগের পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ পেয়ে মনোযোগ সহকারে মাছ চাষে নিয়োজিত হন। এত টাকা ব্যয় করে তারা লাভবান হতে পারবে কিনা এনিয়ে তাদের মনে নানা প্রশ্ন ও সংশয় থাকলেও কাজে গাফিলতি ছিলনা। মৎস্য দপ্তরের পরামর্শ, সাহস ও সহযোগিতা তাদেরকে উজ্জীবিত করে রেখেছিল। আন্তরিক প্রচেষ্টা ও মনোবল এক করে তারা মাছের পরিচর্চা কর থাকেন। এবং ১০ মাসের চেষ্টার ফল পেতে জানুয়াব্রি২৫ এর শুরু থেকে মাছ ধরা শুরু করেন। এ পর্যন্ত ২৫ টি পুকুরের মধ্যে ১৭ টির মাছ ধরেছেন। এখনো কিছু মাছ ধরতে বাকী থাকলেও মাছ বিক্রী করে টাকা পেয়েছেন ১০ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। বাকী মাছ ধরার পর আরও ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পাবেন বলে তারা জানান। এছাড়া মাছ ধরতে বাকী থাকা ৮টি পুকুরের মাছ বিক্রী হতে পারে ৭ লক্ষাধিক টাকা। অর্থাৎ মাছ বিক্রী করে তাদের মোট আয় হবে ২১ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা।

সাইকেলে করে সড়কে ঘুরে ঘুরে সবজি বিক্রি করে কামাল মিয়া। বিভিন্ন সবজির পাশাপাশি বিক্রি করছেন মিষ্টি কুমড়ার ফুল। প্রতি আঁটি ফুল বিক্রি করছেন ২০ টাকা দরে। নজরুল এভিনিউ, কুমিল্লা।

সোনারগাঁয়ে মাসব্যাপী লোক ও কারুশিল্প মেলা উদ্বোধন

সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : সোনারগাঁয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন চত্তরে মাসব্যাপী লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব মেলা শুরু হচ্ছে হচ্ছে আজ। মেলার উদ্বোধন উপলক্ষে ফাউন্ডেশন চত্তরকে বর্ণিল সাজে সাজানো হয়েছে। ফাউন্ডেশনের ময়ুরপঙ্খি কারুমঞ্চে আজ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী প্রধান অতিথি হিসেবে মেলার উদ্বোধন করবেন। প্রায় কোটি টাকার বিশাল বাজেটের কোন প্রকার নতুনত্ব ছাড়াই গতানুগতিক পুরানো সব আচার অনুষ্ঠান (ইভেন্ট) দিয়েই সোনারগাঁয়ে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন চত্তরে শুরু হচ্ছে মাসব্যাপী লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব। ১৯৯২ সাল থেকে শুরু হওয়া মাসব্যাপী এই মেলার আয়োজন একই ঘরনার গতাগতিক হয়ে যাচ্ছে বলে অনেকেই মনে করছেন। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন চত্তর ঘুরে দেখা গেছে, মেলা উপলক্ষে ফাউন্ডেশন চত্তরকে বর্ণিল সাজে সাজানো হয়েছে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন সূত্রে জানা গেছে, মেলায় বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী প্রদর্শনের জন্য প্রায় ১'শটি স্টল বরাদ্ধ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে কর্মরত কারুশিল্পীদের জন্য ৩২ টি বিশেষ স্টল বরাদ্ধ রয়েছে। ১৯৯২ সাল থেকে শুরু হওয়া মাসব্যাপী এই মেলায় প্রতি বছর আবহমান গ্রামবাংলার গ্রামীণ খেলাধুলা, বিবাহের কনে দেখা, নববধূর গায়ে হলুদ, বর যাত্রা, জামাইকে পিঠা খাওয়ানো সহ লালিত ঐতিহ্য, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, আচার-আচরণ ও অসংখ্য বিলীয়মান হস্ড় কার্শিল্প প্রদর্শনী ও বিক্রির ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও লোকজমঞ্চে প্রতিদিন জারি, সারি, বাউলগান, কবিগান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মাইজভা ারি, লালন সংগীত, হাসনরাজা, মুর্শিদী, পালাগান, গায়ে হলুদের গান, বান্দরবান, বিরিশিরি, কমলগঞ্জের মণিপুরি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। কর্মরত কারুশিল্পীদের জন্য বিশেষ স্টলে সোনারগাঁয়ের আব্দুল আউয়াল মোল্লার কাঠের দারুশিল্প, সোনারগাঁয়ের নকশিকাঁথা শিল্পী হোসনে আরার সুইসুতা শিল্প, মাগুরা ও নওগাঁর শোলাশিল্প, চট্টগ্রামের তালপাখা ও নকশিপাখা, রাজশাহীর শখের হাঁড়ি, সিলেট ও মুন্সিগঞ্জের শীতলপাটি, বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী কার্পণ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকবে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান সুবর্ণগ্রাম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়াম্যান কবি শাহেদ কায়েস বলেন, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিবছর মাসব্যাপী যে লোকজ মেলার আয়োজন করে আসছে সেটি একই ঘরনার হয়ে যাচ্ছে, তাতে কোন ধরনের নতুন বৈচিত্র নেই। আমার মনে হয় এখানে কিছু বৈচিত্র আনা উচিত। ফাউন্ডেশনের এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা উচিত। এটা হতে পারে থিম ভিত্তিক। ফাউন্ডেশন লোক ও কারুশিল্পের উন্নয়নে যে কাজ করছে, লোক শিল্পীদের এখানে নিয়ে আসছেন, মাসব্যাপী এরা থাকছেন, কাজ গুলো তারা করছেন, এটা অবশ্যই একধরনের সাপোর্ট। কিন্তু পাশাপাশি থিম ভিত্তিক পার্টিকুলার কোন একটা শিল্পকে যেমন, এটা সখের হাড়ি বা সোনারগাঁয়ের হোসনে আরার নকশিকাঁথা যেটাই হোক। একেক বছর একেক শিল্পকে হাইলাইট করা উচিত। এটাকে থিম হিসেবে নিয়ে নেয়া এবং তার উন্নয়নের জন্য নানা ভাবে প্রচার-প্রচারনা চালানো উচিত। মেলায় এভাবে থিম ভিত্তিক কিছু বৈচিত্র কিংবা অন্য যে কোন বিষয়ে বৈচিত্র আনা উচিত। সোনারগাঁও সাহিত্য নিকেতনের সভাপতি আসমা আখতারি বলেন, নতুনত্ব কিছুই নাই। আগের চেয়ে অনেক কিছু বাদ পরেছে। বাস্তব ভিত্তিক অনুষ্ঠান নেই। ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী এই মেলাটি গতানুগতিক হয়ে যাচ্ছে।

দৌলতখানে কোকো স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট

দৌলতখান, ভোলা প্রতিনিধি : ভোলার দৌলতখানে সানরাইজ স্পোর্টিং ক্লাবের আয়োজনে আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি ফুটবল টুর্ণামেন্ট ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে দৌলতখান আমির জাং গজনবী স্টেডিয়ামে ফুটবল টুর্ণামেন্ট এ ফাইনাল খেলা দেখতে হাজার হাজার দর্শকের উপচে ভরা ছিল। ফাইনালে উভয় দলের দুর্দান্ত ও দর্শকের নয়ন জুড়ানো খেলায় ০-১ গোলে চরখলিফা লিড সোলজার্সকে পরাজিত করে সৈয়দপুর কিংস রাইডার্স চ্যাম্পিয়ন হয়। অনুষ্ঠিত খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ভোলা-২ আসনের সাবেক এমপি আলহাজ্ব হাফিজ ইব্রাহিম, বিশেষ অতিথি ছিলেন, দৈনিক খবর পত্রের প্রধান সম্পাদক মাফরুজা সুলতানা ও ব্যারিস্টার মারুফ ইব্রাহিম আকাশ। এসময় হাফিজ ইব্রাহিম বলেন, এ ধরনের ফুটবল খেলার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রিয় ক্রীড়া সংগঠক মরহুম আরাফাত রহমান কোকোকে স্মরণ করতে পারি। তিনি আমাদের ক্রীড়া জগতের এক অনন্য নক্ষত্র। প্রধান অতিথি বিজয়ী দলকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি এবং পুরস্কার তুলে দেন। এ সময় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল মান্নান মিয়া, সিনিয়র সহসভাপতি ফারুক হোসেন তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সাজু সহ বিএনপির নেতৃবৃন্দ উপজেলা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নেতৃবৃন্দ।

দেবহাটায় পুলিশের অভিযানে ফেন্সিডিলসহ আটক ২

দেবহাটা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : দেবহাটা থানা পুলিশের অভিযানে ২৫ (পঁচিশ) বোতল মাদকদ্রব্য ফেনসিডিলসহ ১ জন মাদক ব্যবসায়ী ও ৩ মাসের সাজাপ্রাপ্ত সিআর পরোয়ানাভূক্ত অপর ১ জন আসামীসহ সর্বমোট ০২ জন গ্রেফতার গ্রেফতার হয়েছে। ফেন্সিডিল আটকের ঘটনায় দেবহাটা থানার এসআই রিয়াজুল ইসলাম বাদী হয়ে আটককৃত ১জন ও ১ জনকে পলাতক আসামী করে দেবহাটা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। মামলা নং-৬, তাং- ১৭-০১-২৫ ইং। পুলিশ জানায়, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলামের দিক নির্দেশনায় ও দেবহাটা থানার অফিসার ইনচার্জ হযরত আলীর নেতৃত্বে এসআই লেলিন বিশ্বাস, এসআই রিয়াজুল ইসলাম ও এএসআই লিয়াকত আলী সংগীয় অফিসার ও ফোর্সসহ ইং-১৬/১২/২০২৪ তারিখ রাত অনুমান ১১টার দিকে দেবহাটা পারুলিয়া ইউপির পলগাদা গ্রাম এলাকায় অভিযান পরিচালনা করাকালে আসামী ইনামুল হোসেন, পিতা- আঃ গফুর মোড়ল, সাং- শ্রী-রামপুর, থানা ও জেলা- সাতক্ষীরাকে ২৫ বোতল মাদকদ্রব্য ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করেন। এছাড়া অপর অভিযান পরিচালনাকালে একই তারিখে রাত সাড়ে ১০ টার দিকে সিআর ০৩ মাসের সাজা পরোয়ানাভূক্ত আসামী আবু সাঈদ (৩২), পিতা- কাছেদ, সাং- ঘলঘলিয়া, থানা-দেবহাটা, জেলা- সাতক্ষীরাকে গ্রেফতার করেন। উক্ত আসামীদ্বয়কে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ্দ করা হয়েছে।

কীর্তনখোলা নদীতে নবজাতক শিশুকে ফেলে দিলেন মা

বরিশাল প্রতিবেদক : মাত্র পাঁচ দিন বয়সের এক নবজাতক শিশুকে নগরীর দপদপিয়া সেতুর ওপর থেকে কীর্তনখোলা নদীতে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্কুল শিক্ষক মায়ের বিরুদ্ধে। বিষয়টি গোপন থাকলেও লোকমুখে জানাজানি হওয়ার পর পুরো নগরীজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে শারীরিক অসুস্থতা ও বিষন্নতার কথা বলে অভিযুক্ত মা ঐশি আক্তারকে শেবাচিম হাসপাতালে ভর্তি করেছেন তার স্বজনরা। যদিও ভর্তি রেজিস্ট্রারে রহস্যজনক কারণে তার নাম রাবেয়া লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। খবর পেয়ে কোতোয়ালি মডেল থানা পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে ওই নারী ও তার স্বজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। জানা গেছে, নবজাতকের মা ঐশি আক্তারের বাড়ি ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার মগড় ইউনিয়নের আমিরাবাদ গ্রামে। তিনি একই উপজেলার তৌকাঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক। ঐশি আক্তারের স্বামী সোহেল আহমেদ পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া ফায়ার স্টেশনের স্টেশন অফিসার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। গতকাল নবজাতকের বাবা সোহেল আহমেদ জানান, শেবাচিম হাসপাতালে আমার স্ত্রীর গর্ভে একটি মেয়ে সন্তানের জন্ম হয়। এর দুইদিন পর স্ত্রী ও সন্তানকে নগরীর বাংলাবাজার এলাকায় স্ত্রীর বড় বোনের বাসায় রেখে আসি। সেখান থেকে গত বুধবার দুপুরে সন্তানকে নিয়ে আমার স্ত্রী বের হন। এরপর সে ইজিবাইকযোগে দপদপিয়া সেতুতে গিয়ে সন্তানকে কীর্তনখোলা নদীতে ফেলে দেয়। এ ঘটনার পর থেকে আমার সন্তানের হদিস মিলছে না। এ ঘটনায় আমি আমার স্ত্রী ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিবো। ঐশি আক্তারের ভাই মো. মাসুদ জানান, তার বোন শারীরিক অসুস্থতা ও বিষন্নতায় ভুগেছেন। এজন্য তাকে গত বুধব-ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে নবজাতক শিশুটি কোথায় আছে, এ প্রশ্নের জবাবে তার বোন কিছুই বলতে পারছেন না। হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন নাম ব্যবহারের কারণ জানতে চাইলে মাসুদ বলেন, আমার বোনের নাম রাবেয়া আক্তার ঐশি। তাই রাবেয়া লেখা হয়েছে। কোতয়ালি মডেল থানার ওসি মো. মিজানুর রহমান বলেন, লোকমুখে খবর পেয়ে ইতোমধ্যে থানা পুলিশ হাসপাতাল পরিদর্শন করেছে। এ বিষয়ে তদন্তের কাজ অব্যাহত রয়েছে। তবে ওই নবজাতকের মা অসুস্থ থাকায় তার কাছে থেকে পরিস্কারভাবে কিছুই জানা যাচ্ছেনা।

দিঘলিয়ার সবজি চাষে সাফল্য কৃষক

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : শীতকালীন সবজি চাষ করে মাসে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা আয় করছেন দিঘলিয়ার সুগন্ধী গ্রামের বাসিন্দা মোঃ ইদ্রিস আলী। সুগন্ধী নির্মাণাধীন টেকনিক্যাল স্কুল এ্যান্ড কলেজের সামনে ১ বিঘা জমিতে বিভিন্ন সবজি চাষ করেছেন তিনি। তাঁর এই সবজি চাষ দেখে পার্শ্ববর্তী এলাকার বেকার যুবকেরা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছেন সবজি চাষে। মোঃ ইদ্রিস আলী দিঘলিয়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি নিজ বাড়িতে থেকেই এখানেই চাষাবাদ করছেন। ১ বিঘা জমিতে কলমি, লালশাক, মূলা, পালং শাক, সবুজ শাক, ধনে পাতাসহ বিভিন্ন সবজির চাষ করেছেন। মোঃ ইদ্রিস আলী এ প্রতিবেদককে বলেন, দিঘলিয়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের সুগন্ধী-উপজেলা রাস্তার পাশে নির্মাণাধীন সুগন্ধী টেকনিক্যাল স্কুল এ্যান্ড কলেজের সামনে সড়কের পূর্ব পাশে ১ বিঘা জমি রয়েছে। ওই জমিতে লালশাক, পালং শাক, সবুজ শাক, কলমি শাক, মূলা, ধনিয়া শাকসহ বিভিন্ন শীতকালীন সবজি চাষ করেছি। এ বছর লাল শাক, কলমি শাক ও ধনিয়া পাতা দিয়ে বিক্রয় যাত্রা শুরু করেছি। এ ছাড়া প্রচুর লাল শাক ও পালং শাক হয়েছে। এ শাক এখনও একটু ছোট রয়েছে। ইদ্রিস আলী আরও বলেন, ২০০১ সাল থেকে আমি এ জমিতে সবজি চাষ শুরু করি। রাস্তার পার্শ্বে জমি থাকায় সবজি চাষের পরিকল্পনা শুরু করি। ধীরে ধীরে সবজি খেতের পরিমাণ বাড়াতে থাকি। প্রতিদিন সবজি খেত পরিচর্যা করতে হচ্ছে। কাজের চাপ বাড়লে দৈনিক মজুরিতে লোক নেওয়া হয়। সবজি বিক্রি করে উৎপাদন ও পরিবহন খরচ বাদ দিয়ে ভালোভাবেই সংসার চলছে। জমি চাষ, বীজ ক্রয় ও বপনসহ সেচ খরচ বাবদ ১৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বীজ ও কীটনাশক বাকীতে আনা। যা উৎপাদিত সবজি বিক্রি করে আস্তে আস্তে কিস্তিতে পরিশোধ করা লাগবে।খেতে উৎপাদিত শাক সবজি পার্শ্ববর্তী দৌলতপুর, পথেরবাজার, নগরঘাট, উপজেলা মোড়, সেনহাটি বাজারসহ বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করেন। সবজির ফলন ভালো হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের চাহিদা পূরণ হচ্ছে। কিছু কিছু সবজি পাইকারি বিক্রি করা হচ্ছে এবং আগামীতে বিক্রি হবে। সবজিতে কোনো সমস্যা দেখা দিলে প্রতিরোধে ঔষুধ স্প্রে করা হয়ে থাকে।

ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা কামাল হোসেনকে ফোন দিলে তিনি খেতে এসে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। সুগন্ধী গ্রামের সামনের দিকেও অন্যান্য কৃষকেরা সবজি চাষ করে থাকে। বরৃতমানে সবজির বাজার নিম্নমুখী হওয়ায় কৃষকদের লোকসান হচ্ছে। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ কামাল হোসেন বলেন, এ বছর শেষ সময় এসে প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে দিঘলিয়া জনপদের সকল প্রকার কৃষকদের পাশাপাশি সবজি চাষিরা ব্যাপক ক্ষতির সন্মুখিন হয়েছেন। যা পূরণ হওয়ার নয়। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ কিশোর আহমেদ এ প্রতিবেদককে জানান, সফল সবজি চাষি ইদ্রস আলীকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সুগন্ধী গ্রামের কৃষকদের মাঝে সমিতিও আছে। এ অঞ্চলে একসঙ্গে প্রচুর সবজি উৎপাদন হওয়া ও বাজারে আসার কারণে সবজি বাজারে সবজির মূল্য নিম্নমুখী হয়েছে। সবজির বাজারে সবজির টান হলেই সবজির বাজার কৃষকদের সহনশীল পর্যায়ে আসবে।

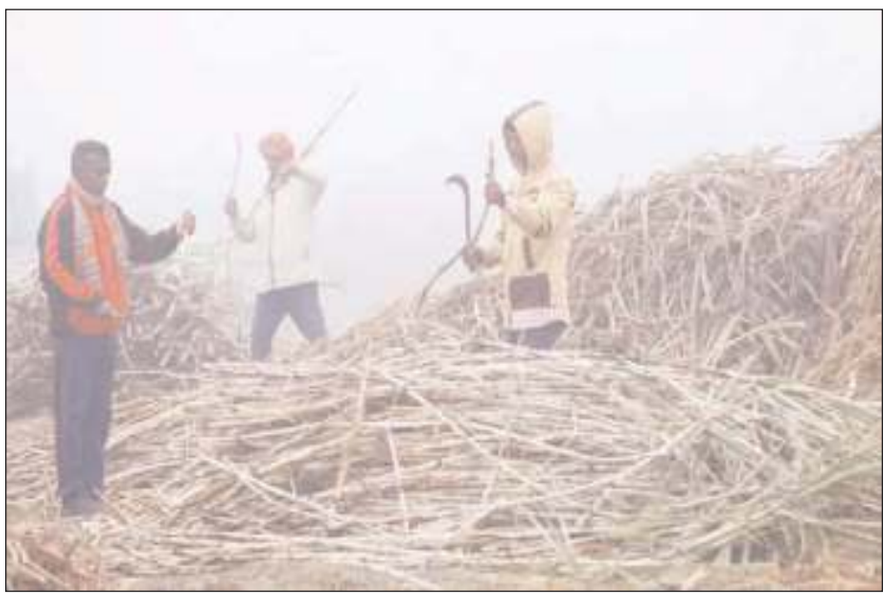

শীতের সকালে ঘন কুয়াশার মধ্যে খেতে গিয়ে আখ কাটছেন কৃষকেরা। এসব আখ চিনিকলে পাঠানো হবে। সদর উপজেলা, জয়পুরহাট।

হিলিতে সরিষা ফুলের মধু সংগ্রহে ব্যস্ত মৌয়ালরা

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের সীমান্তবর্তী হাকিমপুর হিলিতে সরিষার ক্ষেত থেকে মধু সংগ্রহে ব্যস্ত সময় পার করছেন মৌচাষিরা। উপজেলার বিভিন্ন সরিষা ক্ষেতের পাশে মৌমাছির বাক্স বসিয়ে মধু সংগ্রহ করছেন তারা। মৌচাষিরা জানান, সরিষা ফুল থেকে মধু সংগ্রহে আর্থিকভাবে তারা যেমন লাভবান হচ্ছেন, তেমনি বেকারত্বও দূর হচ্ছে। অন্য দিকে উপজেলা কৃষি অফিস বলছেন মৌচাষিরা মধু বিক্রি করে যেমন আয় করছেন, অন্যদিকে ক্ষেতে মধু চাষ করায় সরিষার ফলনও বাড়ছে। গতকাল শুক্রবার সকালে হিলির বিভিন্ন মাঠে আগত মৌয়ালদের সাথে কথা বললে তারা জানান, সরিষা ক্ষেতের পাশে খোলা জায়গায় চাক ভরা বাক্স ফেলে রাখেন। একেকটি বাক্সে মোম দিয়ে তৈরি ছয় থেকে সাতটি মৌচাকের ফ্রেম রাখা হয়। বাক্সের ভেতর রাখা হয় একটি রানি মৌমাছি। রানি মৌমাছি থাকায় অন্য মৌমাছিরা আসতে থাকে ওই বাক্সে। প্রতিদিন সকাল ৮ টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মৌচাষিরা এসব মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করেন। এতে তারা একদিকে যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন, অন্যদিকে তাদের দূর হচ্ছে বেকারত্ব। এসব মধু স্থানীয়ভাবে ও বোতল জাত করে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করছেন মৌচাষিরা। হাকিমপুর হিলি পৌর শহর থেকে হিলি-বগুড়া মেইন রোডে মাত্র এক কি: মি: দূরে বড় ডাঙ্গাপাড়া ও জালালপুর গ্রামের মাঝে সড়কের পাশে সরিষা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করতে শ্যামনগর সাতক্ষীরা থেকে এসেছেন মোঃ আনোয়ার হোসেন। তিনি সরিষা ফুল থেকে মধু আহরণের পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন, মধু সংগ্রহের জন্য স্টিল ও কাঠ দিয়ে বিশেষভাবে বাক্স তৈরি করা হয়। বাক্সে উপরের অংশটা কালো রঙের পলিথিন ও চট দিয়ে মোড়ানো থাকে। ভেতরে কাঠের তৈরি ৭টি ফ্রেমের সঙ্গে মোম দিয়ে বানানো বিশেষ কায়দায় এক ধরনের সিট লাগানো থাকে। বাক্স গুলো সরিষা ক্ষেতের পাশে সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়। ভেতরে দেওয়া হয় রানি মৌমাছি। যাকে ঘিরে আনাগোনা করে হাজারো পুরুষ মৌমাছির দল। রানি মৌমাছির আকর্ষণে সরিষা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে পুরুষ মৌমাছিরা। একটি রানি মৌমাছির বিপরীতে প্রায় ১ থেকে দেড় হাজারের মতো পুরুষ মৌমাছি থাকে একেকটি বাক্সে। কয়েক দিন পরে বাক্স খুলে সিট গুলো মেসিনে দিয়ে তারপর মধু বোতল জাত করা হচ্ছে। প্রতি কেজি মধু ৪০০ টাকা দরে স্থানীয় ভাবে বিক্রি করছি। হিলি খাটাউচনা রাস্তার ছোট ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের মাঠে সাতক্ষীরা থেকে আগত মৌয়াল সোহাগ সরকার বলেন, আমরা সরিষা ক্ষেত থেকে বছরে চার মাস মধু সংগ্রহ করে থাকি। বাকি আট মাস কৃত্রিম পদ্ধতিতে চিনি খাইয়ে মৌমাছিদের পুষিয়ে রাখতে হয়। ডিসেম্বর মাস থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সরিষা ক্ষেত থেকে মধু সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়। তিনি আরও বলেন, প্রতিদিন ৭ থেকে ৮ কেজি মধু পাওয়া যায়। আমি এই মাঠে ১০টি বাক্স ফেলে রেখেছি। প্রতি কেজি মধু বিক্রি করছি ৪০০ টাকা দরে। সরিষার ক্ষেত থেকে সংগ্রহ করা মধু কিনতে আসা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শ্যামল উড়াও জানান, আমাদের পৌর শহরে সরিষার ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করছেন মৌয়ালরা। খবর পেয়ে খাঁটি মধু নিতে সরাসরি মাঠে এসেছি। এসে বাড়ির জন্য আমি ৬০০ টাকা দেড় কেজি মধু নিয়েছি। আসল মধুর যে একটা স্বাদ আছে সেটা সরিষা ফুল থেকে সংগ্রহ করা মধুতে পেলাম এবং মৌয়ালদের সরিষার হলুদ ফুল থেকে মধু সংগ্রহ পদ্ধতিটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। ঘোড়াঘাট থানার মোটরসাইকেল আরোহী সাইদুল ইসলাম জানান, আমি ব্যক্তিগত কাজে ঘোড়াঘাট থেকে মোটরসাইকেল যোগে হিলি শহরে যাচ্ছিলাম হাঠাৎ রাস্তার পাশে সরিষার হলুদ ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করছেন মৌয়ালরা। দেখতে পেয়ে নেমে আসলাম। তাদের মধু সংগ্রহ বিষয়টি নিজ চোখে দেখলাম। মধু খেয়ে দেখলাম আসলেই অরিজিনাল মধুর যে স্বাদ তা এই মধুতে আছে, তাই ৪০০ টাকা দিয়ে এক কেজি কিনে নিলাম।

চিরিরবন্দরে সরকারি বিদ্যালয়ে বই পায়নি অনেক শিক্ষার্থী

**চিরিরবন্

এনদ্রিকের পায়ের জাদুতে কোয়ার্টারে মাদ্রিদ

স্পোর্টর্স ডেস্ক : সর্বশেষ গোল করেছিলেন ২০২৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর। এরপর আর প্রতিপক্ষের জাল খুঁজে বের করতে পারেননি। অবশেষে গোলখরা কাটলো এনদ্রিকের। গত বৃহস্পতিবার রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে জোড়া গোল করেছেন ব্রাজিলিয়ান কিশোর। এতে বড় জয় পেয়েছে রিয়ালও। কোপা দেল রে-তে সেল্টা ভিগোকে ৫-২ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে চলে গেছে লস ব্লাঙ্কসরা। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে প্রথমার্ধে স্বাগতিক রিয়ালকে প্রথমে লিড এনে দেন কিলিয়ান এমবাপে। ৩৭ মিনিটে দুরন্ত গতির কোণাকুণি শটে সেল্টা ভিগোর জাল কাঁপান তিনি। ৪৮ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ভিনিসিয়ুস। ২-০ তে এগিয়ে যাওয়ার পর বেঞ্চে থাকা তারকাদের পরখ করে দেখার উদ্যোগ নেন রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। ৭৯ মিনিটে এমবাপেকে তুলে নিয়ে নামান এনদ্রিককে। তার আগে ব্রাহিম দিয়াজের বদলি আর্দা গুলার ও লুকা মদ্রিচের বদলি ফেডেরিকো ভালভার্দেকে নামান আনচেলত্তি। রিয়ালের রদবদলের মধ্যেই ঘুরে দাঁড়ায় ভিগো। ৮ মিনিটের মধ্যে দুই গোল করে সমতায় (২-২) ফেরে তারা। ৮৩ মিনিটে গোল করেন জোনাথন বাম্বা। ৯১ মিনিটে মাসকস অ্যালেনসোর পেনাল্টি গোলে ম্যাচে ফেরে ভিগো। এরপরই আনচেলত্তিকে দুয়ো দিতে শুরু করেন রিয়ালের সমর্থকরা। বিজয়ী দল বের করে আনতে অতিরিক্ত ৩০ মিনিট সময় দেন রেফারি। এ সময় রিয়ালের আক্রমণের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তোলে ভিগো। অবশেষে অচলাস্থা ভাঙেন এনদ্রিক। ১০৮ মিনিটে গোলবক্সের লাইনের কাছ থেকে দুর্দান্ত এক শটে গোল করেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। রিয়াল ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ায় শুরু হয় স্বাগতিক দলের সমর্থকদের উচ্ছ্বাস। ৪ মিনিট পরই দুর্দান্ত এক গোল করেন ফেডেরিকো ভালভার্দে। ১১২ মিনিটে দূরপাল্লার রকেট শটে গোলবারের ওপরের কোণা দিয়ে বল জালে জমা করেন উরুগুয়ের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ও রাইট উইঙ্গার। এতে ৪-২ ব্যবধানে এগিয়ে যায় রিয়াল। স্বাগতিকদের হয়ে সর্বশেষ গোলটি করেন এনদ্রিক। যা তার দ্বিতীয় গোল।

বিসিবির দায়িত্বে আসা নিয়ে মুখ খুললেন তামিম

স্পোর্টর্স ডেস্ক : কয়েকদিন আগেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন তামিম ইকবাল। আগে থেকে গুঞ্জন ছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) বড় কোনো পদে দেখা যাবে এই ওপেনারকে। ক্রিকেট থেকে অবসর নেয়ার পরে এই গুঞ্জন হয়েছে আরো জোড়ালো। এ নিয়ে তামিমের ভাষ্য কি? জানালেন নিজেই। বিপিএলে গত বৃহস্পতিবার ঢাকা ক্যাপিটালসের মুখোমুখি হয়েছিলো তামিমের ফরচুন বরিশাল। তার ব্যাট থেকে আসে ৪৮ বলে ৬১ রানের ইনিংসে জয় পায় বরিশাল। তারপর সংবাদস ম্মেলনে এসে নিজের ভবিষ্যতের কথা জানিয়ে তামিম বলেন, ''আমি চেষ্টা করব যতদিন... এখন তো রিটায়ার্ড, তাই লিজেন্ডস লিগের জন্যও কোয়ালিফাই করব। ওসব খেলব। যদি প্রিমিয়ার লিগটা হয় সময়মতো, ওটা খেলব। যদি ফিট থাকি, যতদূর পারি খেলতে থাকব। আমার ফোকাসটা খেলা নিয়েই।'' জয় পেয়েও তামিমের কণ্ঠে শোনা গেলো আক্ষেপ। তার মতে রান রেট বাড়ানোর জন্য বরিশালের আরো দ্রুত ম্যাচটা শেষ করা উচিৎ ছিলো। ''মাঝে আরেকটু দ্রুত খেলা দরকার ছিল আমাদের। ১৪ ওভারের মধ্যে যদি শেষ করতে পারতাম... আমাদের হাতে উইকেট ছিল। আমার মনে হয়, এই একটি ট্রিক আমরা মিস করেছি।'' এছাড়া এবারের বিপিএল ভালো হচ্ছে জানিয়ে তামিম আরো বলেন, ''আপনারা যদি দেখেন, বিপিএল এবার ভালো হচ্ছে। ঢাকা ও সিলেটে রান হয়েছে। দর্শক হয়েছে। সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটা, টি-টোয়েন্টির জন্য এমন উইকেটই আসলে প্রয়োজন।''

এমবাপ্পের সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণ জানালেন নেইমার

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২১ সালে বার্সেলোনা থেকে প্যারিস সেইন্ট জার্মেইতে (পিএসজি) পাড়ি জামিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। এরপরই প্রকাশ্যে আসে নেইমার ও এমবাপ্পের দ্বন্দ্বের বিষয়টি। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে শেষ পর্যন্ত পিএসজি ছাড়তে বাধ্যই হয়েছিলেন নেইমার। ২০২৩ সালে পিএসজি ছেড়ে সৌদি আরবের ক্লাব আল-হিলালে যোগ দেন এই ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার। ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোমারিওর একটি পডকাস্টে কথা বলার সময় এমবাপ্পের সঙ্গে দ্বন্দ্বের বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি জানিয়েছেন মেসির ভালো সম্পর্কের কারণে 'ঈর্ষান্বিত' হয়ে পড়েছিলেন এমবাপে! নেইমার বলেন, তার সঙ্গে আমার কিছু সমস্যা হয়েছিল, আমরা একটু ঝগড়াও করেছি। তবে সেটা শুরুতে। যখন সে যোগ দেয়, তখন সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমি সবসময় তাকে বলতাম, তার সঙ্গে মজা করতাম যে, সে একদিন সেরাদের একজন হবে। আমি সবসময় তাকে সাহায্য করতাম, তার সঙ্গে কথা বলতাম। 'সে আমার বাড়িতে আসত, আমরা একসঙ্গে ডিনারও করতাম। আমরা কয়েক বছর ভালো সময় কাটিয়েছি, কিন্তু এরপর, মেসি আসার পর, আমি মনে করি সে একটু ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিল সে আমাকে কারও সঙ্গে ভাগাভাগি করতে চাইত না এবং এরপর থেকেই ঝগড়া শুরু হয়, তার আচরণে পরিবর্তন আসে।' মেসির সঙ্গে নেইমারের সম্পর্ক কতটা গভীর তা সবারই জানা। বার্সেলোনায় ২০১৩ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত একত্রে নানা সফল সময় পার করেছেন মেসি-নেইমার। ভালো বন্ধুও তারা। তবে পিএসজিতে মেসি যোগ দেওয়ায় সেরা সাফল্যের আশায় ছিল ফরাসি ক্লাবটি। কিন্তু সফল হতে পারেননি নেইমার, এমবাপ্পে ও মেসি। যার জন্য সমন্বয়ের অভাবকে দায়ী করেছেন নেইমার। তিনি বলেন, তোমাকে বুঝতে হবে, তুমি একা খেলতে পারবে না। তোমাকে অন্যদেরও পাশে রাখতে হবে। 'আমি সেরা, ঠিক আছে', কিন্তু তোমাকে কে বল দেবে? তোমার পাশে ভালো খেলোয়াড় থাকতে হবে, যারা বল

দিতে পারবে। এটা সবার ইগোর বিষয় ছিল...তাই এটা সফল হতে পারেনি। আজকের দিনে, কেউ যদি না দৌড়ায়, কেউ যদি একে অপরকে সাহায্য না করে, তাহলে জয় অসম্ভব। নেইমার ও মেসির পিএসজি ছেড়েছেন এমবাপ্পেও। স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদে নাম লিখিয়েছেন তিনি।

১২ মিনিটে হ্যাটট্রিক করে ইউনাইটেডকে জেতালেন দিয়ালো

স্পোর্টস ডেস্ক : কয়েক দিন আগেই আমাদ দিয়ালোর সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। কোত দি ভোয়ার এই ফুটবলারকে রেখে দিয়ে যে কোনো ভুল করেনি তার প্রমাণ ইতোমধ্যে পেয়েছে। সাউথ্যাম্পটনের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে হারের দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরিয়ে এনেছেন দিয়ালো। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে সাউথ্যাম্পটনের বিপক্ষে ৩-১ গোলে জিতেছে ইউনাইটেড। আত্মঘাতী গোলে প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়েছিল তারা। এরপর শেষ দিকে ১২ মিনিটে তিন গোল করে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে উচ্ছ্বাসে ভাসান দুয়ম। এদিন ২০তম মিনিটে এগিয়ে যাওয়ার নিশ্চিত সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি। রাসমুস হয়লুনের পাস বক্সে দারুণ পজিশনে পেয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেন গার্নাচো। তার ওই মিস দেখে ডাগআউটে মাথায় হাত উঠে যায় আমুরির, হতাশায় পোস্টে লাথি মারেন হয়লুন। সাত মিনিট পর উল্টো এগিয়ে যেতে পারতো সাউথ্যাম্পটন; তবে আন্দ্রে ওনানা ডাবল সেভে তা হতে দেননি। তরুণ মিডফিল্ডার টাইলার

ডিবলিংয়ে শট ঝাঁপিয়ে আটকানোর পর, ফিরতি বলে মাথেউস ফের্নান্দেসের শটও অসাধারণ ক্ষীপ্রতায় রুখে দেন ক্যামেরুনের গোলরক্ষক।দুর্ভাগ্যবশত ৪৩তম মিনিটে আর জাল অক্ষত রাখতে পারেনি স্বাগতিকরা। কর্নার থেকে উড়ে আসা বল গোলমুখে ইউনাইটেডের মিডফিল্ডার মানুয়েল উগার্তের পিঠে লেগে জালে ঢুকায়। এতে ১-০ গোলে পিছিয়ে থেকে বিরতিতে যায় ম্যানইউ। দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নেমে গোল শোধ করতে মরিয়া হয়ে ওঠে স্বাগতিকরা। ভালো কিছু সুযোগও তৈরি করেছিল তারা। কিন্তু আরেকটি হার চোখ রাঙাচ্ছিল। তারপরই দিয়ালোর আবির্ভাব। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার সাত মিনিট আগে সমতা ফেরানো গোলে কিছুটা ভাগ্যের ছোঁয়া ছিল। তবে ৯০তম মিনিটে চমৎকার গোল করেন কোত দি ভোয়ার ফরোয়ার্ড। ক্রিস্টিয়ান এরিকসেনের তৈরি করে দেওয়া বলে জাল কাঁপান তিনি। তারপর ইউনাইটেডের জার্সিতে প্রথমবার হ্যাটট্রিকের দেখা পান দিয়ালো। ম্যানইউর হয়ে ২২ বছর বয়সীর চেয়ে কম বয়সে প্রিমিয়ার লিগে হ্যাটট্রিক করেছেন শুধু ওয়েন রুনি (২১)। তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে লিগে শেষ ১০ মিনিটে হ্যাটট্রিকের কীর্তি গড়েছেন দিয়ালো। শেষ পর্যন্ত ৩-১ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ব্যর্থতায় ভরা মৌসুমে এবারের লিগে মাত্র সপ্তম জয় পেল ইউনাইটেড। সেই সঙ্গে পাঁচ ড্রয়ে ২১ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে ১২ নম্বরে উঠেছে তারা। ৬ পয়েন্ট নিয়ে সবার নিচে সাউথ্যাম্পটন।

হালান্ডের সাথে ১০ বছরের অভূতপূর্ব চুক্তি সিটির!

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ফুটবলের ইতিহাসে এমন দীর্ঘমেয়াদী আগে কখনো হয়েছে কি না, তা খুঁজে বের করা মুশকিল। জানা মতে হয়নি। এবার আরলিং হালান্ডের সঙ্গে অভূতপূর্ব তেমনি এক চুক্তি করেছে ম্যানচেস্টার সিটি। নরওয়েজিয়ান এই তরুণের সঙ্গে সাড়ে ৯ বছরের চুক্তি করেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। বর্তমান চুক্তি অনুসারে ২০২৭ সাল পর্যন্ত সিটিতে থাকার কথা হালান্ডের। কিন্তু পেপ গার্দিওলার দলের নতুন চুক্তিতে ২০৩৪ সাল পর্যন্ত ইতিহাদেই থাকবেন ২৪ বছর বয়সী এ তারকা। যদিও এখন পর্যন্ত নতুন চুক্তির মেয়াদ নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি ম্যানসিটি। তবে নিজস্ব সূত্রের বরাতে ফুটবল-বিষয়ক ওয়েবসাইট 'ইএসপিএন' জানিয়েছে, ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে লোভনীয় চুক্তিটিই হালান্ডের সঙ্গে করেছে সিটি। ম্যানসিটি বর্তমান ডিরেক্টর জিকি বেগরিসটেন বলেন, 'আরলিং নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর করায় ক্লাবের প্রত্যেকেই আনন্দিত। নতুন চুক্তির অর্থ হলো খেলোয়াড় হিসেবে তার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি এবং এই ক্লাবের প্রতি তার ভালোবাসার প্রমাণ। সে এখানে অবিশ্বাস্য প্রভাব ফেলেছে। গোল সংখ্যা এবং রেকর্ড তার নিজের পক্ষে কথা বলে।' নতুন চুক্তির বিষয়ে হালান্ড বলেন, 'নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পেরে আমি আনন্দিত।

দুর্দান্ত ক্লাবে আরও বেশি সময় কাটানোর জন্য উন্মুখ হতে পেরে সত্যিই খুশি। ম্যানচেস্টার সিটি একটি বিশেষ ক্লাব, অসাধারণ সমর্থক, অসাধারণ মানুষে পরিপূর্ণ এবং এটি এমন পরিবেশ যা সবার থেকে সেরাটা বের করে আনতে সাহায্য করে।' ২০২২ সালে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড থেকে ম্যানসিটিতে যোগ দেন হালান্ড। প্রিমিয়ার লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের হয়ে ১১১ ম্যাচে গোল করেছেন ১২৬টি।

আইটি

যেভাবে পরিষ্কার রাখবেন ল্যাপটপ

আইটি ডেস্ক : আপনি জানলে অবাক হবেন টয়লেটের কমোডের চেয়ে বেশি জীবাণু থাকে ল্যাপটপে। যা খালি চোখে দেখা যায় না। ল্যাপটপের কি-বোর্ড ও ডিসপ্লেতে মজে এসব নোংরা। ফলে দ্রুতই নষ্ট হচ্ছে পার্সোনাল এই কম্পিউটার। তাহলে উপায়? উপায় হচ্ছে, নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে। **ল্যাপটপ পরিষ্কার রাখার উপায়,** ল্যাপটপের ধারে কাছে কখনো তরল কিছু রাখবেন না। যেমন- চা, কফি, দুধ, শরবত, লবণ, পানি ইত্যাদি। গরম চা, কফি যাই খান না কেন তা ল্যাপটপ থেকে দূরে রাখুন আর নিতান্তই যদি রাখার প্রয়োজন পড়ে তবে ঢেকে রাখুন যাতে গরম ভাপ ল্যাপটপের কাছে না পৌঁছে। সব সময় ল্যাপটপে অ্যান্টিভাইরাস রাখবেন। মনে রাখবেন, ভাইরাস থেকে আপনার ল্যাপটপ কখনই নিরাপদ না আর তাই ভালো মানের যেকোনো অ্যান্টিভাইরাস যেমন ক্যাস্পারাস্কি, নরটন, আভাইরা ইত্যাদি এ্যান্টিভাইরাস ল্যাপটপে ইনস্টল করে নিন। যখন আপনি ল্যাপটপ বন্ধ করবেন তখন লক্ষ্য রাখবেন যেন কোন ক্ষুদ্র জিনিসও ল্যাপটপের উপর না থাকে। যেমন কলম, পেন্সিল ইত্যাদি। দুই হাত দিয়ে ধরে ঢাকনা দিয়ে ঢাকুন। এক হাত দিয়ে ধরলে ল্যাপটপের ওপর চাপ পড়ে। কখনও ল্যাপটপ সরানোর প্রয়োজন হলে ল্যাপটপের মনিটর ধরে কোনদিন তা উঠাবেন না। এতে মনিটরের ডিসপ্লে নষ্ট হতে পারে। কখনও ল্যাপটপের ওপর খাবার রেখে খাবেন না। এতে খাবারের ছোট দানা আপনার কি-বোর্ডে অনেক

সময় ঢুকে গিয়ে ধীরে ধীরে কি-বোর্ডের বাটন নষ্ট করে দিতে পারে। ল্যাপটপ ব্যবহার করার সময় হাত যেন পরিষ্কার থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। ল্যাপটপ সব সময় একটি সমান্তরাল ও পরিষ্কার জায়গার উপর রেখে কাজ করবেন। মাঝে মাঝে পুরাতন টুথব্রাশ দিয়ে কি-বোর্ড ও অন্যান্য পার্টস পরিষ্কার করুন। কষ্টের টাকায় কেনা ল্যাপটপ যদি খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সত্যি অনেক কষ্ট হয়। কিন্তু উপরোক্ত নিয়ম মেনে চললে ল্যাপটপ ভালো রাখতে পারেন অনেকদিন।

এবার অ্যালেক্সায় যুক্ত হচ্ছে এআই

আইটি ডেস্ক : অ্যালেক্সা অ্যামাজনের ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম। একাকী জীবনে অনেকেরই ভরসা হয়ে উঠেছিল অ্যালেক্সা। কিন্তু এআইয়ের দাপটে কিছুটা স্তিমিত ছিলো। তবে এবার নতুন উদ্যমে তাকে শক্তিশালী করে তুলছে অ্যামাজন। এবার অ্যালেক্সার মস্তিষ্কে যুক্ত হচ্ছে এআই। স্বাভাবিক ভাবেই প্রযুক্তির দুনিয়ায় অ্যালেক্সা নতুন বিপ্লব নিয়ে আসবে বলে মনে করেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা। গত দুবছর ধরেই অ্যালেক্সাকে ঢেলে সাজাতে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে অ্যামাজন। তবে সংস্থার আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স টিমের নেতৃত্বে থাকা রোহিত প্রসাদ গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, এখনও সময় আসেনি। আপাতত আরো নানা প্রযুক্তিগত বাধা পেরতে হবে অ্যালেক্সাকে। তারপরই তাকে উন্মুক্ত করা হবে। **যেসব বাধা এখন অ্যালেক্সার চ্যালেঞ্জ,** এর মধ্যে রয়েছে হ্যালুসিনেশন অর্থাৎ নকল জবাব। এছাড়াও সাড়া দেয়ার গতি ও বিশ্বাসযোগ্য হতে পারার মতো বিষয়গুলোতেও আরো নিখুঁত করা হচ্ছে অ্যালেক্সাকে। এখনও অ্যালেক্সাকে খুব সহজ কাজ দেয়া হয়। যেমন, অ্যালার্ম দেয়া কিংবা গান বাজানো। নতুন করে সে ভালো রেস্তোরাঁ খুঁজে দিতে পারবে কিংবা ব্যবহারকারীর ঘুমের রুটিন মেনে বেডরুমের আলোর দিকটা খেয়ালে রাখবে। ওপেনএআইয়ের তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চ্যাটবট চ্যাটজিপিট আসার পরই নড়েচড়ে বসে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি সংস্থাগুলো। মাইক্রোসফট, গুগল, মেটা ও অন্য সংস্থাগুলো দ্রুত নিজস্ব এআই মডেল বাজারে আনলেও তাড়াহুড়া করতে রাজি হয়নি অ্যামাজন।

যে কারণে ভুলেও প্যান্টের পকেটে রাখবেন না স্মার্টফোন

আইটি ডেস্ক : স্মার্টফোন এখন প্রায় সবারই নিত্যসঙ্গী। ঘর থেকে বাইরে এলেই পকেটে মোবাইল ফোন। কিন্তু কোন পকেটে ফোন রাখছেন, তা নিয়ে অনেকেই খুব একটা ভাবেন না। অথচ ভুল পকেটে মোবাইল রাখলে তা আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে, এমনকি বড় ধরনের দুর্ঘটনাও ঘটাতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ফোন রাখার সঠিক পদ্ধতি জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। **স্মার্টফোন ও স্বাস্থ্যঝুঁকি,** সকালের ঘুম ভাঙা থেকে রাতে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত মোবাইল আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছোট থেকে বড়, প্রায় সবার হাতেই স্মার্টফোন। যদিও অনেকেই জানেন যে, স্মার্টফোন থেকে নির্গত বিকিরণ শরীরের জন্য ক্ষতিকর, তবুও মোবাইল ছাড়া চলার কথা ভাবা দুষ্কর। চিকিৎসকরা প্রায়ই পরামর্শ দেন, ফোন যতটা সম্ভব শরীর থেকে দূরে রাখা উচিত। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বেশিরভাগ সময় ফোন থাকে আমাদের পকেটেই। **কোন পকেটে মোবাইল রাখা নিরাপদ?** অনেকে অভ্যাসগত কারণে ফোন প্যান্টের পেছনের পকেটে রাখেন। কেউ স্টাইলের জন্য, কেউ আবার সামনের পকেটে চাপ পড়ার ভয়ে পেছনে রাখেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, পেছনের পকেটে ফোন রাখা একদমই উচিত নয়। **পেছনের পকেটে ফোন রাখার ঝুঁকি,** ব্যাটারি বিস্ফোরণের সম্ভাবনা: স্মার্টফোন ব্যবহারের সময় অনেক সময় গরম হয়ে যায়। পেছনের পকেটে রাখলে ফোনের ব্যাটারি আরও বেশি চাপের মুখে পড়ে, যা বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। ফোনের ক্ষতির আশঙ্কা: বসার সময় ফোন পেছনের পকেটে থাকলে স্ক্রিন ভেঙে যেতে পারে। এছাড়া হাঁটার সময় ফোন পড়ে যাওয়ার ঝুঁকিও বেশি। চুরির ঝুঁকি: পেছনের পকেট থেকে ফোন চুরি করা চোরদের জন্য সহজ। জনবহুল স্থানে এই ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়। **সামনের পকেটে রাখার সুবিধা,** ফোন প্যান্টের সামনের পকেটে রাখলে চাপ কম পড়ে, ফলে ফোনের ব্যাটারির দীর্ঘস্থায়িত্ব বাড়ে। পাশাপাশি চুরির ঝুঁকিও অনেকটা কমে। তবে দীর্ঘক্ষণ ফোন শরীরের সাথে লেগে থাকা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। **সবচেয়ে নিরাপদ বিকল্প,** ফোন রাখার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হলো ব্যাগ। ব্যাগে রাখলে ফোন শরীর থেকে দূরে থাকে, ফলে বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব কম হয়। একইসঙ্গে চুরির ঝুঁকিও অনেকটা কমে যায়। যারা প্যান্টের পকেটে ফোন রাখতে অভ্যস্ত, তারা চেষ্টা করুন কম সময় পকেটে ফোন রাখতে এবং প্রয়োজন হলে ব্যাগে বা নিরাপদ স্থানে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আবিষ্কার হলো নতুন তিনটি সুপারকনডাক্টিভিটির উপাদান

আইটি ডেস্ক : সাম্প্রতি তিনটি ভিন্ন ধরণের নতুন সুপারকনডাক্টিভিটির উপাদানে আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। এর মধ্যে দুটি উদাহরণ প্রচলিত তত্ত্বকে নতুন করে ভাবিয়েছে, এবং তৃতীয়টি প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবে প্রথাগত ধারণাগুলোর বাইরে চলে গেছে। ১৯১১ সালে ডাচ বিজ্ঞানী হেইকে ক্যামেরলিংহ অনেস সর্বপ্রথম বিদ্যুৎ প্রবাহে প্রতিরোধ হ্রাসের এই বিশেষ ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করেন। সেই থেকে সুপারকনডাক্টিভিটি বিজ্ঞানীদের মুগ্ধ করে আসছে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে ইলেকট্রন একে অপরের সাথে জোড়া বাঁধে। ইলেকট্রনের পারস্পরিক বিকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে তারা একত্রিত হয়, তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা আজও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই গবেষণার পিছনে আরেকটি বড় কারণ হল প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা। সুপারকনডাক্টিভিটি ব্যবহার করে এমআরআই মেশিন এবং শক্তিশালী কণার সংঘর্ষযন্ত্র তৈরি করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা যদি সুপারকনডাক্টিভিটি কীভাবে কাজ করে তা পুরোপুরি বুঝতে পারেন তাহলে উপযুক্ত উপাদান এবং কোয়ান্টাম প্রভাবের মাধ্যমে ইলেকট্রনদের বিশেষ মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টি করে সুপারকনডাক্টিভিটি উচ্চ তাপমাত্রায়ও অর্জন করা সম্ভব হবে। তাহলে বিদ্যুৎবিহীন গ্রিড এবং ম্যাগনেটিক লেভিটেশন যানবাহনের মতো প্রযুক্তিগত বিপ্লব ঘটতে পারে। নতুন আবিষ্কারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এগুলো ২ডি উপাদানের সাথে সম্পর্কিত। এসব উপাদান এতটাই নমনীয় যে বিজ্ঞানীরা এক ক্লিকেই এগুলোকে সুপারকনডাক্টর, ইনসুলেটর এবং আরও অন্যান্য ধরণের বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত করতে পারেন। ২০১৮ সালে এমআইটির বিজ্ঞানী পাবলো জারিলো-হেরেরো প্রথমবার "ম্যাজিক অ্যাঙ্গেল" গ্রাফিন নামক একটি ২ডি উপাদানে সুপারকনডাক্টিভিটি পর্যবেক্ষণ

করেন। গ্রাফিন কার্বনের একটি বিশেষ রূপ, যা বিশেষভাবে সাজালে ইলেকট্রনের গতি কমিয়ে দেয় এবং তাদের জোড়া বাঁধতে সহায়তা করে। গ্রাফিন একটি দুর্দান্ত উপাদান যা খুবই পাতলা এবং শক্তিশালী। এটি একটি ২ডি হানিকম্ব ল্যাটিস আকারে সাজানো। জারিলো-হেরেরো দেখান যে একটি নির্দিষ্ট কোণে দুটি গ্রাফিন স্তর সাজালে সুপারকনডাক্টিভিটি দেখা দেয়। এই কোণটি "ম্যাজিক অ্যাঙ্গেল" নামে পরিচিত। গ্রাফিনের এই বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানীদের নতুন উপাদান আবিষ্কারের জন্য আরও উৎসাহিত করেছে। এরপর বিজ্ঞানীরা ট্রানজিশন মেটাল ডাইক্যালকোজেনাইড (টিএমডি) নামক আরেকটি ২ডি উপাদানে সুপারকনডাক্টিভিটি আবিষ্কার করেন।

নতুন ফিচার চালু হলো চ্যাট জিপিটিতে

আইটি ডেস্ক : ওপেনএআই সম্প্রতি চ্যাট জিপিটি এর জন্য নতুন ফিচার চালু করেছে, যার নাম "টাস্ক"। এই ফিচারটি ব্যবহারকারীদের ভবিষ্যতে কার্যক্রম এবং রিমাইন্ডার চালু করতে সহযোগীতা করবে। এটি মূলত চ্যাট জিপিটি-কে ঐতিহ্যবাহী ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্টের মতো করে তুলতে চায়, যেমন গুগল এসিস্টেন্ট বা সিরি এর মত। তবে, চ্যাট জিপিটি-এর উন্নত ভাষা প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতার কারণে এটি আরও কার্যকরী হবে। এই ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা চ্যাট জিপিটি-কে নির্ধারিত সময়ে বিভিন্ন কাজ করার নির্দেশনা দিতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিদিন সকাল ৭টায় আবহাওয়ার পূর্বাভাস, পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার রিমাইন্ডার, বা বাচ্চাদের জন্য মজার নক নক জোকের মতো বিষয়গুলো সহজেই সেট করা যাবে। ফিচারটি ব্যবহার করতে, ব্যবহারকারীদের প্রথমে "4.0 with scheduled tasks" মডেলটি নির্বাচন করতে হবে। এরপর শুধুমাত্র টাইপ করে জানালেই চলবে যে কী কাজ করতে হবে এবং কখন করতে হবে। চ্যাট জিপিটি ব্যবহারকারীদের কথোপকথনের উপর ভিত্তি করে কিছু কাজের পরামর্শও দিতে পারে। তবে, ব্যবহারকারীর অনুমতি ছাড়া কোনো কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেট করা হবে না। ব্যবহারকারীরা তাদের সেট করা সমস্ত কাজ চ্যাট থ্রেডের মধ্যে বা নতুন "টাস্ক"বিভাগ থেকে পরিচালনা করতে পারবেন।

এবার হোয়াটসঅ্যাপ দিয়ে পাঠানো যাবে টাকা

আইটি ডেস্ক : জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে নতুন ফিচার 'হোয়াটসঅ্যাপ পে' যুক্ত হয়েছে। যা গত ২ বছরের ধরে ভারতের ১০০ মিলিয়ন ব্যবহারকারীর জন্য প্রাথমিক ভাবে চালু করা হয়েছিল। এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই পরিষেবা ব্যবহারে বিধিনিষেধের সীমাবদ্ধতাগুলো ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এনপিসিআই) তুলে নিয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ভারতে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের জন্য 'হোয়াটসঅ্যাপ পে' এখন থেকে ইউপিআই পরিষেবা প্রদান করবে। এই সুবিধার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা সরাসরি টাকা আদান-প্রদান করতে পারবে। 'হোয়াটসঅ্যাপ পে' লেনদেন স্ট্রিমলাইন করবে। যার কারণে আদান-প্রদানের জন্য এই অ্যাপ থেকে বের হতে হবে না। হোয়াটসঅ্যাপ পে যেভাবে ব্যবহার করবেন- **অ্যাকাউন্ট সেটআপ,** 'হোয়াটসঅ্যাপ পে' ব্যবহার করার জন্য আপনার একটি হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপ পে সেটআপ করতে হলে ইউপিআই আইডি যুক্ত করতে হয়। এটি সাধারণত আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে যুক্ত থাকে। এরপর হোয়াটসঅ্যাপ পে চালু করতে ফোন নম্বরের সাথে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লিংক করতে হবে। **পেমেন্ট পাঠানো,** আপনি যেকোনো কন্টাক্টকে পেমেন্ট পাঠাতে পারেন যারা হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করছেন এবং হোয়াটসঅ্যাপ পে সেটআপ করেছেন। প্রথমে চ্যাট উইন্ডোতে গিয়ে পেমেন্ট অপশন নির্বাচন করতে হবে।

পেমেন্ট পাঠানোর জন্য আপনি ইউপিআই পিন ব্যবহার করবেন যা আপনি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের জন্য সেট করেছিলেন। **পেমেন্ট গ্রহণ,** যিনি পেমেন্ট গ্রহণ করবেন, তাকে 'হোয়াটসঅ্যাপ পে' অ্যাকাউন্ট সেটআপ করতে হবে। একবার পেমেন্ট গ্রহণের পর টাকা সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাবে। **নিরাপত্তা,** হোয়াটসঅ্যাপ পে নি